কথাঙ্কুর

॥ মূল রুশভাষা হইতে অনুবাদ করিয়াছেন ॥
শ্রীসুনীল ভট্টাচার্য

॥ প্রচ্ছদপট ও ভিতরের ছবি আঁকিয়াছেন ॥
শ্রীসূর্য্য রায়

॥ মুদ্রাকর ॥
শ্যামল দে
হিন্দ পেপার প্রিণ্টার্স
৭।১।৯ লোয়ার সার্কুলার রোড
কলিকাতা-১৪

॥ প্রকাশক ॥
ঈস্টার্ন ট্রেডিং কোম্পানীর পক্ষে
শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
৬৪-এ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১৩

॥ সাইজ ১০×৬½ ইঞ্চি, ১২৪ পৃষ্ঠা, পাইকা টাইপ···৪০০০ কপি ॥
॥ প্রথম সংস্করণ, ১৯৫৭ ॥

মূল্য—তিন টাকা

ভুমিকা

ইংরেজী ১৭৯৯ সালের ২৬এ মে মস্কো শহরে এক অভিজাত সাহিত্যরসিক পরিবারে পুশকিনের জন্ম। আলেকসান্দার পুশকিনের পিতা সের্গেই লভভিচ ফরাসী ভাষায় কবিতা লিখতেন। পুশকিনের পিতৃব্য ভাসিলি লভভিচেরও কবিখ্যাতি ছিল। পুশকিনের পিতৃগৃহে সাহিত্যের আসর বসত, এবং সে-আসরে যোগ দিতেন তৎকালীন বিশিষ্ট রুশ সাহিত্যিকেরা। কাজেই, পুশকিনের ছেলেবেলা সাহিত্যের আবহাওয়াতেই কাটে। ছাত্র হিসাবে পুশকিনের তেমন সুনাম ছিল না। অতি অল্প বয়সে ফরাসী গৃহশিক্ষকের কাছে ফরাসী ভাষা শিখে পুশকিন সমগ্র ফরাসী সাহিত্য পড়ে ফেলেন এবং ন' দশ বছর বয়সেই ফরাসী ভাষায় কবিতা রচনা করতে আরম্ভ করেন। বার বছর বয়সে পুশকিন অভিজাত সম্প্রদায়ের ছেলেদের জন্য সদ্য-প্রতিষ্ঠিত এক স্কুলে ভর্তি হন। ছ'বছর কাটে এই স্কুলে। এই সময়ই পুশকিনের জ্ঞানের পরিধি ... পেতে থাকে, তাঁর কাব্যপ্রতিভা বিশেষভাবে বিকাশ লাভ করে। বিভিন্ন. পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হতে থাকে এই সময়েই। ইতিমধ্যে রুশ দেশে জারতন্ত্রী স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মূর্ত হয়ে ওঠে। নানা ছোট ছোট বিপ্লবী গুপ্তচক্র প্রতিষ্ঠিত হয়। পুশকিনের অনেক সহাধ্যায়ী এই গুপ্তচক্রের সভ্য ছিলেন। পুশকিন নিজে এই চক্রের সভ্য না হলেও বিপ্লবীদের সঙ্গে একাত্ম ছিলেন, এবং তাঁর কবিতায় বিপ্লবী ভাবধারা রূপ পেতে থাকে। এই কারণে, ১৮২০ সালে ৬ই মে পুশকিনকে চার বছরের জন্য নির্বাসন দেওয়া হয়। এই নির্বাসনকাল পুশকিনের কবিপ্রতিভা বিকাশের শ্রেষ্ঠ সময়। ১৮২৬ সালে পুশকিন পিতার্সবুর্গে ফিরে আসেন। ১৮৩১ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী পুশকিন তৎকালীন পিতার্সবুর্গের শ্রেষ্ঠা সুন্দরী তরুণী নাতালিয়া নিকোলায়েভ্না গনচারভাকে বিবাহ করেন। পুশকিন ও তাঁর স্ত্রীকে রাজসভায় স্থান দিয়ে সম্রাট পুশকিনের বিপ্লবী চেতনাকে পঙ্গু ও নষ্ট করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু পুশকিনের চারিত্রিক দৃঢ়তায় সম্রাটের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। তখন সম্রাটেরই প্ররোচনায় ফরাসী নাগরিক দান্তেস ১৮৩৭ সালের ২৭এ জানুয়ারী পুশকিনকে অন্যায়-ভাবে ডুয়েল লড়াইয়ে আহত করে, এবং তার দুদিন পর ২৯এ জানুয়ারী কবির মৃত্যু হয়।

বর্তমান অনূদিত কাহিনী চারটি আলেকসান্দার সের্গিয়েভিচ পুশকিনের গদ্য সাহিত্যের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পুশকিনের অধিকাংশ রচনাই বাস্তবঘটনাকেন্দ্রিক। ঐতিহাসিক কোন ঘটনাকে অবলম্বন করেই পুশকিনের কল্পনা বিস্তার লাভ করে, এবং সেই কল্পনার সৃষ্টিশক্তিতে নিটোল সুন্দর শিল্পমূর্তি গড়ে ওঠে।

প্রথম কাহিনী "সম্রাট পিয়তরের নিগ্রো" পুশকিনের প্রথম গদ্য রচনা। এই কাহিনীর নায়ক ইব্রাহিম পুশকিনের মা নাদেজদা অসিপভ্‌নার পিতামহ। "পুশকিন ও হানিবলদের বংশ-পরিচয়" শীর্ষক স্বকীয় রচনাতে পুশকিন এ প্রসঙ্গে লিখেছেন: "আমার মায়ের ঠাকুর্দা ছিলেন নিগ্রো, এক সামন্ত রাজার ছেলে। কনস্তান্তিনোপলের রুশ রাষ্ট্রদূত কিভাবে যেন তাঁকে সুলতানের প্রাসাদ থেকে এনে আরও দুজন নিগ্রো ছেলের সঙ্গে একসঙ্গে মহামতি পিয়তরের কাছে পাঠিয়ে দেন। পোলাণ্ডের রাণী, অগাস্টের স্ত্রীর সঙ্গে মিলে সম্রাট ১৭০৭ সালে ভিল্‌নিয়াতে তাঁকে দীক্ষা দেন, এবং তাঁর প্রবর্তিত পরিবারের নাম হয় হানিবল। দীক্ষার সময় তাঁর নাম দেওয়া হয় পিয়তর; কিন্তু তিনি কী কান্নাই কাঁদেন! নতুন নামে পরিচিত হওয়া তাঁর ইচ্ছা ছিল না। তাই মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি 'আব্রাম' নামেই পরিচিত ছিলেন। টাকা দিয়ে তাঁকে ফিরিয়ে নেবার জন্য তাঁর বড় ভাই পিতার্সবুর্গে এসেছিলেন, কিন্তু পিয়তর তাঁকে নিজের কাছে রেখে দিলেন। ১৭১৬ সাল পর্যন্ত হানিবল সম্রাটের সঙ্গে সঙ্গেই থাকতেন, তাঁরই ঘরে ঘুমোতেন, সমস্ত রকম অভিযানে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন। তারপর তিনি প্যারিসে গিয়ে কিছুদিন মিলিটারী স্কুলে পড়াশোনা করেন, ফরাসী দেশে চাকরী নেন। স্পেনের যুদ্ধের সময় মাথায় আঘাত পেয়ে তিনি প্যারিসে ফিরে আসেন। এখানে তিনি বহুদিন অভিজাত সম্প্রদায়ের বিলাস-উন্মাদনার মাঝে দিন কাটিয়ে দেন। প্রথম পিয়তর বারবার তাঁকে ফিরে যেতে লেখেন। কিন্তু হানিবল নানা অজুহাত দেখিয়ে ফিরে যেতে চান না।" ইত্যাদি। এই মূল ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করেই পুশকিনের কাহিনী "সম্রাট পিয়তরের নিগ্রো" গড়ে উঠেছে। ঐতিহাসিক কাহিনী হলেও এর মধ্যে কল্পনার অংশও কম নয়। যেমন, প্যারিসে কাউণ্টেস-এর সঙ্গে ইব্রাহিমের সম্পর্ক। ১৮২৭ সালের ৩১এ জুলাই পুশকিন এই কাহিনী লিখতে আরম্ভ করেন, কিন্তু শেষ করতে পারেননি। এই কাহিনীর নামও পুশকিনের দেওয়া নয়। এই কাহিনীর অলিখিত পরবর্তী অধ্যায়ে কি থাকত তার ইঙ্গিতক্রমে পুশকিন বলেছেন যে, সেখানে থাকবে "এই নিগ্রোর স্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতা, শ্বেতশুভ্র সন্তানের জন্ম ও এই কারণে আশ্রমে নির্বাসন।" যাই হোক, পুশকিনের এই কাহিনী অসমাপ্তই থেকে গেছে।

'পত্রোপন্যাস'ও পুশকিনের আর একটি অসমাপ্ত রচনার নিদর্শন। এটি তিনি লিখতে শুরু করেন ১৮২৯ সালের শেষ দিকে। এরও কোন নামকরণ তিনি করেননি।

পুশকিনের সমগ্র গদ্য-সাহিত্যের মধ্যে 'ইস্কাপনের বিবি' একটি অনবদ্য সৃষ্টি। এই কাহিনীটির রচনাকাল ১৮৩৩ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাস। পুশকিন নাকি প্রথমে এই কাহিনীর নাম দিতে চেয়েছিলেন 'ফাঁকা আওয়াজ'। পুশকিনের বন্ধু ন. ভ.

ন্যাশ্চোকিন বলেছেন, পুশকিন এই কাহিনী তাঁকে পড়ে শুনিয়ে বলেন যে, "কাহিনীটি মোটেই কল্পনাপ্রসূত নয়। বৃদ্ধা কাউণ্টেস হচ্ছেন মস্কোর গভর্নর-জেনারেল দিমিত্রি ভ্লাদিমিরোভিচের মা নাতালিয়া পিত্রোভ্না গালিৎসিনা। পুশকিন যেমন লিখেছেন, তিনি সত্যিই সেই ভাবে প্যারিসে বাস করতেন।" এই কাহিনীটি খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করে, এবং পাঠকেরা সহজেই বুঝতে পারেন যে, কাকে উদ্দেশ্য করে এটি লেখা। এ সম্বন্ধে ১৮৩৪ সালের ৭ই এপ্রিল পুশকিন তাঁর রোজনামচায় লেখেন: "আমার ইস্কাপনের বিবি লোকের মন মাতিয়েছে খুবই। জুয়াড়ীরা তিন, সাত আর টেক্কার উপর বাজি ধরছে। রাজসভায় সকলে বৃদ্ধা কাউণ্টেস ন. প. গলিভসিনার মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করছেন, কিন্তু রেগেছেন বলে মনে হয় না।"

"কির্জালি" সম্ভবতঃ ১৮৩৪ সালের শেষের দিকে লেখা। কিশিনেভে থাকার সময়েই পুশকিন কির্জালির সম্বন্ধে নানা কাহিনী শোনেন। এই বিষয়ে কয়েকটি ছোট ছোট কবিতাও তিনি লেখেন। লোকমুখে প্রচলিত কাহিনীর উপর ভিত্তি করেই পুশকিন কির্জালির কাহিনী রচনা করেন। বর্তমান কালে ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের ফলে কয়েকটি তথ্য ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। কির্জালির প্রকৃত নাম—গিয়ার্গি। ১৮২৩ সালের ফেব্রুয়ারীতে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়, কিন্তু সে পালিয়ে যায়। পরে আবার তাকে গ্রেপ্তার করা হয়, এবং ১৮২৪ সালের ২৪এ সেপ্টেম্বর ইয়াসীতে তাকে ফাঁসী দেওয়া হয়। পুশকিন তাঁর কাহিনীর শেষে বলেছেন যে, কির্জালি আজও দস্যুতা করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু সে কির্জালি নিশ্চয়ই গিয়ার্গি কির্জালি নয়। তারই দলের অন্য কেউ হবে।

বর্তমান কাহিনী চারটি মস্কো থেকে প্রকাশিত তিন খণ্ডে সঙ্কলিত 'পুশকিন-রচনাবলী'র তৃতীয় খণ্ড থেকে গৃহীত ও মূল রুশ থেকে অনূদিত। মূল রুশ থেকে পুশকিনের রচনার বাংলা অনুবাদ সম্ভবতঃ এই প্রথম। অনুবাদ মাত্রই কঠিন কাজ। আর পুশকিনের মত লেখকের রচনার অনুবাদ করা আরও কঠিন। তাই সঙ্কোচের সঙ্গেই এই অনুবাদ পাঠক-সমাজের কাছে উপস্থিত করছি।

এই প্রসঙ্গে যোগ্যজনের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার অবশ্য কর্তব্য। রুশজাতীয়তা তথা বিশ্বমানবতাবাদের মহান কবি আলেকসান্দার সের্গিয়েভিচ পুশকিনের রচনার ভাব গ্রহণ করতে ও সঠিক সুরটি ধরতে হয় কিভাবে, তা আমাকে বুঝিয়েছেন বিদুষী রুশ মহিলা শ্রীমতী তাতিয়ানা ইভানোভনা সেদিনা-সাহা। তিনিই আমাকে রুশ ভাষা শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমার নেই। বর্তমান অনুবাদের ভাষাকে পরিমার্জিত করতে অনুবাদকুশলী সাহিত্যিক বন্ধু শ্রীসরোজকুমার দত্ত যথেষ্ট সাহায্য করেছেন।

কলিকাতা

সুনীল ভট্টাচার্য

সম্রাট
পিয়তরের
নিগ্রো

সম্রাট পিয়তরের নিগ্রো

"পিয়তরের ইস্পাতদৃঢ় ইচ্ছাশক্তির বলে
নতুনভাবে গড়ে উঠেছে রুশিয়া।"
—ন. ইয়াজিকভ

এক

"আমি প্যারিসে এসেছি,
শুধু দিনযাপন নয়, জীবন শুরু করেছি।"
দিমিত্রিয়েভ
পরিব্রাজকের পত্র

নবগঠিত রাষ্ট্রের পক্ষে প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মহামান্য পিয়তর যে সমস্ত যুবককে বিদেশে পাঠিয়েছিলেন তাদের মধ্যে মহামান্য সম্রাটেরই ধর্মপুত্র নিগ্রো ইব্রাহিমও একজন। সে তার ছাত্রজীবন কাটিয়েছে প্যারিসে মিলিটারী স্কুলে, সেখান থেকে বেরিয়েছে গোলন্দাজবাহিনীর ক্যাপ্টেন হয়ে, স্পেনের যুদ্ধে সুনাম অর্জন করেছে, তারপর গুরুতর আহত হয়ে আবার ফিরে এসেছে প্যারিসে। সম্রাট তাঁর বহু কাজের মধ্যেও আপন প্রিয়পাত্র সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়া বন্ধ করেননি এবং সব সময়ই তার সাফল্য ও কার্যকলাপ সম্বন্ধে মনগড়া সুখ্যাতির বিবরণ তাঁকে শোনান হত। পিয়তর তার উপর খুবই সন্তুষ্ট ছিলেন এবং একাধিকবার তাকে রুশিয়ায় ফিরে আসতে আহ্বান জানিয়েছিলেন, কিন্তু ইব্রাহিমের কোনরকম ব্যগ্রতা ছিল না। নানা অজুহাতে সে এই আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছে— কখনও বা আহত বলে, কখনও বা শিক্ষা সম্পূর্ণ করার ইচ্ছা জানিয়ে, কখনও বা আর্থিক অসচ্ছলতার নামে। পিয়তর তার সমস্ত অনুরোধকেই প্রশ্রয় দিতেন, স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখতে বলতেন, শিক্ষার প্রতি এই ঝোঁকের জন্য আশীর্বাদ জানাতেন, এবং নিজের খরচপত্রের ব্যাপারে খুবই মিতব্যয়ী হলেও তার জন্য ধনভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দিতে কোনরকম কাতরতা দেখাতেন না। আর টাকার সঙ্গে তিনি পাঠাতেন পিতৃসুলভ উপদেশ এবং সতর্কবাণী।

তখনকার দিনে ফরাসীদের অবাধ চপলতা, উদ্দামতা ও বিলাসিতার যে কোন তুলনা ছিল না, সমস্ত ঐতিহাসিক রচনাই তার সাক্ষ্য বহন করে। রাজপরিবারের একনিষ্ঠ ধর্মানুচরণ, গাম্ভীর্য ও বিনয়বিনম্র ব্যবহারের জন্য চতুর্দশ লুদোভিকের রাজত্বের শেষভাগ ছিল বিখ্যাত, কিন্তু তার কোন

চিহ্নই তখন ছিল না। কাউন্ট অর্লিয়ানস্কির চরিত্রে সব রকমের নোংরামির সঙ্গে বহু সদ্‌গুণেরও সমন্বয় ঘটেছিল, কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্রমে, তার মধ্যে কপটতা বলে কোন জিনিস ছিল না। পালে রোয়ালের গোপন বামাচারের কথা প্যারিসে আর গোপন ছিল না। এর দৃষ্টান্ত খুবই সংক্রামক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এমন সময় এল আইন, বিলাসব্যসনে ও উচ্ছৃঙ্খল লাম্পট্যের নেশার সঙ্গে যুক্ত হল উদগ্র অর্থলালসা। জমিদারী উবে যেতে লাগল, নীতিবোধ লোপ পেয়ে গেল, ফরাসীরা একসঙ্গে স্ফূর্তি ও টাকার হিসাব চালাতে লাগল, ব্যঙ্গাত্মক গীতিনাট্যের সুরের তালে তালে রাজত্ব ভেঙ্গে পড়তে লাগল।

এদিকে খুবই মনমাতান রূপ নিয়ে দেখা দিল সমাজ। স্ফূর্তির চাহিদা বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করল। অর্থ, ভদ্রতা, যশ, প্রতিভা, এমনকি বাতিক পর্যন্ত যা কিছু মানুষকে কৌতূহলের খোরাক যোগাত সব কিছুই তারা সমান ঔৎসুক্যভরে গ্রহণ করল। ফ্যাশনকে আনুগত্য জানাতে ও তাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন তাদের শান্ত সমাহিত ধ্যানের জগৎ ছেড়ে বৃহত্তর জগতে আত্মপ্রকাশ করল। নারীদের প্রাধান্য শুরু হল, কিন্তু তারা আর শ্রদ্ধা ভক্তি জাগাতে পারত না। গভীর শ্রদ্ধার স্থান গ্রহণ করল লোক-দেখান ভদ্রতা। আধুনিক এথেন্সের আল্‌কিভিয়াদ কাউন্ট রিশেলিয়ের শয়তানি ইতিহাসে স্থান পেয়েছে। সেখান থেকে তখনকার দিনের নৈতিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়।

"তাঁ ফোর্‌তুনে মার্কে পার্‌লা লিস্‌সঁ,
উলা ফোলি আজ্জিতাঁ সোঁ গ্রলো,
দ্যঁ পিয়ে লেজে পাকু´র তুৎ লা ফ্রাঁস্‌,
উ নুল মোর্তেল নাদেনেতর দেভো,
উলোঁ ফে তুতেক্‌সেপ্তে পেনিতাঁস।" *

*। যখন উন্মাদনা কলোচ্ছ্বাসে
চঞ্চলপদে সারা ফরাসীর বুকে ধেয়ে যায়,
যখন একজন নশ্বরও ঈশ্বর উপাসনা করে না,
যখন অনুতাপ ছাড়া আর সব করতে সবাই প্রস্তুত
ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনায় ভোগ্য সেই হচ্ছে সুখের সময়।
ভল্‌তেয়ার

ইব্রাহিমের আবির্ভাব, তার চেহারা, শিক্ষাদীক্ষা ও স্বাভাবিক বুদ্ধি প্যারিসে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সমস্ত ভদ্রমহিলাই চান 'লে ন্যাগর দ্যু জার'কে * নিজের বাড়িতে পেতে, পথে পেলেই তাকে গ্রেফতার করেন। রিজেণ্ট তাকে একাধিকবার নিমন্ত্রণ করেছেন তাঁর সান্ধ্য আসরে। আরুয়েতের তারুণ্যে ও শোলের বার্ধক্যে আর মন্তেস্ক ও ফন্তেনেলের আলোচনায় উদ্দীপিত প্রতি নৈশভোজের আসরে সে উপস্থিত থাকত; কোনও বলনাচের আসর, কোন উৎসব, কোন থিয়েটারের প্রথম অনুষ্ঠানেই সে অনুপস্থিত থাকত না। বয়স ও প্রকৃতির সমস্ত উদ্দামতা নিয়ে সে সামগ্রিক উন্মাদনার আবর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এই উচ্ছৃঙ্খলতা ও উদ্দাম বিলাসব্যসনের স্থানে যে একদিন আসবে পিতার্সবুর্গের রাজপ্রাসাদের রুক্ষ সরল জীবন, এ-কথা ভেবে সে একবারও ভয় পেল না। আরও শক্তিশালী বন্ধন তাকে বেঁধে রাখল প্যারিসে। তরুণ আফ্রিকান প্রেমে পড়েছিল।

কাউণ্টেস দ···যৌবনের উন্মেষকাল অতিক্রম করেছেন। তবুও এখনও তাঁর সৌন্দর্যের খ্যাতি আছে। সতের বছর বয়সে কনভেণ্ট ছেড়ে আসার সময়ে যাঁর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয় তাঁকে তিনি ভালবেসে উঠতে পারেননি, কিন্তু বিয়ের পরে এ নিয়ে তিনি কখন আর মাথা ঘামাননি। তাঁর অনেক প্রেমিক আছে বলে কানাঘুষো শোনা যেত বটে, কিন্তু প্রশ্রয়ের মনোভাব নিয়ে সমাজ এসব বিষয় দেখত বলে, তিনি সুনামের পাত্রীও ছিলেন; কারণ হাস্যকর অথবা প্রলোভন জাগান কোনরকম অ্যাডভেঞ্চারের জন্য তাঁর উপর দোষারোপ করা সম্ভব ছিল না। তাঁর বাড়ি ছিল সবচেয়ে ফ্যাশন দুরস্ত। প্যারিসের সেরা সমাজ গিয়ে জুটত তাঁর বাড়িতে। তরুণ মেরভিল তাঁর সঙ্গে ইব্রাহিমের পরিচয় করিয়ে দেয়। মেরভিলকে লোকে কাউণ্টেসের নবতম প্রেমিক বলে মনে করত, আর সেও ভান করত যেন সে সত্যিই তাই।

কাউণ্টেস ভদ্রতার সঙ্গেই ইব্রাহিমকে অভ্যর্থনা জানালেন, কিন্তু সে অভ্যর্থনায় কোন রকম বিশেষ মনোযোগ দেখা গেল না। এতেই ইব্রাহিম প্রলুব্ধ হল। সাধারণতঃ সবাই এই তরুণ নিগ্রোকে দেখত অপরূপ কিছু দেখার মত। তাকে ঘিরে রাখত শুভেচ্ছা বাণী দিয়ে আর প্রশ্নে প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত

*। জারের নিগ্রো (ফরাসী)

করে তুলত। ঔদার্যের আবরণে ঢাকা থাকলেও এই কৌতূহল তার আত্মসম্মানবোধকে আঘাত করত। আমাদের সমস্ত কার্যোদ্যমের প্রায় একমাত্র লক্ষ্যই হল নারীর মধুর মনোযোগ আকর্ষণ করা, কিন্তু এই আকর্ষণ যে তার হৃদয়কে শুধু উৎফুল্লই করতে পারেনি তাই নয়, দুঃখে ও রাগেও ভরে তুলেছে। সে বুঝতে পারত যে, তাদের কাছে সে এক দুষ্প্রাপ্য জন্তুর মত, সম্পূর্ণ এক আলাদা সৃষ্টি, বাইরে থেকে হঠাৎ এসেছে এই জগতে, এবং এদের সঙ্গে তার কোনই মিল নেই। দৃষ্টির অগোচরে পড়ে-থাকা সাধারণ লোকদের পর্যন্ত তার ঈর্ষা হত, মনে হত এই নগণ্যতার জন্যই যেন তারা সৌভাগ্যবান।

প্রকৃতি যে তাকে পারস্পরিক প্রেমবিনিময়ের জন্য সৃষ্টি করেনি, এই চিন্তা ইব্রাহিমকে অহঙ্কার ও আত্মম্ভরিতার হাত থেকে বাঁচিয়েছে, ফলে নারীদের সঙ্গে তার আচরণে ফুটে উঠত এক দুর্লভ মাধুর্য। তার কথাবার্তা ছিল সরল অথচ মর্যাদাব্যঞ্জক। কাউন্টেস দ···এর তাকে ভাল লাগল, ফরাসী কুশাগ্র বুদ্ধির সেই চিরন্তন ঠাট্টা ও সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। ইব্রাহিম প্রায়ই তাঁর কাছে আসত। ধীরে ধীরে তিনি এই তরুন নিগ্রোর চেহারায় অভ্যস্ত হয়ে গেলেন, এমনকি তাঁর ড্রয়িংরুমে পাউডার মাখা পরচুলাগুলির মাঝখানে কালো হয়ে জেগে-থাকা এই কোঁকড়া মাথাটির মধ্যে তিনি যেন মাধুর্য খুঁজে পেতে লাগলেন। ইব্রাহিম মাথায় আঘাত লেগে জখম হয়েছিল, তাই পরচুলার বদলে সে ব্যবহার করত ব্যাণ্ডেজ। তার বয়স তখন সাতাশ। দেখতে লম্বা ও সুঠাম। বহু সুন্দরী যে দৃষ্টিতে তাকে দেখত সে দৃষ্টি শুধু সাধারণ কৌতূহলের দৃষ্টি নয়, সে দৃষ্টিতে রীতিমত লুব্ধতাও ছিল। কিন্তু আগে থাকতেই এদের সম্পর্কে একটা বিরুদ্ধ ভাব তার মনে তৈরী হয়ে গিয়েছিল, তাই ইব্রাহিম হয় এসব কিছুই লক্ষ্য করত না, না হয় এ সবের মধ্যে শুধু ছলাকলাই দেখতে পেত। কিন্তু যখন কাউন্টেসের সঙ্গে তার দৃষ্টিবিনিময় হত, তখন তার সমস্ত অবিশ্বাস অদৃশ্য হয়ে যেত। কাউন্টেসের দুটি চোখে এমন মধুর করুণা ফুটে উঠত এবং ইব্রাহিমের সঙ্গে তাঁর আচরণ হত এমনই সহজ ও স্বাভাবিক যে, তাঁর মধ্যে ছলাকলা অথবা বিদ্রূপের কণামাত্র আছে বলে সন্দেহ করা ইব্রাহিমের পক্ষে অসম্ভব হত।

প্রেমের কথা তার মনে আসেনি, কিন্তু রোজ কাউণ্টেসকে দেখা আর কাছে হয়ে দাঁড়াল অবশ্য প্রয়োজনীয়। সর্বত্রই সে কাউণ্টেসের সঙ্গ খুঁজতে লাগল এবং কাউণ্টেসের সঙ্গে যতবারই তার দেখা হত, প্রতিবারই এই সাক্ষাৎকে ভগবানের অভাবিত অনুগ্রহ বলে তার মনে হত। ইব্রাহিমের এই মানসিক অবস্থা তার নিজের কাছে ধরা পড়ার আগেই কাউণ্টেস তা বুঝতে পারলেন। যাই বলুন না কেন, মনোহরণের সমস্ত রকম ছলাকলার চেয়েও নারীর হৃদয়কে বেশী স্পর্শ করে সেই প্রেম, যে প্রেমে কোন প্রত্যাশা নেই, দাবী নেই। ইব্রাহিম উপস্থিত থাকলে কাউণ্টেস তার প্রতিটি হাবভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন, তার প্রতিটি কথা কান পেতে শুনতেন। ইব্রাহিম উপস্থিত না থাকলে তিনি চিন্তামগ্ন হয়ে পড়তেন, এবং তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অন্যমনস্কতায় ডুবে যেতেন···মেরভিলই প্রথম এই পারস্পরিক আকর্ষণ লক্ষ্য করে ইব্রাহিমকে অভিনন্দন জানাল। তৃতীয় ব্যক্তির সোৎসাহ সমর্থনের মত প্রেমের আগুনকে এমনভাবে জাগিয়ে তুলতে আর কিছুই পারে না। ···প্রেম অন্ধ এবং নিজের প্রতি আস্থা না থাকায়, সে হাতের কাছে যে সমর্থনই পায় তাই আঁকড়ে ধরে।

মেরভিলের কথা ইব্রাহিমকে জাগিয়ে তুলল। দয়িতা নারীকে পাবার সম্ভাবনার কথা এর আগে তার কল্পনাতেও আসেনি। হঠাৎ আশায় তার অন্তর উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। ভালবাসায় সে পাগল হয়ে উঠল। ইব্রাহিমের প্রণয়াবেগের উদ্দাম প্রকাশে ভীত হয়ে কাউণ্টেস তার প্রেমের বিরুদ্ধে বন্ধুত্বের প্রতিশ্রুতি ও অবিবেচনার উপদেশ দেবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু এ চেষ্টা তাঁর ব্যর্থ হল কারণ তিনি নিজেই দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। অসতর্ক মুহূর্তের পুরস্কার একটির পর একটি করে দ্রুতগতিতে বিতরিত হতে লাগল। অবশেষে একদা যে কামনা তিনি নিজেই জাগিয়ে তুলেছিলেন তারই স্রোতবেগে কক্ষচ্যুত হয়ে এবং তারই আঘাতে শক্তিহীন হয়ে, তিনি আনন্দে দিশাহারা ইব্রাহিমের কাছে আত্মদান করলেন।

তীক্ষ্ণদৃষ্টি জগতের চোখ থেকে কিছুই ঢাকা থাকে না। কাউণ্টেসের নতুন সম্পর্কের কথা অল্প সময়ের মধ্যেই সবাই জেনে ফেলল। কিছু ভদ্রমহিলা তাঁর নির্বাচন দেখে বিস্মিত হলেন, কিন্তু বেশীর ভাগই একে স্বাভাবিক বলে মনে করলেন। কেউ কেউ শুধু হাসলেন, কেউ কেউ আবার এর মধ্যে

কাউন্টেসের ক্ষমার অযোগ্য অসর্তকতাই দেখতে পেলেন। প্রণয়াবেগের প্রথম উন্মাদনায় ইব্রাহিম ও কাউন্টেসের কিছুই নজরে এল না। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই পুরুষদের দ্ব্যর্থবোধক ব্যঙ্গ ও মেয়েদের হুলফোটানো কথা তাঁদের কানে আসতে লাগল। ইব্রাহিমের মর্যাদাব্যঞ্জক ও উদাসীন আচরণ এতদিন পর্যন্ত তাকে এই ধরনের আক্রমণের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল। এই সব আক্রমণ সে অধীরভাবে সহ্য করে যেতে লাগল, কি করবে বুঝতে পারল না। এতদিন সকলেরই শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করে এসেছেন কাউন্টেস্। তাই নিজের বিরুদ্ধে এই সব কুৎসা ও বিদ্রূপ তিনি শান্তভাবে নিতে পারলেন না। তিনি কখন অশ্রুজলে অভিযোগ জানাতেন ইব্রাহিমের কাছে, কখনও বা তাকে তীব্রভাবে দোষারোপ করতেন, কখন বা অনুরোধ করতেন তাঁকে সমর্থন না করার জন্য, কারণ তাহলে বাজে হট্টগোলে তাঁর সর্বনাশ হয়ে যাবে।

নতুন পরিস্থিতি কাউন্টেসের অবস্থা আরও সঙ্গীন করে তুলল, অসতর্ক প্রেমের ফল আত্মপ্রকাশ করল। সান্ত্বনা, উপদেশ, প্রস্তাব কিছুই বাকী রইল না, সবই বিফল হল। অবশ্যম্ভাবী সর্বনাশকে কাউন্টেস চোখের উপর দেখতে পেলেন, আর চরম হতাশা নিয়ে তার প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

কাউন্টেসের অবস্থার কথা যেই জানাজানি হয়ে গেল, অমনই আবার ফিসফিসানি শুরু হয়ে গেল নতুন উদ্যমে। অনুভূতিপ্রবণ ভদ্রমহিলারা ভয়ে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলেন। কাউন্টেসের সন্তান কেমন হবেঃ সাদা না কালোঃ এই বিতর্কের বাজিতে মেতে উঠলেন ভদ্রলোকেরা। তাঁর স্বামীর সম্বন্ধে ব্যঙ্গ কবিতা লেখা হতে লাগল। সারা প্যারিসে একমাত্র তিনিই এ ব্যাপারের কিছু জানতেন না, কিছুমাত্র সন্দেহও করেননি।

নিদারুণ মুহূর্ত এগিয়ে আসতে লাগল। কাউন্টেসের অবস্থা হয়ে দাঁড়াল ভয়ানক। রোজই ইব্রাহিম যেত তাঁর কাছে। সে দেখত কাউন্টেসের মানসিক ও শারীরিক শক্তি ক্রমেই নিঃশেষ হয়ে আসছে। তাঁর চোখের জল, তাঁর ভয় বেড়ে চলল প্রতি মুহূর্তে। অবশেষে তিনি প্রথম বেদনা অনুভব করলেন। তাড়াতাড়ি সব ব্যবস্থা করা হল। কাউন্টকে দূরে পাঠিয়ে দেওয়ার উপায় বার করা হল। ডাক্তার এল। এর দিন দুয়েক আগে একটি গরীব স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছিল যে, সে তার

নবজাত ছেলেটিকে অপরের হাতে তুলে দেবে।" সেই শিশুটি আনতে বিশ্বাসী লোক পাঠান হল। দুর্ভাগিনী কাউণ্টেস যে ঘরে শুয়েছিলেন, ঠিক তার পাশের পড়বার ঘরেই রইল ইব্রাহিম। রুদ্ধনিঃশ্বাসে সে শুনছিল তাঁর চাপা গোঙানি, দাসীদের ফিসফিসানি, ডাক্তারের আদেশ। বহুক্ষণ ধরে চলল তাঁর বেদনা। কাউণ্টেসের প্রতিটি গোঙানিতে ইব্রাহিমের হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যেতে লাগল। প্রতিটি নীরব মুহূর্ত তাকে ভীতিবিহ্বল করে তুলল …হঠাৎ শিশুকণ্ঠের ক্ষীণ কান্না তার কানে এল। উত্তেজনা সংযত করার ক্ষমতা না থাকায় সে ছুটে গেল কাউণ্টেসের ঘরে। কাউণ্টেস্বের দুটি পায়ের কাছে বিছানার উপর রয়েছে একটি কালো শিশু। ইব্রাহিম শিশুটির দিকে এগিয়ে গেল, তার হৃদয় তখন দ্রুত স্পন্দিত হচ্ছে। কম্পিত হাতে পুত্রকে আশীর্বাদ জানাল। কাউণ্টেস ম্লান হেসে দুর্বল হাত তার দিকে এগিয়ে দিলেন…কিন্তু রোগিণীর পক্ষে বড় বেশী উত্তেজনার কারণ ঘটবে মনে করে ডাক্তার ইব্রাহিমকে জোর করে তাঁর বিছানার ধার থেকে সরিয়ে দিলেন। নবজাতককে একটি ঢাকা ঝুড়িতে শুইয়ে গোপন সিঁড়ি দিয়ে বাড়ির বাইরে নিয়ে যাওয়া হল। অপর শিশুকে এনে প্রসূতির ঘরে তার দোলনা খাটিয়ে শুইয়ে দেওয়া হল। নিশ্চিন্ত হয়ে ইব্রাহিম চলে গেল। সবাই কাউণ্টের আসার পথ চেয়ে রয়েছে। তিনি ফিরলেন অনেক দেরী করে এবং স্ত্রীর সুখবর শুনে খুবই খুশী হলেন। ফলে, একটা বড় রকমের কেলেঙ্কারীর আশায় উদ্‌গ্রীব জনসাধারণ হতাশ হল, এবং ইতর কুৎসা রটনা করে সান্ত্বনা পাওয়া ছাড়া তাদের আর উপায় রইল না।

সবকিছু ভালভাবেই সমাধা হল। কিন্তু ইব্রাহিম মনে মনে বুঝতে পারল যে, ভাগ্য তার বদলে যাবেই, আজই হোক আর কালই হোক, কাউণ্টেসের সঙ্গে তার সম্পর্ক কাউণ্ট দ…এর কানে উঠবেই। সে অবস্থায় আর যাই ঘটুক না কেন, কাউণ্টেসের সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। ইব্রাহিম গভীরভাবে ভালবেসেছিল, এবং সে ভালবাসার যোগ্য প্রতিদানও পেয়েছিল। কিন্তু কাউণ্টেস ছিলেন খেয়ালী ও অস্থিরমতি। এ তাঁর প্রথম প্রেম নয়। তাঁর হৃদয়ের সবচেয়ে মধুর ও কোমল অনুভূতির স্থান গ্রহণ করতে পারে বিরক্তি ও ঘৃণা। ইব্রাহিম কল্পনায় দেখতে পেল কাউণ্টেস তার প্রতি উদাসীন হয়ে গেছেন। এতদিন পর্যন্ত ঈর্ষা কাকে বলে তা সে জানত না,

অজ্ঞ ভয়ের সঙ্গে তার মনে জাগল সেই অনুভূতি। সে ভাবল, তার চেয়ে বিচ্ছেদের বেদনা বেশী কষ্টকর হবে না, স্থির করে ফেলল যে এই দুর্ভাগ্যের সম্পর্ক ছিন্ন করে প্যারিস ছেড়ে সে চলে যাবে রুশিয়ায়। বহুদিন ধরে সেখান থেকে পিয়তর তাকে ডেকে পাঠাচ্ছেন। তা ছাড়া, ব্যক্তিগত দায়িত্বের একটা অস্পষ্ট অনুভূতিও তার মধ্যে জেগে উঠল।

দুই

"সৌন্দর্য আর তত বিহ্বলতা আনে না,
আনন্দও আর তত তৃপ্তি দেয় না,
চিন্তাও আর তত চঞ্চল নয়,
আমিও তত সুখী নই···
যশের কামনায় আমি পীড়িত,
ডাক দিয়েছে সে, কানে আসছে খ্যাতির কলরোল!"

দেরঝাভিন

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কেটে যেতে লাগল, কিন্তু যে নারীকে সে নিজের কাছে আত্মদান করিয়েছে, তাকে ফেলে রেখে চলে যাবে কিনা, একথা স্থির করে উঠতে পারল না প্রেমতন্ময় ইব্রাহিম। প্রতিমুহূর্তেই সে কাউন্টেসের সঙ্গে নিজেকে বেশী করে জড়িয়ে ফেলছিল। দূরের এক জেলায় তাদের ছেলে বড় হয়ে উঠছিল। সমাজের প্রগল্‌ভ রসনা শান্ত হয়ে আসতে লাগল, অতীতের উদ্দামতার কথা নীরবে স্মরণ করে এবং ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করার চেষ্টা না করে প্রেমিকদ্বয় শান্তি ভোগ করতে আরম্ভ করল।

একদিন ইব্রাহিম গের্তসগ অর্লিয়ানস্কির দরজার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। গের্তসগ তার পাশ দিয়ে যাবার সময় থেমে দাঁড়িয়ে, অবসর সময়ে পড়বার অনুরোধ জানিয়ে একটা পত্র দিয়ে গেল। এটি প্রথম পিয়তরের পত্র। ইব্রাহিমের রুশিয়ায় না ফেরার প্রকৃত কারণ অনুমান করে সম্রাট গের্তসগের

কাছে লিখেছেন যে, কোন কারণেই তিনি ইব্রাহিমের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করতে চান না এবং রুশিয়ায় ফেরা না ফেরা তিনি তার সদিচ্ছার উপরই ছেড়ে দিয়েছেন এবং কোন কারণেই তিনি তাঁর পূর্বের পালিত পুত্রকে পরিত্যাগ করবেন না। এই পত্র ইব্রাহিমের অন্তরের গভীরে নাড়া দিয়ে গেল। সেই মুহূর্তেই হয়ে গেল তার ভাগ্য নির্ধারণ। পরদিনই সে রিজেণ্টের কাছে অবিলম্বে রুশিয়ায় ফিরে যাবার ইচ্ছা জানাল। গের্তসগ তাকে বলল, "যা করছেন একটু ভেবে দেখুন, রুশিয়া আপনার পিতৃভূমি নয়, আর আপনার রৌদ্রদগ্ধ মাতৃভূমি যে আপনার আর দেখার সুযোগ হবে, তা মনে হয় না। তাছাড়া ফরাসীদেশে আপনার এই সুদীর্ঘ প্রবাস আধা বর্বর রুশিয়ার জলবায়ু ও জীবনযাত্রার পক্ষে আপনাকে অনভ্যস্ত করে তুলেছে। পিয়তরের প্রজা হিসাবে আপনি জন্মগ্রহণ করেননি। আমার কথা বিশ্বাস করুন: তাঁর এই উদার অনুমতির সুযোগ গ্রহণ করুন। এই ফরাসীদেশের জন্য আপনি আপনার রক্তদান করেছেন, আপনি এই দেশেই থাকুন। ঠিক জানবেন যে আপনার কাজ ও প্রতিভার জন্য যথাযোগ্য পুরস্কৃত করতে এখানে কোন ত্রুটি হবে না।" ইব্রাহিম আন্তরিক ধন্যবাদ জানাল গের্তসগকে কিন্তু দৃঢ় রইল নিজের সিদ্ধান্তে। রিজেণ্ট তাকে জানাল, "আমরা দুঃখিত বটে, কিন্তু যাই হোক আপনি ঠিকই করেছেন।" ইব্রাহিমকে ছুটি দেবার প্রতিশ্রুতির পর রিজেণ্ট রুশীয় সম্রাটকে সব কথা লিখে জানাল।

ইব্রাহিম তাড়াতাড়ি যাত্রার জন্য প্রস্তুত হল। বিদায়যাত্রার আগের দিন সন্ধ্যায় সে যথারীতি কাউণ্টেস দ···এর কাছে সময় কাটাল। কাউণ্টেস কিছুই জানতেন না। সব কথা তাঁর কাছে খুলে বলার মত সাহস ইব্রাহিমের ছিল না। সেদিন কাউণ্টেস ছিলেন শান্ত ও প্রফুল্ল। কয়েকবার ইব্রাহিমকে কাছে ডেকে নিয়ে তিনি তার চিন্তাবিষ্ট ভাবের জন্য ঠাট্টা করলেন। রাতের খাবার শেষ হলে সবাই বিদায় নিলেন। ড্রয়িংরুমে রইলেন শুধু কাউণ্টেস, তাঁর স্বামী ও ইব্রাহিম। শুধুমাত্র নির্জনে কাউণ্টেসের সঙ্গে কিছুক্ষণ থাকার বিনিময়ে হতভাগ্য ইব্রাহিম জগতের সমস্ত কিছুই বিসর্জন দিতে পারত, কিন্তু কাউণ্ট দ···এমন আরামে চুল্লীর ধারে ছড়িয়ে বসেছিলেন যে, তিনি যে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবেন এমন আশা করা একেবারে অসম্ভব মনে হল। তিনজনেই নীরব। "বন্ ন্যুই" [শুভরাত্রি] অবশেষে বললেন কাউণ্টেস।

ইব্রাহিমের অন্তর মোচড় দিয়ে উঠল, হঠাৎ তার মনে জাগল বিচ্ছেদের দারুণ আতঙ্ক। সে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। "বন্ ন্যুই ম্যসিয়ে" [শুভ-রাত্রি ভদ্রমহোদয়গণ]—আবার বললেন কাউন্টেস। তবুও সে নড়ল না··· শেষে তার চোখে অন্ধকার ঘনিয়ে এল, মাথা ঘুরতে লাগল, সে কোনমতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বাড়ি ফিরে সে প্রায় নিজের অজ্ঞাতসারেই এই লিপিটি লিখে ফেলল:

"আমি চলে যাচ্ছি, লিয়োনরা প্রিয়তমা, চিরকালের জন্য তোমায় ছেড়ে চলে যাচ্ছি। তোমায় লিখে জানাচ্ছি, কারণ অন্যভাবে তোমার কাছে বিদায় নেবার শক্তি নেই বলে।

আমার এ সুখ দীর্ঘস্থায়ী হতে পারল না। ভাগ্য ও প্রকৃতির বিধানকে উপেক্ষা করেই আমি এই সুখ উপভোগ করেছি। একদিন আমার জন্য তোমার প্রেম আর থাকবে না, মোহও যাবে মিলিয়ে। যখন তোমার আবেগবিহ্বল আত্মদানে, তোমার সীমাহীন মাধুর্যে পাগল হয়ে আমি তোমার পদপ্রান্তে বসে কাটিয়েছি, যখন মনে হয়েছে আর সবকিছুই ভুলে গেছি তখনও সবসময়ই এই চিন্তাই আমাকে তাড়া করে ফিরেছে। তত্ত্বের ক্ষেত্রে যা সে মেনে নেয়, বাস্তব ক্ষেত্রে তাকে নির্দয়ভাবে আঘাত করাই এই চপলমতি দুনিয়ার রীতি। আজই হোক আর দুদিন পরেই হোক, এর নিষ্ঠুর পরিহাস তোমার মাথা নোয়াতে বাধ্য করবে, তোমার উদ্দাম হৃদয়কে শান্ত করে দেবে, তারপর একদিন তুমি নিজের এই উদ্দাম বাসনার জন্য লজ্জিত হয়ে উঠবে।···তখন আমার কি হবে, কি হবে? না, না! এই ভীষণ মুহূর্ত আসার আগে বরং আমার মৃত্যুও ভাল, বরং আমার তোমাকে ফেলে যাওয়া ভাল···

তোমার শান্তির চেয়ে মূল্যবান আমার কাছে আর কিছুই নেই: জগতের দৃষ্টি যতক্ষণ আমাদের উপর উদ্যত হয়ে থাকবে, তুমি এই শান্তি প্রাণভরে ভোগ করতে পারবে না। একবার ভেবে দেখ দেখি, কী তোমাকে সহ্য করতে হয়েছে, কী অবমাননা, কী ভীতি ও নিপীড়ন! আমাদের সন্তানের সেই ভয়াবহ জন্মের কথা একবার স্মরণ কর। একবার ভেবে দেখ: আমি কি আবার তোমাকে সেই উত্তেজনা, সেই বিপদের মুখে ঠেলে দেব? এত সুকুমার, এত সুন্দর এক সৃষ্টির ভাগ্যকে মানুষ নামের অযোগ্য

ও করুণার পাত্র, এক নিগ্রোর দুর্বহ ভাগ্যের সঙ্গে জুড়ে দেবার চেষ্টা কেন আমি করব?

ক্ষমা কর লিয়োনরা, ক্ষমা কর, ওগো একমাত্র বন্ধু! তোমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি, ছেড়ে চলে যাচ্ছি আমার জীবনের প্রথম ও শেষ আনন্দকে। আমার কোন স্বদেশ নেই, কোন আত্মীয়স্বজন নেই। আমি বিষাদাচ্ছন্ন রুশিয়ায়ই ফিরে যাচ্ছি, সেখানে আমার চরম নিঃসঙ্গতাই হবে একমাত্র সান্ত্বনা। আজ থেকে যে কঠোর কর্তব্যের কাছে আমি নিজেকে সঁপে দিচ্ছি, তা যদি সেই পরম সুখ ও উন্মাদনার ব্যথিত স্মৃতিকে মুছে দিতে নাও পারে, তবু অন্ততঃ তাকে ঢেকে রাখতে পারবে।···ক্ষমা কর, লিয়োনরা—তোমার বাহুপাশ থেকে নিজেকে ছিন্ন করার মতই, এই পত্র থেকে নিজেকে এখন আমি বিচ্ছিন্ন করছি। ক্ষমা কর, সুখী হও—আর মাঝে মাঝে হতভাগ্য নিগ্রোর কথা, তোমার বিশ্বস্ত ইব্রাহিমের কথা একটু ভেব।"

সেই রাতেই সে রুশিয়ায় যাত্রা করল।

সে যেমন ভয় করেছিল এই যাত্রা কিন্তু তেমন ভয়াবহ হল না। বাস্তবতার উপর বিজয়ী হল তার কল্পনা। যতই সে প্যারিস ছেড়ে দূরে যেতে লাগল, ততই ফেলে-আসা জীবনের স্মৃতি তার কল্পনায় জীবন্ত ও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে লাগল।

এইভাবে কখন যে সে রুশ সীমান্তে এসে পৌঁছেছে তা সে জানতেই পারেনি। বর্ষা ইতিমধ্যে নেমে গেছে। কিন্তু রাস্তার দুরবস্থা সত্ত্বেও গাড়োয়ানেরা তাকে হাওয়ার বেগে নিয়ে যাচ্ছিল। এবং এইভাবে ষোল দিন চলার পর সে ভোরে এসে পৌঁছল 'ক্রাসনোয়ে সেলো'তে। তখনকার দিনের বড় রাস্তা এই গ্রামের উপর দিয়েই গিয়েছিল।

পিতার্সবুর্গ পৌঁছতে আর মাত্র আটাশ ভার্স্ট বাকী। ঘোড়াগুলোকে বিশ্রাম দেওয়ার ফাঁকে ইব্রাহিম কোচোয়ানদের ছোট্ট কুঁড়েতে গিয়ে ঢুকল। এক-কোণায় নীল কাফতান পরে, মুখে মাটির পাইপ, এক লম্বা চওড়া ভদ্রলোক টেবিলের উপর কনুই ভর দিয়ে হামবুর্গের খবরের কাগজ পড়ছিলেন। কারুর ঢোকার আওয়াজ পেয়ে তিনি মুখ তুলে তাকালেন। —"আরে ইব্রাহিম যে!"—বেঞ্চি থেকে লাফিয়ে উঠে তিনি বললেন, "ভাল আছ তো?" ইব্রাহিম পিয়তরকে চিনতে পেরে আনন্দে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে

গিয়ে সম্ভ্রমভরে নিজেকে সামলে নিল। সম্রাট তার কাছে এগিয়ে এসে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে মাথায় চুমু খেলেন। —"আমি তোমার আসার খবর আগেই পেয়েছি,"—পিয়তর বললেন,—"তাই সোজা তোমার এখানে চলে এসেছি। কাল থেকে এখানে তোমার অপেক্ষায় রয়েছি।" ইব্রাহিম তার কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা খুঁজে পেল না। সম্রাট বললেন, "তোমার গাড়ি-খানা আমার গাড়ির পিছন পিছন আনতে বল, আর তুমি এসে বস আমার সঙ্গে, এবং আমার সঙ্গেই চল।" সম্রাটের গাড়ি প্রস্তুত ছিল। তিনি ইব্রাহিমকে সঙ্গে নিয়ে গাড়িতে উঠলেন, গাড়ি চলতে লাগল। দেড়ঘণ্টা পরে তাঁরা পিতার্সবুর্গে এসে পৌঁছলেন। সকৌতূহলে ইব্রাহিম দেখতে লাগল সম্রাটের হুকুমে জলাভূমির উপর নতুন গড়ে-ওঠা রাজধানীকে। খোলা বাঁধ, না-বাঁধানো খাল, কাঠের পুল, সবকিছুই চারিদিকে প্রাকৃতিক বাধার বিরুদ্ধে মানুষের ইচ্ছাশক্তির সাম্প্রতিক বিজয়ের সাক্ষ্য বহন করছিল। মনে হচ্ছিল, বাড়িগুলো খুব তাড়াতাড়ি করে তৈরী করা হয়েছে। সারা শহরে নেভা নদীর মত সুন্দর কিছুই ছিল না—যদিও গ্রানাইট পাথরের আচ্ছাদন দিয়ে এখনও তাকে সজ্জিত করা হয়নি, তবু সে ঢাকা পড়েছে যুদ্ধ জাহাজ ও সওদাগরী জাহাজের তলায়। সম্রাটের গাড়ি এসে থামল 'ৎসারিৎসিন্' সাদ্' [রাজোদ্যান] নামে পরিচিত প্রাসাদের সামনে। প্যারিসের সর্বাধুনিক ফ্যাশনে সজ্জিত বছর পঁয়ত্রিশ বয়সের এক সুন্দরী ভদ্রমহিলার সঙ্গে প্রবেশপথে পিয়তরের দেখা হল। পিয়তর তাঁর ওষ্ঠাধরে চুম্বন করে ইব্রাহিমের হাত ধরে বললেন, "কাতেন্‌কা, আমার ধর্মছেলে ইব্রাহিমকে চিনতে পারছ কি? আমার অনুরোধ, আগের মতই ওকে ভালবাস ও স্নেহ কর।" একাতেরিনা অন্তর্ভেদী কালো চোখ দুটি তার দিকে তুলে ধরলেন এবং অনুগ্রহভরে তার দিকে ছোট্ট হাতটি এগিয়ে দিলেন। তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন দীর্ঘাঙ্গী, তন্বী, তাজা গোলাপের মত দুটি সুন্দরী যুবতী, তারা সম্ভ্রমভরে এগিয়ে এল পিয়তরের দিকে। তাদের একজনকে তিনি বললেন, "লিজা, 'আরানিয়েন বাউমে' আমার কাছ থেকে তোমার জন্য আপেল চুরি করে নিয়ে যেত যে—সেই ছোট্ট আরাপকে* তোমার মনে পড়ে? এই যে সে:

*আরাপ—নিগ্রো (রুশ)

তোমার কাছে তাকে হাজির করছি।” বড় রাজকুমারা লজ্জায় লাল হয়ে হেসে উঠল। তাঁরা ড্রয়িংরুমে ঢুকলেন। সম্রাট আসবেন বলে টেবিলে খাবার সাজান হয়েছে। ইব্রাহিমকে নিমন্ত্রণ জানিয়ে পিয়তর বাড়ির সকলের সঙ্গে একসঙ্গে খেতে বসলেন। খাবার ফাঁকে ফাঁকে সম্রাট তার সঙ্গে নানান বিষয়ে আলাপ করতে লাগলেন, স্পেনের যুদ্ধের কথা, ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ অবস্থা, যাকে তিনি ভালবাসেন, অথচ তার অনেক কিছুই তিনি পছন্দ করেন না সেই রিজেণ্টের কথা, তার কাছে জানতে চাইলেন। প্রশ্নগুলির উত্তরের মধ্যে ইব্রাহিমের নিখুঁত ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তির পরিচয় পাওয়া গেল। পিয়তর তার উত্তরে খুবই সন্তুষ্ট হলেন। তিনি এমনই আনন্দ-চঞ্চল মধুর ভঙ্গীতে ইব্রাহিমের কৈশোর দিনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে লাগলেন যে, এই কোমল অতিথিপরায়ণ গৃহস্বামীই যে পোলতাভার যুদ্ধজয়ী বীর ও রুশিয়ার প্রবলপ্রতাপ সংস্কারক তা কেউই ধারণাও করতে পারবেন না।

রুশীয় রীতি অনুসারে খাবার পর সম্রাট বিশ্রাম করতে গেলেন। ইব্রাহিম রইল সম্রাজ্ঞী ও রাজকুমারীদের সঙ্গে। তাঁদের কৌতূহল তৃপ্ত করার চেষ্টা করতে লাগল সে, বর্ণনা করল প্যারিসের জীবন, সেখানকার আনন্দোৎসব, বিচিত্র ফ্যাশন। ইতিমধ্যে সম্রাটের ঘনিষ্ঠ কয়েকব্যক্তি এসে জড় হলেন প্রাসাদে। ইব্রাহিম আড়ম্বরপ্রিয় প্রিন্স মেনশিকভকে চিনতে পারল, তিনি 'আরাপ'কে একাতেরিনার সঙ্গে আলাপ করতে দেখে ভ্রূ কুঁচকে গর্বভরে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। পিয়তরের রাশভারী উপদেষ্টা প্রিন্স ইয়াকভ দল্‌গোরুকি, লোকের কাছে রুশীয় 'ফাউস্ট' নামে পরিচিত পণ্ডিত ব্রূস, তার এককালের বন্ধু তরুণ রাগুজিনস্কি এবং রিপোর্ট পেশ ও হুকুম নেবার জন্য সম্রাটের কাছে এসেছেন এমন আরও অনেককে সে চিনতে পারল।

ঘণ্টা দুয়েক বাদে সম্রাট বেরোলেন। তিনি ইব্রাহিমকে বললেন, "দেখি, তুমি তোমার পুরোনো কাজ ভুলে গেছ কিনা। বোর্ডটা নিয়ে আমার সঙ্গে এস।” পিয়তর পরামর্শশালায় দ্বার বন্ধ করে রাজকার্যে মন দিলেন। একের পর এক তিনি দেখা করলেন ব্রূসের সঙ্গে, প্রিন্স দল্‌গোরুকির সঙ্গে, প্রধান পুলিশকর্তা দেভিয়েরের সঙ্গে, কতকগুলো আদেশ ও সিদ্ধান্ত লিখে

নেয়ার জন্য ইব্রাহিমকে বলে যেতে লাগলেন। তাঁর বিচারশক্তির দ্রুততা অথচ দৃঢ়তা, তাঁর মনোযোগশক্তির প্রচণ্ডতা ও স্বচ্ছন্দ বিস্তার, এবং তাঁর কর্মধারার বহুমুখিতা দেখে ইব্রাহিমের বিস্ময়ের সীমা রইল না। কাজ শেষ করে সেইদিনের জন্য নির্ধারিত সমস্ত কাজ শেষ হয়েছে কিনা দেখার জন্য পিয়তর পকেট থেকে ছোট্ট নোট-বই বের করে দেখলেন। তারপর পরামর্শশালা থেকে বেরিয়ে ইব্রাহিমকে বললেন, "অনেক দেরি হয়ে গেল। তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছ, মনে হচ্ছে। আগের মত এখানেই রাত্তিরে থেক। কাল আমি তোমাকে জাগিয়ে দেব।"

একাকী হয়ে ইব্রাহিমের চিন্তাভাবনাগুলি কেমন যেন জট পাকিয়ে যেতে লাগল। সে এসেছে পিতার্সবুর্গে, আবার দেখা হয়েছে সেই মহান মানুষটির সঙ্গে, তাঁর কাছে সে কাটিয়েছে তার কৈশোরের দিনগুলি, এবং যার মূল্য তখন সে বোঝেনি। তীব্র হতাশার সঙ্গে সে এই প্রথম অনুভব করল যে, কাউণ্টেস দ···বিচ্ছেদের পর এই প্রথমবারই সারাদিন আর তার চিন্তার একমাত্র বস্তু হয়ে থাকেনি। সে দেখতে পেল যে, তারই জন্য প্রতীক্ষারত নতুন জীবন, কাজ এবং অনুক্ষণ ব্যস্ততা, উদ্দাম আবেগ, আনন্দোৎসব ও গোপন বেদনায় পরিশ্রান্ত তার হৃদয়কে নতুনভাবে জাগিয়ে তুলতে পারে। এই মহান মানুষটির সহকর্মী হয়ে তাঁর সঙ্গে একসঙ্গে এই মহান জাতির ভবিষ্যতের জন্য কাজ করার চিন্তা এই প্রথম তার অন্তরে জাগাল আত্মমর্যাদার এক মহান অনুভূতি। এই মানসিক অবস্থায় সে শুয়ে পড়ল তারই জন্য তৈরী করা ক্যাম্পখাটে, আর তখন প্রাত্যহিক স্বপ্ন তাকে নিয়ে এল প্যারিসে, প্রিয়তমা কাউণ্টেসের আলিঙ্গনে।

তিন

"আকাশের মেঘের মত
ভাবেরা বদলে দেয় আমাদের চঞ্চল মনের চেহারা,
যদি আজ ভালবাসি, করি কাল ঘৃণা।"

ভ. কুখেল্‌বেকের।

পরের দিন পিয়তর তাঁর কথামত ইব্রাহিমকে ঘুম থেকে জাগিয়ে প্রেয়ব্রাজেন্‌স্কি রেজিমেণ্টের গোলন্দাজদলের লেফটেনাণ্ট ক্যাপ্টেন পদপ্রাপ্তি উপলক্ষে অভিনন্দন জানালেন। তিনি স্বয়ং ছিলেন এই রেজিমেণ্টের ক্যাপ্টেন। রাজপ্রাসাদের কর্মচারীরা ইব্রাহিমকে ঘিরে ধরে সকলে যে যার মত করে নতুন প্রিয়পাত্রকে আদর জানাবার চেষ্টা করল। গর্বোদ্ধত প্রিন্স মেনশিকভ বন্ধুত্বের সঙ্গে তার করমর্দন করলেন। শেরেমেতেভ তাঁর প্যারিসের পরিচিতদের খোঁজখবর জিজ্ঞাসা করলেন, গলোভিন তাকে খাবার নিমন্ত্রণ জানালেন। এই শেষের পন্থা গ্রহণ করলেন অন্যেরাও, ফলে ইব্রাহিম প্রায় পুরো একমাসের নিমন্ত্রণ পেল।

ইব্রাহিমের দিনগুলি কেটে যাচ্ছিল একই ভাবে, তবে দিনগুলি ছিল কর্মমুখর—তাই তাকে একঘেয়েমির বিস্বাদ ভোগ করতে হল না। সে দিনের পর দিন সম্রাটের প্রতি অনুরক্ত হতে লাগল, তাঁর মত মহৎ লোকের হৃদয়ের পরশ আরও ভাল করে পেতে লাগল। চিন্তাধারা অনুধাবন করা হচ্ছে খুব মনোগ্রাহী এক বিজ্ঞান। ইব্রাহিম দেখত কখনও পরিষদে বুতুরলিন ও দল্‌গোরুকির সঙ্গে তিনি আইন রচনা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছেন, কখনও দেখত সৈন্যাধ্যক্ষ সমাবেশে রুশিয়ার নৌশক্তির উন্নতির কথা প্রমাণ করার জন্য তিনি বক্তৃতা করছেন, কখনও দেখত বিশ্রাম-কালে ফিয়ফান, গাভ্রিলা বুজিনস্কি আর কাপিয়েভিচের সঙ্গে একত্র হয়ে বিদেশী লেখকদের অনুবাদ আলোচনা করছেন, অথবা শিল্পপতিদের কারখানা, হস্তশিল্পের কর্মশালা বা বিজ্ঞানীর পাঠগৃহ পরিদর্শন করছেন। ইব্রাহিমের

সামনে রুশিয়া জেগে উঠল এক বিশাল কারখানার রূপ নিয়ে, সেখানে শুধু যন্ত্রের কর্মচাঞ্চল্য, সেখানে প্রতিটি শ্রমিক পূর্বনির্দিষ্ট ব্যবস্থা অনুযায়ী নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত। তার মনে হল সেও তার নিজের যন্ত্রের সামনে দাঁড়িয়ে কাজ করে যেতে দায়বদ্ধ। প্যারিসের জীবনের প্রমোদ-বিলাসের জন্য দুঃখবোধকে যতদূর সম্ভব কমিয়ে দেবার জন্য সে চেষ্টা করতে লাগল। তার পক্ষে অপর এক মধুর স্মৃতিকে দূরে সরিয়ে দেওয়া আরও কষ্টকর ছিল, প্রায়ই কাউণ্টেস দ…এর কথা জাগত তার মনে, সে কল্পনায় দেখতে পেত তার রাগ—সে রাগ মোটেই অহেতুক নয়, তার চোখের জল, তার বিষাদ বেদনা…কিন্তু মাঝে মাঝে এক ভয়ানক চিন্তা তার হৃদয়কে মুচড়ে দিয়ে যেত, অভিজাত সমাজের বিলাসব্যসন, নতুন সম্পর্ক, অপর এক সুখী পুরুষ—কাঁপন জাগত তার দেহে। ঈর্ষায় তার আফ্রিকান রক্ত টগবগ করে ফুটে উঠত, তপ্ত অশ্রুধারা তার কালো মুখ বেয়ে ঝরে পড়বার উপক্রম করত।

একদিন সকালে সে তার পড়ার ঘরে বসে রয়েছে, চারিদিকে দরকারী কাগজপত্র ছড়ানো। এমন সময় কে যেন তাকে উচ্চস্বরে ফরাসী ভাষায় শুভেচ্ছা জানাল। ইব্রাহিম চঞ্চল হয়ে ঘুরে দাঁড়াতেই সে যাকে প্যারিসের উচ্চ সমাজের উদ্দাম জীবনের ঘূর্ণিস্রোতের মধ্যে ফেলে এসেছিল, সেই যুবক কর্সাকভ আনন্দে চিৎকার করে তাকে আলিঙ্গনে বেঁধে ফেলল—

"আমি এইমাত্র পৌঁছেছি, সোজা তোমার কাছে ছুটে আসছি। প্যারিসের আমাদের পরিচিত সবাই তোমায় শুভেচ্ছা জানিয়েছে, তোমার অনুপস্থিতির জন্য দুঃখপ্রকাশ করেছে। কাউণ্টেস দ…অবশ্যই তোমার সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন, এই যে তোমার নামে তাঁর পত্র।"

ইব্রাহিম থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে পত্রটি নিয়ে হস্তাক্ষরের পরিচিত ছাঁদের দিকে তাকাল—নিজের চোখকে তার বিশ্বাস হল না।

কর্সাকভ বলে চলল, "আমার বড় আনন্দ যে এই বর্বর পিতার্সবুর্গের অসহ্য একঘেয়েমি তোমাকে গ্রাস করতে পারেনি। এখানে কি হচ্ছে, কে কি করছে? তোমার দরজী কে? তোমাদের এখানে অন্ততঃ একটাও অপেরা বানানো হয়েছে কি?"

ইব্রাহিম বিভ্রান্ত হয়ে বলল যে, সম্রাট এখন জাহাজঘাটে কাজে ব্যস্ত।

কর্সাকভ হেসে উঠে বলল, "বুঝেছি, তোমার মন এখন আমার সঙ্গে কথা বলার মত নয়। আরেক সময় প্রাণভরে কথা বলা যাবে। সম্রাটের সঙ্গে দেখা করতে যাই।"—এই বলে সে এক পায়ের উপর পাক খেয়ে ঘুরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ইব্রাহিম একাকী হতেই তাড়াতাড়ি চিঠিটা খুলে ফেলল। প্রতারণা বিশ্বাসভঙ্গের জন্য তিরস্কার করে কাউন্টেস কোমল মধুর ভঙ্গীতে তার কাছে নালিশ জানিয়ে লিখেছেন—"তুমি বলছ যে, তোমার কাছে সবচেয়ে মূল্যবান *আমার শান্তি। ইব্রাহিম, একথা যদি সত্যি হত—তাহলে তোমার চলে যাওয়ার অভাবিত সংবাদ আমাকে যে অবস্থায় এনেছিল তুমি কি আমাকে তার হাতে সঁপে দিতে পারতে?* তোমার ভয় ছিল আমি তোমাকে দীর্ঘকাল বেঁধে রাখতে পারি। কিন্তু জেনে রাখঃ তোমাকে ভালবাসলেও তোমার মঙ্গলের জন্য এবং যাকে তুমি তোমার কর্তব্য বলে মনে করছ তার পায়ে বিসর্জন দিতে পারি আমার প্রেমকে।" আবেগবিহ্বল ভাষায় প্রেমের প্রতিশ্রুতি জানিয়ে এবং যদিও কখনও আর তাদের মধ্যে আবার দেখা হওয়ার আশা নেই, তবু অন্ততঃ মাঝে মাঝে তাঁর কাছে চিঠি লেখার জন্য কাতর অনুরোধ জানিয়ে তিনি পত্র শেষ করেছেন।

উত্তেজিত হয়ে পত্রের অমূল্য পঙ্‌ক্তিগুলিকে বার বার চুমো খেতে খেতে ইব্রাহিম বিশবার পড়ে ফেলল এই পত্র। কাউন্টেসের সম্বন্ধে কোন কিছু শোনার জন্য উদ্‌গ্রীব অধৈর্যে তার অন্তর পীড়িত হচ্ছিল। আবার কর্সাকভের দেখা পাবে এই আশায় এডমিরালটি অফিসে যাবার জন্য দাঁড়াল,—কিন্তু দরজা খুলে গেল, কর্সাকভ নিজেই আবার এসেছে। ইতিমধ্যেই তার সম্রাটের সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে, এবং তাকে দেখে মনে হয় যে, সে যথারীতি নিজের উপর খুবই সন্তুষ্ট। সে ইব্রাহিমকে বলল, "আন্তর্‌ন্যু [তোমাকে বলছি], সম্রাট এক বিচিত্র মানুষ, ভাব দেখি, একটা নতুন জাহাজের মাস্তুলের উপর একটা মোটা জামা গায়ে সম্রাটকে দেখতে পেলাম। আমার জরুরী কূটনৈতিক বার্তা নিয়ে হাতড়ে হাতড়ে আমাকে গিয়ে উঠতে হল সেখানে। একটা দড়ির সিঁড়ির উপর আমাকে দাঁড়াতে হল, এমন যথেষ্ট জায়গা সেখানে নেই যাতে শিষ্টাচারসূচক নমস্কার জানাতে পারি, আমি একেবারে থ হয়ে গেলাম, এমনটি আমার জীবনে আর কখনও

ঘটেনি। অবশ্য সম্রাট কাগজপত্র পড়ে আপাদমস্তক আমাকে একবার দেখে নিলেন, হয়ত আমার বেশবাসের রুচি ও ফ্যাশনে তিনি বিস্মিত ও প্রীত হয়েছিলেন। যাই হোক, তিনি হেসে আজকের পরিষদে আমাকে যেতে বলেছেন। কিন্তু পিতার্সবুর্গে আমি একেবারে বিদেশী, ছ বছর বিদেশে থেকে এখানকার রীতিনীতি আমি একেবারে ভুলে গেছি। দোহাই তোমার, আমাকে চালিয়ে নাও, আমাকে সঙ্গে করে সকলের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দাও।"

ইব্রাহিম রাজী হল, এবং তার অন্তর উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছে যার আশায় সেই বিষয়ে কথা ঘোরাবার চেষ্টা করল সে।

—"আচ্ছা, কাউন্টেস দ…এর খবর কি?"

—"কাউন্টেস? তুমি চলে আসায় তিনি প্রথম দিকে খুব ভেঙ্গে পড়েছিলেন। তারপর, বুঝতেই পারছ, আস্তে আস্তে সামলে নিয়ে নতুন প্রেমিক গ্রহণ করেছেন। কাকে জান? লম্বা মার্কুইস র…কে। তুমি তোমার নিগ্রো চোখে বড় বড় করে তাকাচ্ছ কেন? না, এসব তোমার আশ্চর্য বলে মনে হচ্ছে? সত্যিই কি তুমি জান না যে, বেশী দিন বেদনা বহন করা মানবচরিত্রের, বিশেষতঃ নারীচরিত্রের বিরোধী? একথা তুমি একটু ভাল করে ভেবে দেখ, আমি যাই, একটু বিশ্রাম নিই। আমার সঙ্গে ঘুরতে কিন্তু ভুলো না।"

কি অনুভূতিতে ভরে গেল ইব্রাহিমের অন্তর? ঈর্ষা? ক্রোধ? হতাশা? না। গভীর বিষাদ স্তরে স্তরে তার অন্তরকে আচ্ছন্ন করে দিল। সে মনে মনে বলল, 'এ আমি আগেই ভেবেছি, এ তো ঘটতই।' তারপর কাউন্টেসের পত্র খুলে আবার তা পড়ল, মাথাটা ঝুলে পড়ল, তিক্ত বেদনায় সে কাঁদতে লাগল। বহুক্ষণ ধরে কাঁদল সে। চোখের জল তার হৃদয়ের ভার একটু কমাল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল যে, বেরোবার সময় হয়েছে। আজকে যদি সে একা থাকতে পারত! কিন্তু সেদিন পরিষদের কাজ ছিল খুব জরুরী এবং সম্রাট তাঁর সমস্ত লোকদের আজ উপস্থিত থাকতে বিশেষভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। সে পোশাক পরে কর্সাকভের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল।

কর্সাকভ ড্রেসিংগাউন পরে বসে একটা ফরাসী বই পড়ছিল। ইব্রাহিমকে দেখে বলল, "এত তাড়াতাড়ি?"

ইব্রাহিম বলল, "দেখ, সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে, আমাদের দেরী হয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি জামাকাপড় পরে ফেল, তারপর বেরিয়ে পড়া যাক।"

কর্সাকভ হট্টগোল জাগিয়ে তুলল, প্রাণপণে ঘণ্টা বাজাতে লাগল। চাকরেরা ছুটে এল। সে তাড়াতাড়ি জামাকাপড় পরতে লাগল। ফরাসী চাকর তাকে বুটজোড়া এনে দিল, গোড়ালিটা তার লাল, নীল মখমলের প্যান্ট, ঝলমলে ছাপওয়ালা গোলাপী শার্ট। পাশের ঘরে পরচুলায় পাউডার মাখানো হচ্ছিল। সেটা নিয়ে আসা হল। কর্সাকভ তার কদমছাঁট মাথাটি তার ভিতরে ঢুকিয়ে দিল, তলোয়ার ও দস্তানা চেয়ে নিয়ে আয়নার সামনে বার দশেক এদিক ওদিক ঘুরে ইব্রাহিমকে জানাল যে সে প্রস্তুত। চাকরেরা তাকে ভালুকের চামড়ার ওভারকোট পরিয়ে দিল, তারা চলল 'জিম্‌নি দ্‌ভরেৎস'-এর [শীত প্রাসাদ] দিকে।

কর্সাকভ প্রশ্ন করে ইব্রাহিমকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল,—পিতার্সবুর্গে সবচেয়ে সেরা সুন্দরী কে? সেরা নাচিয়ে বলে নাম আছে কার? কোন নাচের সবচেয়ে বেশী চলন এখন? ইব্রাহিম একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার কৌতূহল মেটাল। ইতিমধ্যে তারা রাজপ্রাসাদের কাছে এসে পড়েছে। লনের উপর বহু লম্বা লম্বা শ্লেজ গাড়ি, সেকেলে 'কলিমাগা' ও গিল্টিকরা 'কারেতা' গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রবেশ-মুখে ভিড় করে রয়েছে উর্দিপরা গোঁফওয়ালা কোচোয়ানরা, পিন দিয়ে লাগানো পালকওয়ালা ঝলমলে পোশাকপরা গাড়ির চাকরেরা, হাসার, বালকভৃত্য ও কদাকার ভৃত্যের দল। তারা বয়ে বেড়াচ্ছে তাদের প্রভুদের ওভারকোট আর মাফলারের রাশ। তৎকালীন অভিজাত সামন্তদের মতে বেশবাস অবশ্য প্রয়োজনীয়। ইব্রাহিমকে দেখে তাদের মধ্যে কলগুঞ্জন জেগে উঠল—

"নিগ্রো, নিগ্রো, সম্রাটের নিগ্রো!"

সে খুবই তাড়াতাড়ি কর্সাকভকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল এই অদ্ভুত ও বিচিত্র ভৃত্যদলের মধ্যে দিয়ে। গেটের দারোয়ান তাদের সামনে দরজাটা একেবারে খুলে দিল। তারা হলে এসে ঢুকল। কর্সাকভ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল···একটি বিশাল ঘর, মোমের বাতি জ্বলছে, কিন্তু তামাকের ধূম্রজালে ছেয়ে গিয়ে এই বাতিগুলির আলো মৃদু হয়ে আসছে। কাঁধে নীল ফিতে

লাগানো 'ভেলমোঝার'* দল, রাষ্ট্রদূতেরা, বিদেশী বণিকেরা, সবুজ উর্দিপরা সৈন্যবাহিনীর অফিসারেরা, ডোরা কাটা কাটা প্যাণ্ট ও জ্যাকেট পরে জাহাজের কুশলী কারিগরেরা নিরবচ্ছিন্ন বাজনার তালে তালে ঘরের মধ্যে দল বেঁধে কখনও এগিয়ে যাচ্ছেন আবার কখনও পেছিয়ে আসছেন। দেয়ালের ধারে বসে আছেন ভদ্রমহিলারা। তরুণীরা ঝলমল করছেন ফ্যাশনের বিলাসে। তাঁদের পোশাকে ঝকমক করছে সোনা ও রূপো। ফোলানো 'ফিজমে'র মাঝখান থেকে মৃণালের মত জেগে উঠেছে তাঁদের ক্ষীণ কটি। তাঁদের কানে, অলকগুচ্ছে ও গলার কাছে ঝকমক করছে হীরে, সুবেশ সুন্দর তরুণের প্রতীক্ষায় আনন্দচঞ্চল ভঙ্গীতে তাঁরা কখনও বা ডাইনে ঘুরছেন, কখনও বা বাঁয়ে। নাচ শুরু হয়ে গেছে। প্রাচীনারা চেষ্টা করছিলেন সেকেলে পোশাকের সঙ্গে হালের পোশাককে কৌশলে মিলিয়ে নেবার। জারিনা নাতালিয়া কিরিলোভনার** সাবল টুপির মত দেখতে মুকুট, রবরন্দ ও মান্তিলিয়া দেখে কেন যেন সারাফান ও দুশেগ্রেইকার কথা মনে পড়ে যায়। মনে হচ্ছিল, তাঁরা যেন খুশীর চেয়ে বরং বেশী বিস্মিত হয়েই এই নবপ্রবর্তিত খেলায় এসে যোগ দিয়েছেন। তাঁরা বিরক্ত হয়ে আড়চোখে তাকাচ্ছিলেন হল্যাণ্ডের নাবিকদের স্ত্রী ও কন্যাদের দিকে। যেন বাড়িতেই রয়েছেন এইভাবে তাঁরা ডোরাকাটা ফিনফিনে কাপড়ের স্কার্ট ও লাল ব্লাউজ পরে হাসিঠাট্টা করতে করতে মোজা বুনে যাচ্ছিলেন। কর্সাকভ একেবারে অবাক হয়ে গেল। নতুন অতিথিদের দেখে চাকর ট্রেতে করে গেলাস ও পানীয় নিয়ে এল।

"ক্য দিয়াব্লাসৃস্কা তু স্লা" [এসব আবার কি ব্যাপার?]—নীচু গলায় কর্সাকভ ইব্রাহিমকে জিজ্ঞাসা করল।

ইব্রাহিম না হেসে পারল না। সৌন্দর্যে ও বেশবাসে ঝলমল করতে করতে সম্রাজ্ঞী ও রাজকুমারীরা অতিথিদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং অভিনন্দন জানাবার ভঙ্গীতে তাঁদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। সম্রাট ছিলেন অন্য ঘরে। তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য অনবরত পাক খেয়ে খেয়ে ঘোরা দলের ভিড় ঠেলে সে জোর করে গিয়ে পৌঁছল সেখানে। সেখানে বসে

* 'ভেলমোঝা'—প্রতিষ্ঠাবান ও ক্ষমতাসম্পন্ন প্রাচীন রুশ জমিদার।—অনুবাদক।

** জারিনা নাতালিয়া কিরিলোভনা—সম্রাট পিয়তরের মাতা।—অনুবাদক।

যাঁরা, তাঁদের বেশীর ভাগই বিদেশী। গম্ভীরভাবে তাঁরা টেনে চলেছেন মাটির পাইপ আর শূন্য করে দিচ্ছেন মাটির পানপাত্র। টেবিলের উপর ছড়ান রয়েছে পানীয় ও মদের বোতল, তামাকভরা চামড়ার ব্যাগ, 'পাঞ্চ' বোঝাই গেলাস আর দাবার ছক। এরই এক টেবিলে বসে বসে এক বৃষস্কন্ধ ইংরাজ নাবিকের সঙ্গে পিয়তর সাস্‌কি* খেলছেন। একমুখ তামাকের ধোঁয়া ছেড়ে তাঁরা পরস্পরকে সম্ভাষণ জানাচ্ছিলেন। প্রতিদ্বন্দ্বী এক অভাবনীয় চাল দেওয়ায় পিয়তর এমনই চিন্তায় ডুবে গিয়েছিলেন যে কর্সাকভ তাঁদের পাশে যতই ঘোরাফেরা করুক না কেন, তাকে দেখতেই পেলেন না। এই সময় দস্তুরমত একটা ফুলের তোড়া বুকে লাগিয়ে এক স্থূলকায় ভদ্রলোক, ব্যস্তসমস্তভাবে ঘরে ঢুকে উঁচুগলায় ঘোষণা করলেন যে নাচ শুরু হয়েছে, এবং ঘোষণা করেই তিনি বেরিয়ে গেলেন। তাঁর পিছনে গেলেন বহু অতিথি, তাঁদের সঙ্গে কর্সাকভও গেল।

এক অভাবনীয় দৃশ্য দেখে সে বিস্মিত হল। এক সকরুণ বাজনার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত নাচঘর জুড়ে ভদ্রমহিলারা ও সুবেশ ভদ্রলোকেরা মুখোমুখি দুই সারিতে দাঁড়ালেন। ভদ্রলোকেরা নত হয়ে মাথা নীচু করলেন, মহিলারা আরও নত হয়ে প্রথমে হাঁটু মুড়ে কোমর নোয়ালেন, তারপরে ডান দিকে ঘুরে, তারপর বাঁ দিকে ঘুরে, তারপরে আবার ডান দিকে, আবার বাঁ দিকে, এইভাবে। কর্সাকভ এই অদ্ভুত সময় কাটানো দেখে ঠোঁট কামড়ে ধরে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল। হাঁটু মুড়ে কোমর নোয়ানো ও মাথা নীচু করা চলল প্রায় আধঘণ্টা। শেষে নাচ থামল, ফুলের তোড়াওয়ালা মোটা ভদ্রলোক ঘোষণা করলেন যে আনুষ্ঠানিক নৃত্যের এখানেই শেষ হল এবং বাদকদের আদেশ করলেন 'মেনুএত' বাজাতে। কর্সাকভ আনন্দিত হয়ে উঠে নাচের জন্য প্রস্তুত হল। অল্পবয়সী অতিথিদের মধ্যে একটি মেয়েকে তার বিশেষ ভাল লেগেছিল। বয়স তার প্রায় ষোল, বেশ জাঁকজমক করে পোশাক পরেছে, কিন্তু তাতে রয়েছে রুচির ছাপ। কঠোর গম্ভীর দেখতে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের পাশে সে বসে আছে। কর্সাকভ দ্রুতপায়ে মেয়েটির কাছে গিয়ে তার সঙ্গে নাচবার জন্য তাকে সসম্ভ্রমে অনুরোধ জানাল। তরুণী সুন্দরী একটু বিহ্বল হয়ে

* সাস্‌কি—শতরঞ্চ খেলার মত এক ধরনের খেলা।—অনুবাদক।

তার দিকে তাকাল, মনে হল যেন, কি উত্তর দিতে হবে তা জানে না। তার পাশের ভদ্রলোক তীব্র ভ্রূকুটি করলেন। কর্সাকভ মেয়েটির উত্তরের অপেক্ষা করছিল কিন্তু ফুলের তোড়াওয়ালা ভদ্রলোক তার কাছে এসে তাকে নাচঘরের মাঝখানে নিয়ে গিয়ে গম্ভীরভাবে বললেন, "ভদ্রমহোদয়, আপনি অপরাধ করেছেন। প্রথম অপরাধ করেছেন, ওই তরুণীর কাছে গিয়ে তাঁকে তিনবার যথাযোগ্য *অভিবাদন না জানিয়ে।* দ্বিতীয় অপরাধ করেছেন, আপনি নিজেই তাঁকে নির্বাচন করে, কারণ 'মেনুএত' নাচে সাথী নির্বাচনের অধিকার মহিলাদের, ভদ্রলোকদের নয়, এই কারণে আপনাকে গুরুতর শাস্তি পেতে হবে, শাস্তি হবে বড় মাপের পানপাত্র আপনাকে একচুমুকে নিঃশেষ করতে হবে।"

কর্সাকিভের বিস্ময় মুহূর্তে মুহূর্তে বেড়ে চলল। এক মিনিটের মধ্যে অতিথিরা তাকে ঘিরে ধরল, হৈহৈ করে দাবী জানাল আইন মেনে চলার। হাসি এবং চিৎকার শুনে পিয়তর পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, এই ধরনের শাস্তি পালনের সময় ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকতে তিনি খুব ভালবাসেন। তাঁকে দেখে ভিড়ের ভিতর পথ করে দেওয়া হল, তিনি বৃত্তের মধ্যে এসে ঢুকলেন। সেখানে দাঁড়িয়ে অপরাধী এবং তার সামনে 'মালভাজিয়া' বোঝাই বিশাল পানপাত্র হাতে নাচের আসরের অধ্যক্ষ। অপরাধীকে স্বেচ্ছায় আইন পালনের জন্য বৃথাই তিনি বোঝাচ্ছিলেন। কর্সাকভকে দেখে পিয়তর বলে উঠলেন,

"হায় হায় ভাই, তুমি ডুবেছ, খেয়ে ফেল, আর ভুরু কুঁচকে কি হবে!"

কিছুই করার নেই। বেচারী ফুলবাবু একদমে পুরো পানপাত্রটা একেবারে নিঃশেষ করে অধ্যক্ষের হাতে ফেরত দিয়ে দিল।

পিয়তর তাকে বললেন, "শোন কর্সাকভ, তোমার প্যাণ্ট দেখছি মখমলের, কিন্তু আমি নিজেই মখমলের প্যাণ্ট পরি না, যদিও তোমার চেয়ে আমি অনেক বেশী বড়লোক! এ হচ্ছে অর্থের অপব্যয়। দেখ, আমাকে যেন আর তোমাকে বলতে না হয়।"

এই কথা শুনে কর্সাকভ ভিড় ছেড়ে বেরিয়ে যেতে চাইল, কিন্তু টলে পড়ে যাচ্ছিল। তা দেখে সম্রাট ও তাঁর উৎসবমুখর দলবল কি খুশীই যে হল তা বলবার নয়। এই ব্যাপারটি আসল অনুষ্ঠানের ঐক্য ও

আকর্ষণকে ব্যাহত তো করেই নি, বরং তাকে আর উদ্দীপ্ত করে তুলল। সুবেশ তরুণেরা পা ঠুকে মাথা নীচু করতে এবং মহিলারা হাঁটু মুড়ে কোমর নুইয়ে তালের প্রতি কোনরকম নজর না দিয়েই গোড়ালি ঠুকতে শুরু করলেন। এই বারোয়ারি আনন্দে যোগ দিতে পারল না কর্সাকিভ। সে যে মেয়েটিকে নির্বাচন করেছিল সে তার পিতা গাভ্রিলা আফানাসিয়েভিচের নির্দেশে ইব্রাহিমের কাছে এসে নীল চোখ দুটি নত করে, ভীরু হাতটি তুলে দিল তার হাতে। ইব্রাহিম তার সঙ্গে 'মেনুএত' নাচ নেচে তাকে নিয়ে গেল তার পুরানো জায়গায়। তারপর কর্সাকিভকে খুঁজে বের করে নাচঘরের বাইরে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে বসিয়ে বাড়ি নিয়ে গেল।

পথে যেতে যেতে কর্সাকিভ প্রথমে অস্ফুট স্বরে বলল, "জাহান্নামে যাক নাচের আসর! জাহান্নামে যাক বিশাল পানপাত্র!" কিন্তু শীঘ্রই সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। সে বুঝতেই পারেনি, কি ভাবে সে বাড়ি পৌঁছল, কি ভাবে তার পোশাক বদলে তাকে শোয়ানো হয়েছিল। পরদিন সে জাগল মাথাধরা নিয়ে, অস্পষ্টভাবে মনে পড়ল পা ঠোকার আওয়াজ, হাঁটু মুড়ে কোমর নোয়ানো, তামাকের ধোঁয়া, ফুলের তোড়াওয়ালা বিশাল পানপাত্র হাতে ভদ্রলোক···।

চার

"আমাদের পূর্বপুরুষেরা তাড়াহুড়ো করে ভোজ সাঙ্গ করতেন না,
পানীয় ও মদে ভরপুর রূপালী পেয়ালা ও পাত্র
ঘুরে ঘুরে যেত দ্রুততালে মোটেই নয়।"

রুশলান ও লুদমিলা।

এখন গাভ্রিলা আফানাসিয়েভিচ র্ঝেভস্কির সঙ্গে সহৃদয় পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেওয়া উচিত। প্রাচীন এক সম্ভ্রান্ত সামন্ত পরিবারের সন্তান তিনি, বিশাল সম্পত্তির মালিক, অতিথিপরায়ণ, বাজপাখি দিয়ে শিকার করতে তিনি বড় ভালবাসেন। চাকরবাকর তাঁর অসংখ্য। সত্যিই তিনি ছিলেন

একটি রুশ জমিদার। তাঁর কথায় বলতে গেলে, তিনি জার্মান হাওয়া একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না, তাই পারিবারিক জীবনে তাঁর সাধের সেকালের পুরানো ব্যবস্থা বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন।

তাঁর মেয়ের বয়স সতেরো বছর। অল্প বয়সেই সে মা-হারা। সেকালের পদ্ধতিতেই সে পালিত হয়েছে, অর্থাৎ তাকে ঘিরে রয়েছে মাসীর দল, পিসীর দল, সখী ও সহচরী-ঝিয়ের দল। লেখাপড়া জানত না কিছুই, শুধু সোনা বসিয়ে সেলাই করতে পারত। সমস্ত রকম বিদেশী জিনিসের উপর তার বাবার ছিল বীতরাগ, তবুও তাদেরই বাড়িতে যে বন্দী সুইডিশ অফিসার থাকত, তার কাছে জার্মান নাচ শেখার জন্য মেয়ের ইচ্ছাকে তিনি বাধা দিতে পারেননি। সেই সুযোগ্য নৃত্যশিক্ষকের বয়স পঞ্চাশ বছর, নার্ভার যুদ্ধে তার ডান পায়ে গুলি লাগে। তাই 'মেনুএত' ও 'কুরান্ত' নাচের জন্য সেটি ছিল অযোগ্য, কিন্তু অদ্ভুত কলাকৌশল ও চঞ্চলতার সঙ্গে তার বাঁ পাটি নাচের সবচেয়ে শক্ত কাজগুলি করে যেত। এই প্রচেষ্টার মর্যাদা রেখেছে তার ছাত্রী। নাতালিয়া গাভ্রিলোভনা নাচের আসরে সেরা নাচিয়ে বলে বিখ্যাত। আর এই সুখ্যাতিই অংশতঃ কর্সাকভের সেই ব্যবহারের জন্য দায়ী। পরের দিন সে গাভ্রিলা আফানাসিয়েভিচের কাছে ক্ষমা চাইতে এল। কিন্তু এই তরুণ ফুলবাবুর সবজান্তা হাবভাব ও বিলাসিতা, গর্বিত জমিদারের পছন্দ হল না, তিনি তাকে ব্যঙ্গ করে ফরাসী বাঁদর নাম দিলেন।

সেদিন ছিল উৎসবের দিন। গাভ্রিলা আফানাসিয়েভিচ কয়েকজন আত্মীয় ও বন্ধুর আসার অপেক্ষায় রয়েছেন। পুরানো হলঘরে লম্বা টেবিল সাজান হয়েছে। স্ত্রী ও কন্যাদের নিয়ে অতিথিরা আসছেন, সম্রাটের আদেশে এবং তাঁর ব্যক্তিগত উদাহরণে স্ত্রী কন্যারা মুক্ত হয়েছেন পারিবারিক বন্দীত্বের অবস্থা থেকে। নাতালিয়া গাভ্রিলোভনা সোনার পানপাত্র সাজান একটা রূপোর ট্রে নিয়ে প্রত্যেক অতিথির কাছে যাচ্ছে, তাঁরা এক এক পাত্র পান করছেন, আগেকার দিনে এমন অবস্থায় পানীয়ের সঙ্গে একটি করে চুম্বনও পাওয়া যেত কিন্তু আজ তা অচল হয়ে গেছে বলে দুঃখ জানাচ্ছেন। তাঁরা টেবিলে গিয়ে বসলেন। গৃহস্বামীর পাশে প্রথম আসনে বসেছেন তাঁর শ্বশুর প্রিন্স বরিস আলেক্‌সিয়েভিচ লীকভ, সত্তর বছর বয়সের এক সম্ভ্রান্ত সামন্ত।

অন্যান্য অতিথিরা বংশকৌলীন্য অনুযায়ী আসন গ্রহণ করেছেন, দেখে মনে পড়ছিল 'মেস্ত্নিচেস্তভো'র* সুখের দিনগুলির কথা। পুরুষেরা বসেছেন এক সারিতে, মেয়েরা আর এক সারিতে। একেবারে শেষের আসনে যথারীতি আসন গ্রহণ করেছেন—সেকেলে ঢঙের ব্লাউজ ও এয়োস্ত্রীর টুপি পরে সম্ভ্রান্ত পরিবারের প্রধান পরিচারিকা; ফিটফাট, মুখে ভাঁজপড়া, তিরিশ বছরের খুকী কার্লিৎসা আর নীল রঙের জীর্ণ পোশাকপরা বন্দী সুইডিশ। বহু প্লেটে সাজান টেবিলকে ঘিরে রয়েছে সদাব্যস্ত অসংখ্য ভৃত্যের দল, তাদের মাঝে সবচেয়ে বেশী নজরে পড়ে ক্রূর চোখ, পেটমোটা, চলাফেরায় অপারগ ভাঁড়ারীকে। ভোজের প্রথম দফাটায় ছিল শুধু আমাদের প্রাচীন দেশী রান্নার পদ। একমাত্র প্লেট ও চঞ্চল চামচের আওয়াজই সাধারণ নীরবতা ভঙ্গ করছিল। অবশেষে প্রীতিকর কথা দিয়ে অতিথিদের তুষ্ট করা প্রয়োজন দেখে গৃহস্বামী বললেন: "একিমোভ্না কই? তাকে ডেকে দাও এখানে।" কয়েকজন চাকর বিভিন্ন দিকে ছুটে গেল, কিন্তু সেই মুহূর্তেই এক বৃদ্ধা মহিলা চুমকি ও ফুলের পোশাকে সেজে সাদা ও গোলাপী রঙে জবুথবু হয়ে মোটা কাপড়ের 'রবরন্দ' পরে খোলা গলায় ও খোলা বুকে, নাচের তালে পা ফেলতে ফেলতে গানের কলি গুনগুনিয়ে এসে ঢুকল। তার আবির্ভাবে সকলেই খুশী হয়ে উঠলেন। প্রিন্স লীকভ বললেন: "কি গো, একিমোভ্না, কেমন আছ?" —"খুশ মেজাজে বহাল তবিয়তেই আছি, পাত্রের পথ চেয়ে গান গেয়ে নেচে দিন কাটাচ্ছি।"

"কোথায় ছিলে বুদ্ধু?"—গৃহস্বামী প্রশ্ন করলেন।

"বেশবাস করছিলাম; প্রিয় অতিথিদের জন্য; সম্রাটের আদেশে, সামন্তের হুকুমে ধর্মীয় উৎসবের জন্য; জার্মান ফ্যাশন দেখিয়ে সবাইকে হাসাব বলে।"

এই কথায় জোর হাসির রোল উঠল আর 'বুদ্ধু' দাঁড়িয়ে রইল গৃহস্বামীর চেয়ারের পিছনে নিজের জায়গায়।

* পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত রুশদেশে রাজ্য শাসন সংক্রান্ত কাজের জন্য লোকের পদ নির্বাচন হত যোগ্যতার বিচারে নয়, বংশকৌলীন্য ও বংশমর্যাদার বিচারে। যে রীতিতে এই নির্বাচন হত, রুশভাষায় তার নাম 'মেস্ত্নিচেস্তভো'।

—"মিথ্যে বলতে বলতে বুদ্ধু মাঝে মাঝে সত্যিও বলে ফেলে।"—বললেন গৃহস্বামীর বড়বোন তাতিয়ানা আফানাসিয়েভ্না, গৃহস্বামী তাঁকে খুবই শ্রদ্ধা করেন।—"সত্যিই আজকের সাজসজ্জায় সারা দুনিয়া হাসবে। দেখুন, আপনারা যখন দাড়ি কামিয়ে ছোট চাপা 'কাফতান' পরেছেন তখন মেয়েদের কাপড়চোপড় নিয়ে আলোচনা করার কিছু নেই। কিন্তু 'সারাফান', কুমারী মেয়ের বা এয়োস্ত্রীর মাথার রুমাল নিয়েই যত গণ্ডগোল। আজকালকার মেয়েদের দিকে তাকালে হাসিও আসে আবার দুঃখও হয়ঃ ফোলাম চুল—যেন চর্বি মাখান, ফরাসী ময়দা * ছড়ান, পেট এমনই টেনে বাঁধা যেন ফেটে পড়বে, তলায় পিন দিয়ে টেনে আঁটা। পিপের মত গিয়ে বসে 'কলি মাগা'য়। দরজা দিয়ে ঢোকে কুঁজো হয়ে। না পারে দাঁড়াতে না পারে বসতে, না পারে দম নিতে—সত্যিকারের নিপীড়িতা 'গোলুবুশ্কা'রা ** আমার!"

"ওঃ, তাতিয়ানা আফানাসিয়েভ্না"—বললেন কিরিলা পেত্রোভিচ ত··· ; রিয়াজানের জঙ্গীলাট হয়ে তিন হাজার দাস ও তরুণী ভার্যা তিনি লাভ করেছিলেন, এ ছাড়া আরও অনেক বস্তুও তিনি পাপের পথে রোজগার করেছিলেন।—"আমার মতে, স্ত্রীর যেমন ইচ্ছে বেশবাস করুক; তা সে 'কুতাফিয়া'য় হোক, আর 'বলদীখানে'ই হোক। শুধু মাসে মাসে যেন নতুন পোশাকের অর্ডার না দেয় আর আগের নতুন পোশাকগুলিকে ফেলে না দেয়। আগে নাতনী তো বিয়েতে যৌতুক হিসেবে পেত ঠাকুমার 'সারাফান', আর এখনকার 'রবরন্দে'র দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন; আজ উঠেছে কর্ত্রীর গায়ে, কাল উঠবে ঝিয়ের গায়ে। কি যে করা যায়? রুশ অভিজাতদের কি হাল হয়েছে দেখুন! দুর্ভাগ্য, কি দুর্ভাগ্য!"—এই কথা বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি তাকালেন তাঁর মারিয়া ইলিনিচ্নার দিকে। মনে হল, প্রাচীনের প্রশংসা ও হাল ফ্যাশনের বিরোধিতা মারিয়া ইলিনিচ্নার একেবারেই পছন্দ হল না। অন্যান্য সুন্দরীরাও তাঁরই মত বিরক্তি অনুভব করছিলেন, কিন্তু তবু মুখ বুজে রইলেন, কারণ তখনকার দিনে বিনম্র ব্যবহারকে তরুণী নারীর বিশেষ প্রয়োজনীয় গুণ বলে মনে করা হত।

* ফরাসী ময়দা—পাউডার।—অনুবাদক।

** গোলুবুশ্কা—পায়রা: আদরের ডাক (রুশ)

তেতোঝোলের পাত্র নাড়তে নাড়তে গাভ্রিলা আফানাসিয়েভিচ বললেন, "কিন্তু দায়ী কে? আমরা নিজেরাই নই কি? অল্পবয়সী স্ত্রীরা করে বোকামি আর আমরা তাদের প্রশ্রয় দিয়ে যাই।"

কিরিলা পেত্রোভিচ বললেন, "ইচ্ছে না থাকলেও আমরা কি করতে পারি? কেউ কেউ হয়ত স্ত্রীকে হারেমে আটকে রেখে আনন্দ পায়, কিন্তু ওদিকে বাজনার তালে তালে তার ডাক পড়েছে নাচের আসরে। স্বামী খোঁজেন চাবুক, স্ত্রী খোঁজেন সাজপোশাক! উঃ, কি এই নাচের আসর! আমাদের পাপের জন্য ভগবান আমাদের এই শাস্তি দিয়েছেন।"

মারিয়া ইলিনিচ্‌না যেন স্ুঁচের উপর বসেছিলেন, জিভ তাঁর নিশপিশ করছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি আর সহ্য করতে পারলেন না, স্বামীর দিকে ফিরে তিক্ত হাসি হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, নাচের আসরে খারাপ তিনি কি দেখেছেন?

উত্তেজিত স্বামী জবাব দিলেন, "এর মধ্যে খারাপ হচ্ছে এই যে, এটা শুরু হবার পর থেকেই স্বামী-স্ত্রীতে আর বনিবনা হচ্ছে না। স্বামীকে স্ত্রীর ভয় করতে হবে, এই ধর্মনীতির কথাই স্ত্রীরা ভুলে যাচ্ছে। তারা আর ঘর-সংসারের কথা ভাবে না, ভাবে নতুন ফ্যাশনের কথা, ভাবে না কি করে স্বামীর উপকার হবে, ভাবে চপলমতি অফিসারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে কি করে। বলুন তো 'সুদারিনিয়া'*, রুশ অভিজাত পরিবারের কর্ত্রী অথবা তরুণী নারীকে জার্মান বিড়িখোরদের অথবা ঝিয়েদের সঙ্গে একসঙ্গে দেখতে পাওয়া খুবই সঙ্গত কি? রাত পর্যন্ত নাচ আর অল্পবয়সী পুরুষের সঙ্গে গালগল্পের কথা কখনও শুনেছেন কি? আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে একটু ভাল ব্যবহার করলে হয়, তা নয়, করবে অপরিচিত পরপুরুষের সঙ্গে।"

"মুখ খুলেছ কি বাঘের হাতে পড়েছ,"—ভুরু কুঁচকে বললেন গাভ্রিলা আফানাসিয়েভিচ।—"তবু স্বীকার করছি, নাচের আসর আমার ধাতস্থ হয়নি। তার উপর মাতালের সঙ্গে ধাক্কা লাগবে, অথবা হাস্যাস্পদভাবে তোমাকে মাতাল বানিয়ে তুলবে। তাছাড়া, কোন বাবুভায়া তোমার মেয়ের সঙ্গে কিছু একটা করে বসবে। আজকালকার তরুণেরা এমনই নষ্ট

* সুদারিনিয়া—মাননীয়া সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহিলা। (রুশ)

হয়ে গেছে যে তাদের তুলনা মেলা দায়। এই ধরুন, স্বর্গীয় এভগ্রাফ্ সের্গিয়েভিচ কর্সাকভের ছেলে গত নাচের আসরে নাতাশার সঙ্গে এমন একটা কাণ্ড করে বসল যে রাগে আমি লাল হয়ে উঠেছিলাম। পরদিন দেখলাম, কে যেন সোজা আমার কাছে আসছে। ভাবলাম কে আসে? প্রিন্স আলেকসান্দার দানিলোভিচ নয়ত? না, এল ইভান এভগ্রাফোভিচ! গেটের কাছে থেকে ধীরভাবে হেঁটে বারান্দা পর্যন্ত আসতে পারল না, এল ছুটতে ছুটতে! কি পা ঠোকা! কি বকবকানি! বুদ্ধ্ একিমোভ্না কি নির্মম-ভাবেই না তাকে হুল ফোটায়! যাই হোক, বুদ্ধ্, বিদেশী বাঁদরটার অনুকরণ কর দেখি।"

বুদ্ধ্ একিমোভ্না একটা ডিশের ঢাকনা তুলে নিয়ে টুপির মত কানে চেপে ধরে মুখ বেঁকিয়ে পা ঠুকে অভিবাদন জানাতে লাগল চারিদিকে ঘুরে ঘুরে, বলতে লাগল, "মুঁসিয়ে…মামজেল…নাচের আসরের…পারদঁ" অতিথিরা সকলে মজা পেয়ে হো হো করে হাসিতে ফেটে পড়লেন।

যখন হাসির হুল্লোড় একটু একটু করে কমতে লাগল বৃদ্ধ প্রিন্স লীকভ হাসির দমকে বেরিয়ে-আসা চোখের জল মুছতে মুছতে বললেন, "ঢেকে লাভ কি? জার্মানদের দেশ থেকে ভাঁড় বনে পবিত্র রুশভূমিতে ফিরে-আসা লোকদের মধ্যে কর্সাকভ প্রথমও নয়, শেষও নয়। আমাদের ছেলেরা কি শেখে ওখানে? পা ঠোকা, কী ভাষায় ভগবান জানেন—বকর বকর করা, বৃদ্ধদের সম্মান না করা আর পরস্ত্রীর পিছনে ঘুর ঘুর করা। বিদেশে লেখাপড়া শেখা সমস্ত তরুণদের মধ্যে (মাপ করবেন) সম্রাটের নিগ্রোই সকলের চেয়ে বেশী মানুষের মত।"

"ঠিক বলেছেন",—সায় দেন গাভ্রিলা আফানাসিয়েভিচ। "সে ধীর-স্থির শান্ত। চপলতা একটুও নেই… কে আবার এল গেট দিয়ে উঠোনে? আবার বিদেশী বাঁদরটা নয়ত? তোমরা হাঁ করে রইলে কেন, ছাগলেরা?" চাকরদের দিকে ফিরে তিনি বললেন, "ছুটে যাও, ওকে বারণ কর, তবে দেখ, আগে যেন…"

তাকে বাধা দিয়ে বুদ্ধ্ একিমোভ্না চেঁচিয়ে উঠল, "তুমি কি স্বপ্ন দেখছ, বুড়ো দাড়ি? তুমি কি অন্ধ? সম্রাটের গাড়ি, সম্রাট এসেছেন!"

গাভ্রিলা আফানাসিয়েভিচ চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলেন। সবাই ছুটে

গেলেন জানালার কাছে। বাস্তবিকই তাঁরা সম্রাটকে দেখতে পেলেন। তিনি তাঁর আর্দালির কাঁধে ভর দিয়ে বারান্দা দিয়ে আসছিলেন। একটা হৈ হল্লা পড়ে গেল। গৃহস্বামী সোজা ছুটলেন পিয়তরের দিকে, চাকরেরা বোকার মত এদিক ওদিক ছোটাছুটি করতে লাগল, অতিথিরা ভয় পেয়ে গেলেন, কেউ কেউ আবার তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার কথা ভাবলেন। হঠাৎ সামনের হলঘরে পিয়তরের উচ্চ কলকণ্ঠ বেজে উঠল। সরাই চুপ। আনন্দে আত্মহারা গৃহস্বামীর সঙ্গে ঘরে ঢুকলেন সম্রাট। হাসিমুখে পিয়তর বললেন, "ভাল আছেন তো ভদ্রমহোদয়রা!" সবাই মাথা নত করে অভিবাদন জানালেন। সম্রাটের তীক্ষ্ণ চোখ ভিড়ের মধ্য থেকে গৃহস্বামীর তরুণী কন্যাকে খুঁজে বের করল। তিনি তাকে কাছে ডাকলেন। নাতালিয়া গাভ্রিলোভনা যথেষ্ট সাহস ভরে তাঁর কাছে এগিয়ে এল। কিন্তু তার কান দুটি, এমনকি কাঁধ দুটি পর্যন্ত লজ্জায় লাল হয়ে উঠল।—"তুমি মুহূর্তে মুহূর্তে বেশী করে সুন্দর হয়ে উঠছ",—এই কথা বলে সম্রাট যথারীতি তার মাথায় চুম্বন করলেন। তারপর, অতিথিদের দিকে ফিরে বললেন, "আমি আপনাদের বাধা দিলাম। আপনারা আহারে বসেছিলেন। আমি অনুরোধ করছি, আপনারা আবার বসুন, গাভ্রিলা আফানাসিয়েভিচ, আমাকে আপেলের ভদ্‌কা দিন।" গৃহস্বামী প্রধান খানসামার কাছে ছুটে গিয়ে তার হাত থেকে ট্রে ছিনিয়ে নিয়ে সোনার পানপাত্র নিজেই ভর্তি করে অভিবাদন জানিয়ে সম্রাটের হাতে দিলেন। পিয়তর পান করে, একটি কেক খেয়ে আবার অতিথিদের খাওয়া শুরু করতে অনুরোধ জানালেন। কার্লিৎসা ও পরিবারের প্রধানা পরিচারিকা ছাড়া সকলেই পূর্বের জায়গায় বসলেন। কেবলমাত্র তারা দুজনে সম্রাটের উপস্থিতিতে ধন্য-হয়ে-যাওয়া টেবিলে বসতে সাহস করল না। পিয়তর গৃহস্বামীর কাছে বসে নিজের জন্য ঝোল চেয়ে নিলেন। সম্রাটের আর্দালি হাতির দাঁত দিয়ে বাঁধান কাঠের চামচ, ছুরি ও সবুজরঙের হাড়ের হাতলওয়ালা কাঁটা এগিয়ে দিল সম্রাটকে, কারণ, পিয়তর নিজের জিনিস ছাড়া অপরের জিনিস কখনও ব্যবহার করতেন না। এক মুহূর্ত আগের হৈ হল্লাভরা ভোজসভা এখন জোর করে চাপান নীরবতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলল। সম্রাটের প্রতি সম্মানে ও আনন্দে গৃহস্বামী কিছুই খেলেন না, অতিথিরাও ফিটফাট হয়ে সানন্দে শুনছিলেন ১৭০১ খৃষ্টাব্দের

অভিযান সম্বন্ধে সুইডিশ বন্দীর সঙ্গে সম্রাটের জার্মান ভাষায় আলোচনা। বুদ্ধু একিমোভ্না পর্যন্ত কয়েকবার সম্রাটের প্রশ্নের উত্তরে এমনই ভীত শান্ত জবাব দিয়েছিল যে তাতে তার স্বাভাবিক বোকামি একেবারেই ধরা পড়ল না, অবশেষে ভোজ শেষ হল। সম্রাট উঠে দাঁড়ালেন, তাঁর পিছনে পিছনে দাঁড়ালেন সমস্ত অতিথিরা। তিনি গৃহস্বামীকে বললেন, "গাব্রিলা আফানাসিয়েভিচ, আপনার সঙ্গে আমার একটা গোপন কথা আছে।" তারপর গৃহস্বামীর হাত ধরে ড্রয়িংরুমে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। অতিথিরা খাবার ঘরে বসেই সম্রাটের এই হঠাৎ আগমন সম্বন্ধে ফিসফিস করে আলোচনা করতে লাগলেন, পাছে দুর্বিনীত হয়ে পড়ে এই ভয়ে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁরা একের পর এক বিদায় নিলেন। যাবার সময় তাঁরা গৃহস্বামীর আতিথেয়তার জন্য ধন্যবাদ পর্যন্ত জানালেন না। গৃহস্বামীর শ্বশুর, মেয়ে ও বোন তাঁদের এক এক করে ধীরে ধীরে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন, তারপর সম্রাটের বেরিয়ে আসার প্রতীক্ষায় খাবার ঘরে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

পাঁচ

"তোমার জন্য আনবই আমি বউ,
নইলে আমি কলওয়ালা হব না।
আব্লেসিমভ, 'কলওয়ালা' অপেরা।

আধঘণ্টা পরে দরজা খুলে গেল এবং পিয়তর বেরিয়ে এলেন। প্রিন্স লীকভ, তাতিয়ানা আফানাসিয়েভ্না ও নাতাশা—এই তিনজনের অভিবাদনের উত্তরে তিনি মর্যাদাব্যঞ্জকভাবে মাথা নুইয়ে প্রত্যুত্তর জানিয়ে সোজা বাইরের হলঘরের দিকে চলে গেলেন। গৃহস্বামী তাঁর লাল ওভারকোটটি এগিয়ে ধরলেন, স্লেজ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে গেলেন এবং বারান্দার সামনে দাঁড়িয়ে যে সম্মান তিনি দেখিয়েছেন তার জন্য আবার ধন্যবাদ জানালেন। পিয়তর চলে গেলেন।

খাবার ঘরে ফিরে আসার পর গাভ্রিলা আফানাসিয়েভিচকে খুবই চিন্তিত বলে মনে হল। ক্রুদ্ধভাবে চাকরদের তিনি তাড়াতাড়ি টেবিল পরিষ্কার করবার হুকুম দিলেন এবং নাতাশাকে তার ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। বোন ও শ্বশুরকে জানালেন যে, তাঁদের সঙ্গে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আছে। খাবার পর তাঁদের নিয়ে গেলেন তিনি যেখানে সচরাচর বিশ্রাম করেন সেই শোবার ঘরে। বৃদ্ধ প্রিন্স শুলেন ওক কাঠের পালঙ্কে, তাতিয়ানা আফানাসিয়েভ্না পায়ের নীচে ছোট্ট টুলটা টেনে নিয়ে পুরানো মখমলে মোড়া চেয়ারে বসলেন। গাভ্রিলা আফানাসিয়েভিচ সবকটি দরজা বন্ধ করে পালঙ্কের উপর প্রিন্স লীকভের পায়ের ধারে বসে নীচু গলায় শুরু করলেন :

"বিনা কাজে সম্রাট আমার এখানে আসেননি। বলুন দেখি, কি ব্যাপারে উনি আমার সঙ্গে আলোচনা করেছেন?"

"কি করে আমরা জানব, ভাই",—বললেন তাতিয়ানা আফানাসিয়েভ্না।

শ্বশুর বললেন, "সম্রাট তোমাকে কি কোন যুদ্ধের খবর নিতে আদেশ করেছেন? সময় তো বহুদিন হল। না, তোমাকে সম্রাটের বৈদেশিক প্রতিনিধি হতে অনুরোধ জানিয়েছেন? কি ব্যাপার? শুধু অফিসার হলেই তো আর হয় না, নামকরা লোককেই অন্য সম্রাটের কাছে পাঠান হয়।"

কঠোর ভ্রূভঙ্গী করে জামাই বললেন, "না, আমি পুরানো মতের মানুষ, আজ আর আমাদের তার প্রয়োজন নেই। হয়ত বা, ধর্মপরায়ণ রুশীয় সামন্তরা বর্তমানের নতুন ফ্যাশনবাজ, 'ব্লিন্নিক'* আর বিদেশীদের মুখাপেক্ষী থাকবে—এই হচ্ছে আসল কথা।"

তাতিয়ানা আফানাসিয়েভ্না বললেন, "তাহলে ভাই, উনি তোমার সঙ্গে এতক্ষণ ধরে কি আলোচনা করলেন? তুমি কি কোন বিপদে পড়েছ? ভগবান রক্ষা করুন, দয়া করুন!"

"বিপদ বলতে বিপদ, একথা আগেই আমার মনে জেগেছিল।"

* ব্লিন্নিক—এক রকমের রুশীয় বিস্কুট। এই বিস্কুট যে বিক্রি করে তাকেও ডাকা হয় এই নামে। এখানে ব্যঙ্গ করা হয়েছে প্রিন্স মেনশিকভকে, কারণ ছেলেবেলায় তিনি এই বিস্কুট বিক্রি করতেন।—অনুবাদক।

"কি হয়েছে ভাই? কি ব্যাপার?"

"ব্যাপার নাতাশাকে নিয়ে। সম্রাট ওর সম্বন্ধ নিয়ে এসেছিলেন।"

"জয় ঠাকুর!"—ক্রশ এঁকে বললেন তাতিয়ানা আফানাসিয়েভ্না। "মেয়ে বড় হয়েছে, যেমন ঘটক তেমনি হবে পাত্র। ভগবান, প্রেম দিন, শুভবুদ্ধি দিন, সম্মান দিন অনেক। সম্রাট নাতাশার জন্য কোন পাত্রের সম্বন্ধ এনেছেন?"

"হুম,"—ভাঙ্গা গলায় বললেন গাভ্রিলা আফানাসিয়েভিচ,—"কোন পাত্রের জন্য? তাইত কোন পাত্রের জন্য?"

"কার জন্য বল না?"—আবার বললেন প্রিন্স লীকভ। তিনি ইতিমধ্যে ঢুলতে শুরু করেছেন।

"আন্দাজ করুন,"—বললেন গাভ্রিলা আফানাসিয়েভিচ।

"দেখ ভাই,"—বললেন বৃদ্ধা বোন,—"আমরা আন্দাজ করব কি করে? রাজপরিবারে ছেলের কি অভাব আছে? তোমার নাতাশাকে পেলে সবাই আনন্দিত হবে। দলগোরুকি নাকি?"

"না, দলগোরুকি নয়।"

"ভগবান তাঁর মঙ্গল করুন, তাঁর গর্ব বড় বেশী। কে শেইন, এয়েকুরভ?"

"না, এও নয়, ওও নয়।"

"দেখ, ওদের আমার পছন্দ হয় না। বড় চপল চঞ্চল, বড় বেশী জার্মান হাওয়াই পেয়েছে। তাহলে কি মিলোস্লাভস্কি?"

"না, সেও নয়।"

"ভগবান ওঁর মঙ্গল করুন, উনি ধনী বটে, তবে বোকা। কে তাহলে? এলেৎস্কি? ল্ভভ? না? তাহলে কি রাগুজিনস্কি? এখন তুমিই বল, আর মাথা খাটাতে পারি না। নাতাশার জন্য সম্রাট কার সম্বন্ধ নিয়ে এসেছেন।"

"নিগ্রো ইব্রাহিমের জন্য।"

বৃদ্ধা হাত ঠুকে হায় হায় করে উঠলেন। প্রিন্স লীকভ বালিশ থেকে মাথা তুলে বিভ্রান্ত হয়ে বললেন, "নিগ্রো ইব্রাহিমের জন্য!"

কাঁদো কাঁদো সুরে বৃদ্ধা বললেন, "তুমি ভাই, তোমার প্রিয় সন্তানের

সর্বনাশ করো না, তুমি নাতাশেন্‌কাকে কালো শয়তানের থাবায় ফেলে দিও না।"

গাভ্রিলা আফানাসিয়েভিচ বললেন, "সম্রাট এর জন্য আমাকে, আমাদের বংশকে তাঁর অনুগ্রহের আশ্বাস দিয়েছেন। এখন তাঁকে না বলি কি করে?"

"কি?"—চেঁচিয়ে উঠলেন বৃদ্ধ প্রিন্স, এতক্ষণে তাঁর ঘুম কেটে গেছে। "নাতাশাকে, আমার নাতনীকে বিয়ে দেওয়া হবে এক কেনা গোলামের সঙ্গে!"

গাভ্রিলা আফানাসিয়েভিচ বললেন, "বংশ বিচারে সে ছোট নয়, নিগ্রো সুলতানের সন্তান। মুসলমানেরা ওকে বন্দী করে নিয়ে এসে ৎসারেগ্রাদে বিক্রি করে দেয়। তখন আমাদের দূত ওকে পেয়ে সম্রাটকে উপহার দেন। ওকে ফিরিয়ে নেবার জন্য প্রচুর টাকা নিয়ে ওর বড় ভাই এসেছিল রুশিয়ায় আর…"

"ভাই গাভ্রিলা আফানাসিয়েভিচ,"—বাধা দিলেন বৃদ্ধা,—"বোভা করোলেভিচ আর এরুস্লান লাজারেভিচের গল্প আমরা শুনেছি। সম্রাটের প্রস্তাবে তুমি কি উত্তর দিয়েছ তাই বরং আমাদের বল।"

"আমি তাঁকে বলেছি যে, তিনিই আমাদের মালিক, আর আমাদের কাজই হচ্ছে সব ব্যাপারেই তাঁকে মেনে চলা।"

সেই মুহূর্তে দরজার পিছনে একটা আওয়াজ শোনা গেল। গাভ্রিলা আফানাসিয়েভিচ দরজা খুলতে গেলেন, কিন্তু দরজার পিছনে একটা চাপ বোধ করে খুব জোরে ধাক্কা দিলেন। দরজা খুলে গেল। চোখে পড়ল রক্তমাখা মেঝের উপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছে নাতাশা।

সম্রাট যখন তার বাবাকে নিয়ে দ্বার রুদ্ধ করেন, নাতাশার হৃদয় তখনই হিম হয়ে গিয়েছিল। কি যেন এক পূর্বানুভূতি তার কানে কানে বলে গেল যে, ব্যাপার তাকে নিয়েই। যখন পিসী ও ঠাকুর্দার সঙ্গে কথা আছে বলে গাভ্রিলা আফানাসিয়েভিচ তাকে তার ঘরে পাঠিয়ে দিলেন—তখন নাতাশা নারীসুলভ কৌতূহল চেপে রাখতে পারেনি, তাই ভিতরের ঘরগুলির মধ্য দিয়ে নিঃশব্দে এসে সে শোবার ঘরের দরজার কাছে দাঁড়াল। এই ভয়াবহ আলোচনার একটি কথাও তার কান এড়িয়ে গেল না। যখন

পিতার শেষ কথা তার কানে গেল, এই হতভাগ্য মেয়েটি জ্ঞান হারিয়ে তার যৌতুক রাখা লোহার সিন্দুকের উপর লুটিয়ে পড়ল। মাথা ফেটে গেল।

লোকজন ছুটে এল। নাতাশাকে তুলে তার ঘরে নিয়ে গিয়ে পালঙ্কে শুইয়ে দেওয়া হল। কিছুক্ষণ পরে তার জ্ঞান ফিরে এল, চোখ খু তাকাল, কিন্তু বাবা, পিসী কাউকেই চিনতে পারল না। তার তখন ভী জ্বর, সে ভুল বকে চলেছে সম্রাটের নিগ্রো সম্বন্ধে, বিয়ে সম্বন্ধে—তারপর হঠাৎ অনুযোগভরা তীক্ষ্ণকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল, "ভালেরিয়ান, প্রিয় ভালে-রিয়ান, প্রাণ আমার! আমাকে বাঁচাও। ওই ওরা আসছে, ওই আসছে…" তাতিয়ানা আফানাসিয়েভ্না অস্বস্তিভরে ভাইয়ের দিকে তাকালেন। ভাইয়ের মুখ তখন পাণ্ডুর হয়ে এসেছে, ঠোঁট কামড়ে ধরে তিনি শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। বৃদ্ধ প্রিন্স সিঁড়ি দিয়ে উঠতে পারেন না, তিনি নীচেই ছিলেন, গাভ্রিলা আফানাসিয়েভিচ তাঁর কাছে ফিরে এলেন। বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন, "নাতাশার খবর কি?" ক্ষুব্ধ বাপ উত্তর দিলেন, "খারাপ। আমি যা ভেবেছিলাম তার চেয়েও খারাপ। ও অজ্ঞান হয়ে ভালেরিয়ানের নাম করে ভুল বকছে।"

"কে এই ভালেরিয়ান?" জিজ্ঞাসা করলেন সচকিত বৃদ্ধ। "তোমার বাড়িতে মানুষ হয়েছিল যে অনাথ, সেই 'স্ত্রেলেৎসের* ছেলে কি?"

গাভ্রিলা আফানাসিয়েভিচ উত্তর দিলেন, "হাঁ, সেই। আমার দুর্ভাগ্য যে লড়াইয়ের সময় ওর বাপ আমাকে বাঁচিয়ে ছিল, আর শয়তানের প্ররোচনায় ওই অভিশপ্ত জানোয়ারের বাচ্ছাকে এনেছিলাম আমার বাড়িতে। বছর দুয়েক আগে যখন ওর অনুরোধে ওকে সৈন্যবাহিনীতে ভর্তি করে দেওয়া হয়, ওর কাছে বিদায় নিতে গিয়ে নাতাশা কেঁদে ফেলেছিল, আর ও দাঁড়িয়েছিল যেন পাথরের মূর্তির মত। তখনই আমার কাছে এটা কেমন সন্দেহজনক মনে হয়েছিল, আমি বোনকে এ বিষয়ে বলেছিলাম। কিন্তু সেই থেকে নাতাশা ওর কথা আর তোলেনি, আর ওর সম্বন্ধে কোন কানাঘুষোও শোনা যায়নি। আমি ভেবেছিলাম, নাতাশা সে কথা ভুলে

* প্রাচীন রুশিয়ার ১৬ ও ১৭ শতাব্দীতে চিরস্থায়ী বিশেষ এক বাহিনীর সৈনিকের নাম 'স্ত্রেলেৎস'।—অনুবাদক।

গেছে, এখন দেখছি, তা নয়। নিগ্রোর সঙ্গেই ওঁর বিয়ে হবে, এই আমার সিদ্ধান্ত।”

প্রিন্স লীকভ বিরোধিতা করলেন না। করলে তা হত ব্যর্থ। তিনি বাড়ি চলে গেলেন। তাতিয়ানা আফানাসিয়েভ্‌না বসে রইলেন নাতাশার বিছানার পাশে। গাভ্রিলা আফানাসিয়েভিচ ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়ে দিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করলেন। সারা বাড়িতে নেমে এল নিঝুম বিষাদের ছায়া।

এই অভাবনীয় বিয়ের সম্বন্ধের কথা শুনে গাভ্রিলা আফানাসিয়েভিচ যেমন আশ্চর্য হয়েছিলেন, ইব্রাহিমও তেমনি আশ্চর্য হয়ে গেল। ব্যাপারটা ঘটেছিল এই রকম: ইব্রাহিমের সঙ্গে কাজ করতে করতে পিয়তর একদিন বললেন, “আমি দেখছি, ভাই, তুমি যেন একটু মনমরা হয়ে পড়েছ। খুলে বল দেখি, তোমার কিসের অভাব?” ইব্রাহিম সম্রাটকে জানাল যে সে তার কাজে খুবই সন্তুষ্ট, এর চেয়ে ভাল কিছু আর চায় না। সম্রাট বললেন, “বেশ, অকারণেই যদি তোমার মন খারাপ হয়, তাহলে কি করে তোমার মনকে চাঙা করে তুলতে হবে, তা আমি জানি।”

কাজের শেষে পিয়তর ইব্রাহিমকে জিজ্ঞাসা করলেন, “গত নাচের আসরে যে মেয়েটির সঙ্গে তুমি ‘মেনুএত’ নেচেছিলে তাকে কি পছন্দ হয়?”

“মেয়েটি বড় মিষ্টি, ‘গোসুদার’*, মনে হয় নম্র অথচ প্রাণোচ্ছল।”

“তাহলে কয়েকদিনের মধ্যেই ওর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেব। এই মেয়েটিকে বিয়ে করতে চাও?”

“আমি, গোসুদার?”

“শোন ইব্রাহিম, তুমি একা, কোন আত্মীয়স্বজন নেই তোমার। আমি ছাড়া আর সকলের কাছেই তুমি একেবারে বিদেশী। আজ যদি আমি মারা যাই, তাহলে কি হবে তোমার, হতভাগ্য নিগ্রো আমার? সময় থাকতে থাকতেই তোমার গুছিয়ে বসা দরকার। নতুন সম্পর্কের মধ্যে সাহায্য খুঁজতে হবে, রুশীয় সামন্তদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে হবে।”

“গোসুদার, আপনার অনুগ্রহ ও দয়ায় আমি ধন্য। আমার সম্রাট

* গোসুদার—মাননীয় সম্রাট। (রুশ)

ও শুভানুকাঙ্ক্ষীর আগেই যেন আমার মৃত্যু হয়, এর চেয়ে বেশী কিছু আমি চাই না। আর আমার যদি বিয়ে করার ইচ্ছেও থাকে, তাহলেও এই তরুণী মেয়েটি ও তার আত্মীয়স্বজনেরা রাজী হবেন কি? আমার চেহারা…"

"তোমার চেহারা! যতসব! তুমি কি তরুণ নও? তরুণী মেয়েকে তার বাপ মায়ের কথা শুনতেই হবে। আর আমি যদি তোমার ঘটক হয়ে যাই, তখন দেখা যাবে বৃদ্ধ গাভ্রিলা আফানাসিয়েভিচ কি বলেন?" এই কথা বলে সম্রাট শ্লেজ তৈরী করার আদেশ দিয়ে গভীর চিন্তাগ্রস্ত ইব্রাহিমকে একা রেখে চলে গেলেন।

'বিয়ে!'—ভাবল নিগ্রো,—'নয় কেন? …গ্রীষ্মপ্রধান দেশে জন্মেছি বলেই কি আমাকে নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে হবে? চরম আনন্দ ও মানুষের পবিত্রতম দায়িত্বগুলি কি তা জানতে পারব না? কেউ আমাকে ভালবাসবে তা আশা করাই আমার পক্ষে অসম্ভব। ছেলেমানুষী আপত্তি! মেয়েদের চপল হৃদয়ে সত্যিই কি প্রেম থাকে? মধুর ভুলকে চিরকালের জন্য বিদায় জানিয়ে আমি আরও বাস্তব প্রলোভনকে গ্রহণ করেছি। সম্রাট ঠিকই বলেছেন, আমার ভবিষ্যৎ এখনই গুছিয়ে নেওয়া দরকার। তরুণী ঝেভস্কাইয়ার সঙ্গে বিয়ে কুলগর্বিত রুশ সামন্ত সমাজের সঙ্গে আমার যোগাযোগ সাধন করিয়ে দেবে। আমার এই নতুন পিতৃভূমিতে আমি আর বিদেশী রইব না। স্ত্রীর কাছ থেকে আমি প্রেম প্রত্যাশা করব না। তার সততায়ই আমি থাকব সন্তুষ্ট প্রতি মুহূর্তে কোমল মধুর ব্যবহারে, বিশ্বাস আর সহানুভূতি দিয়ে আমি তার বন্ধুত্ব অর্জন করব।'

ইব্রাহিম তার স্বভাব মত কাজে লেগে থাকতে চাইল, কিন্তু তার কল্পনা উদ্দাম হয়ে উঠল। সে কাগজপত্র রেখে নেভস্কি নদীর তীরে বেড়াতে গেল। হঠাৎ কানে এল পিয়তরের গলা। মুখ ঘুরিয়েই দেখল সম্রাটকে। তিনি শ্লেজ থেকে নেমে আনন্দমুখর ভঙ্গীতে তার দিকে আসছিলেন। "সব ঠিক হয়ে গেছে বন্ধু!"—তার হাত দুটি ধরে তিনি বললেন,—"আমি তোমার জন্য সম্বন্ধ উত্থাপন করেছি। কাল তোমার শ্বশুরের ওখানে একবার যাবে। কিন্তু দেখ, তাঁর অভিজাত কুলগর্বকে বাঁচিয়ে চলবে। গেটের কাছেই শ্লেজ থামাবে। চত্বর দিয়ে পায়ে হেঁটে যাবে। তাঁর মহান কাজ সম্বন্ধে, তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা করবে। তিনি তোমার আচরণে মুগ্ধ হয়ে যাবেন।

নাও এবার,”—হাতের ছড়িটা ঘুরিয়ে তিনি বললেন—“আমাকে শয়তান দানিলিচের কাছে নিয়ে চল, তার নতুন বাঁদরামির জন্য তার সঙ্গে দেখা করা দরকার।”

ইব্রাহিম পিয়তরকে তার সম্বন্ধে পিতৃসুলভ ভাবনার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁকে নিয়ে গেল প্রিন্স মেনশিকভের বিশাল প্রাসাদে এবং তারপর বাড়ি ফিরে এল।

ছয়

কাঁচের আধারের সামনে প্রদীপ মৃদু মৃদু জ্বলছিল, আর তার মধ্যে পারিবারিক বিগ্রহটির সোনার ও রূপার পরিচ্ছদ ঝকমক করছিল। প্রদীপের কম্পমান শিখা ম্লান জ্যোতি ছড়িয়েছে ঘিরে দেওয়া পালঙ্কের উপর এবং লেবেল লাগানো বোতল দিয়ে সাজান টেবিলের উপর। আগুনপাত্রের ধারে চরকা নিয়ে বসে দাসী। একমাত্র চরকা ঘোরাবার মৃদু আওয়াজ শোবার ঘরের নীরবতা ভঙ্গ করছিল।

ক্ষীণকণ্ঠে ধ্বনিত হল, “কে ওখানে”—তৎক্ষণাৎ দাসী উঠে দাঁড়াল ও পালঙ্কের কাছে এগিয়ে গিয়ে পর্দাটা তুলে ধরল। নাতালিয়া জিজ্ঞাসা করল, “ভোর হতে কত দেরি?” দাসী উত্তর দিল, “এখন তো দুপুর।” “সেকি, তাহলে এত অন্ধকার কেন?” “জানালা সব বন্ধ, দিদিমণি।” “আমাকে তাড়াতাড়ি পোশাক পরতে সাহায্য কর।” “তা হয় না, দিদিমণি, ডাক্তারবাবু বারণ করেছেন।”

“তাহলে কি আমি অসুস্থ? কদিন হল?” “দু সপ্তাহ হয়ে গেল।” “তাই কি? অথচ আমার মনে হচ্ছে যেন মাত্র কাল আমি শুয়েছি…”

নাতাশা চুপ করল, বিক্ষিপ্ত চিন্তাগুলিকে সে জড় করতে চেষ্টা করল। তার যেন কি একটা হয়েছিল, কিন্তু সেটা যে কি তা মনে পড়ল না। আদেশের অপেক্ষায় দাসী তার সামনে দাঁড়িয়েই ছিল। এই সময় নীচে একটা চাপা আওয়াজ শোনা গেল। “ও কি?” জিজ্ঞাসা করল নাতাশা। “হুজুরেরা খাওয়া শেষ করলেন। এখন টেবিল ছেড়ে উঠছেন। তাতিয়ানা

আফানাসিয়েভ্না এখনই এখানে আসবেন।”—জানাল দাসী। মনে হল নাতাশা যেন একটু খুশী হল। সে দুর্বল হাতটি নাড়ল। দাসী পর্দা ফেলে দিয়ে আবার চরকা নিয়ে বসল।

কয়েক মিনিট পরে দরজার পিছনে কালো ফিতে লাগান সাদা চওড়া টুপিপরা একটি মাথা দেখা দিল, চাপা গলায় প্রশ্ন শোনা গেল, “নাতাশা, কেমন আছে?” শান্ত গলায় রোগিণী উত্তর দিল,

“এই যে, পিসীমা।” তাতিয়ানা আফানাসিয়েভ্না নাতাশার কাছে এগিয়ে এলেন। সাবধানে চেয়ার এগিয়ে দিতে দিতে দাসী জানাল, “দিদিমণির জ্ঞান ফিরে এসেছে।” জলভরা চোখে বৃদ্ধা ভাইঝির পাণ্ডুর বেদনাপীড়িত মুখে চুমো দিয়ে তারই পাশে বসলেন। তাঁর পিছনে এলেন কালো কোট ও পণ্ডিতী পরচুলা মাথায় জার্মান ডাক্তার। নাতাশার নাড়ী দেখে প্রথমে লাতিনে, পরে রুশভাষায় জানালেন যে, বিপদ কেটে গেছে। ডাক্তার কাগজ কলম চেয়ে নিয়ে নতুন প্রেসক্রিপসন লিখে দিয়ে বিদায় নিলেন। নাতাশাকে আবার চুমো দিয়ে বৃদ্ধা তখনই সুখবর দিতে গাভ্রিলা আফানাসিয়েভিচের কাছে নীচে ছুটলেন।

তরোয়ালসমেত ইউনিফর্ম পরে টুপি হাতে নিয়ে ড্রয়িংরুমে বসে সম্রাটের নিগ্রো সশ্রদ্ধভাবে গাভ্রিলা আফানাসিয়েভিচের সঙ্গে আলাপ করছিল। একটা মখমলের ডিভানে গা এলিয়ে কর্সাকভ অন্যমনস্কভাবে তাঁদের আলাপ শুনছিল আর বুড়ো শিকারী কুকুরটাকে খোঁচাচ্ছিল। শেষে বিরক্ত হয়ে সে তার সাজগোজের স্বাভাবিক আশ্রয়স্থান আয়নার দিকে এগিয়ে গেল। আয়নায় সে দেখতে পেল তাতিয়ানা আফানাসিয়েভ্নাকে, দরজার পিছনে দাঁড়িয়ে তিনি ভাইয়ের উদ্দেশ্যে চোখে পড়ে না এমনভাবে ইঙ্গিত করছিলেন। গাভ্রিলা আফানাসিয়েভিচের দিকে ফিরে ইব্রাহিমের কথায় বাধা দিয়ে কর্সাকভ বলল, “আপনাকে ডাকছেন।” গাভ্রিলা আফানাসিয়েভিচ তখনই বেরিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বোনের কাছে গেলেন।

কর্সাকভ ইব্রাহিমকে বলল, “তোমার ধৈর্য দেখে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি, পুরো একটি ঘণ্টা ধরে তুমি লীকভ আর ঝেভস্কিদের পুরানো বংশকাহিনী শুনে যাচ্ছ, তার সঙ্গে তুমি আবার আদর্শের বাণী জুড়ে দিচ্ছ! তোমার বদলে আমি হলে নাতালিয়া গাভ্রিলোভনা শুদ্ধ ওই বুড়ো মিথ্যেবাদী আর

তার গুষ্টির মুখে জোরে প্ল্যাঁতে লা* আর ওই মেয়েটি তো মুখ ভেংচাচ্ছেই, ভান করছে অসুস্থ, উন পতিত সাঁতে* *…বিবেকের দোহাই নিয়ে বল দেখি, তুমি কি সত্যিই এই খুঁদে মিজোরকে*** ভালবেসেছ? শোন ইব্রাহিম, একবার অন্ততঃ আমাদের উপদেশটা মেনে চল। সত্যিই দেখে যা মনে হয় তার চেয়ে আমি একটু বেশী বুদ্ধি রাখি। এই পাগলামির চিন্তা ছেড়ে দাও। বিয়ে টিয়ে কর না। আমার মনে হচ্ছে, তোমার প্রতি কনের বিশেষ কোন আকর্ষণ নেই। জগতে যা সব ঘটে তা কি বড় কম। ধর, আমি নিজে তো আর গেঁয়ো লোক নই, তবু, আমাকে অনেক স্বামীকেই প্রতারিত করতে হয়েছে…তারা কিন্তু কোন অংশে আমার চেয়ে খারাপ নয়। তুমি নিজেই…আমাদের প্যারিসের বন্ধু কাউণ্ট দ…কে মনে পড়ে? মেয়েদের নিষ্ঠায় বিশ্বাস করা অসম্ভব। এদিকে যারা উদাসীন, তারাই সুখী। কিন্তু তুমি…তোমার উদ্দাম, চিন্তাগভীর সন্দেহপ্রবণ চরিত্র নিয়ে, তোমার চাপা নাক, ফুলো ঠোঁট, মোটা চুল নিয়ে তুমি বিয়ের সমস্ত গণ্ডগোলের মধ্যে ঝাঁপ দেবে”…“বন্ধুর মত উপদেশ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ,” ঠাণ্ডা গলায় বাধা দিল ইব্রাহিম। “প্রবাদ আছে জান তো: পরের ছেলেকে দোল দেওয়া তোমার কাজ নয়।”…হাসতে হাসতে কর্সাকভ বলল, “দেখ ইব্রাহিম, এই প্রবাদকে তুমি একেবারে আক্ষরিক অর্থে বাস্তবে পরিণত কর না যেন”

পাশের ঘরে কথাবার্তা গরম হয়ে উঠল। বৃদ্ধা বললেন, “তুমি ওকে মেরে ফেলবে। ও ইব্রাহিমের চেহারা সহ্য করতে পারবে না।” একগুঁয়ে ভাই উত্তর দিলেন, “তুমি নিজেই একবার ভেবে দেখ, দু সপ্তাহ হল সে পাত্র হিসেবে আসছে, আর আজও পর্যন্ত এখনও পাত্রী দেখল না। শেষ পর্যন্ত ও ভাবতে পারে যে, ওর অসুখের কথা একেবারে মনগড়া, যেন ওর সঙ্গে সম্পর্ক এড়াবার জন্য আমরা খালি সময় কাটিয়ে দেবার ফাঁক খুঁজছি। সম্রাট কি বলবেন? তিনি তো ইতিমধ্যেই তিনবার নাতাশার

* আমি থুতু দিতাম। (ফরাসী)
** দুর্বল (ফরাসী)
*** ভ্যাংচামুখীকে (ফরাসী)

স্বাস্থ্যের খবর জিজ্ঞাসা করেছেন। তোমার যা ইচ্ছে কর, কিন্তু আমি সম্রাটের সঙ্গে বিবাদ করতে রাজী নই।” “হা ভগবান!” তাতিয়ানা আফানাসিয়েভ্‌না বললেন, “সে বেচারীর কি হবে? অন্ততঃ এই ধরনের দেখাশুনোর জন্য আমি নাতাশাকে প্রস্তুত করে তুলি।” গাভ্রিলা আফানাসিয়েভিচ রাজী হয়ে ড্রয়িংরুমে ফিরে এলেন।

তিনি ইব্রাহিমকে বললেন, “ভগবানের কৃপায় বিপদ কেটে গেছে। নাতালিয়া এখন অনেক ভাল। প্রিয় অতিথি ইভান এভগ্রাফোভিচকে এখানে একা ফেলে রেখে যেতে না হলে আমি তোমাকে তোমার পাত্রী দেখার জন্য উপরে নিয়ে যেতাম।”

কর্সাকভ গাভ্রিলা আফানাসিয়েভিচকে অভিনন্দন জানিয়ে দুশ্চিন্তা না করতে অনুরোধ করে বলল যে, তার যাওয়া একান্তই দরকার এবং গৃহস্বামীকে প্রস্তুত হতে সময় না দিয়েই বাইরের হলঘরের দিকে ছুটে বেরিয়ে গেল।

এদিকে তাতিয়ানা আফানাসিয়েভ্‌না ভয়াবহ অতিথির আগমনের জন্য রোগিণীকে প্রস্তুত করতে ছুটে গেলেন। শোবার ঘরে ঢুকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিছানার ধারে বসে তিনি নাতাশার একটি হাত তুলে নিলেন, কিন্তু কোন কথা বলার আগেই দরজাটা খুলে গেল। নাতাশা জিজ্ঞাসা করল, “কে এল?” বৃদ্ধার হৃদস্পন্দন মৃদু হয়ে এল, তিনি নিথর হয়ে গেলেন। গাভ্রিলা আফানাসিয়েভিচ পর্দাটা তুলে রোগিণীর দিকে হিমশীতল দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, “ও কেমন আছে?” রোগিণীর ইচ্ছা হল তাঁর দিকে চেয়ে একটু হাসে, কিন্তু হাসি তার এল না। পিতার কঠিনদৃষ্টি তাকে অভিভূত করল, তার মন অশান্ত হয়ে উঠল। এই সময় মনে হল কে যেন তার মাথার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। সে জোর করে মাথা তুলেই চিনতে পারল সম্রাটের নিগ্রোকে। সব কথা তখনই তার মনে পড়ল, ভবিষ্যৎ বিভীষিকার রূপ নিয়ে জেগে উঠল তার সামনে। কিন্তু সে এত অবসন্ন হয়ে পড়েছিল যে, তার চোখে-মুখে কোন ব্যথার চিহ্ন ফুটে উঠল না। নাতাশা আবার বালিশের উপর মাথা নামিয়ে চোখ বুজল……। হৃদস্পন্দন হল দুর্বল।

তাতিয়ানা আফানাসিয়েভ্‌না ভাইকে ইঙ্গিতে জানালেন যে, রোগিণী

ঘুমোতে চায়। সবাই ঘর থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন। ঘরে রইল একমাত্র দাসী। সে আবার চরকা নিয়ে বসল।

অভাগিনী সুন্দরী চোখ মেলে তাকাল, কিন্তু বিছানার ধারে কাউকে না দেখে দাসীকে ডেকে কার্লিৎসাকে ডেকে আনতে পাঠাল। কিন্তু এই সময় গোলগাল এক বুড়ী খুকী বলের মত গড়াতে গড়াতে নাতাশার বিছানার ধারে এল। 'চড়ুইপাখি' এই নামেই ডাকা হত কার্লিৎসাকে। ছোট ছোট পায়ে যতদূর সম্ভব জোরে পেরেছে গাভ্রিলা আফানাসিয়েভিচ ও ইব্রাহিমের পিছন পিছন সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে দরজার পিছনে লুকিয়েছিল। নারীজাতির সহজাত কৌতূহল সে চেপে রাখতে পারেনি। নাতাশা তাকে দেখে দাসীকে বাইরে পাঠিয়ে দিল, কার্লিৎসা পালঙ্কের ধারে টুলে বসল।

এত ছোট শরীরের মধ্যে এতখানি তৎপরতা আর কখনও চোখে পড়েনি। সে সব ব্যাপারেই মাথা গলাত, সবই জানত, সব বিষয়েই বকর বকর করত। চাতুরী ও ধূর্ততা নিয়ে সে তার প্রভুদের স্নেহ অর্জন করত, আর ঘৃণা অর্জন করত অন্য সমস্ত দাসদাসীদের। স্বেচ্ছাচারীর মত সে তাদের চালাত, তার কুৎসা, অভিযোগ, তার ছেলেমানুষী আবদার শুনতেন গাভ্রিলা আফানাসিয়েভিচ। তাতিয়ানা আফানাসিয়েভ্না প্রতি মুহূর্তে তার মতের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতেন, তার উপদেশ মত চলতেন। তার প্রতি নাতাশার ছিল এক দুর্বল আকর্ষণ, ষোল বছর বয়সেই তার হৃদয়ের প্রতিটি গতি, প্রতিটি ভাবের কথা সে কার্লিৎসাকে জানাত।

নাতাশা বলল, "জান চড়ুই, বাবা আমাকে নিগ্রোর সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন।"

কার্লিৎসা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলল, তার কোঁচকান মুখ আরও কুঁচকে গেল।

নাতাশা বলে চলল, "সত্যিই কি কোন আশা নেই? আমার উপর কি বাবার এতটুকু করুণা হবে না!"

কার্লিৎসা ছোট্ট টুপিটি নাড়ল।

"ঠাকুর্দা কি পিসী আমার পিছনে এসে দাঁড়াবেন না?"

"না, দিদিমণি। আপনার অসুখের সময় নিগ্রো সকলের মন জয় করে

নিয়েছে। কর্তা ওকে দেখে আত্মহারা, প্রিন্সের মুখে তো ওর নাম লেগেই রয়েছে, আর তাতিয়ানা আফানাসিয়েভ্‌না শুধু বলেন, দুঃখ যে ও নিগ্রো, কিন্তু এর চেয়ে ভাল পাত্র খোঁজা আমাদের পক্ষে পাপ।"

"হা ভগবান, হা ভগবান!" বেদনাবিহ্বল অস্ফুটস্বরে বলে উঠল অভাগিনী নাতাশা।

তার দুর্বল হাতে চুমা দিয়ে কার্লিৎসা বলল, "দুঃখ কর না, ক্রাশাভিৎসা নাশা তোমাকে যদি নিগ্রোকে বিয়ে করতেই হয় তাহলেও তোমার ইচ্ছে তো তোমারই থাকবে। আগে যা ছিল, এখন তা নেই। স্বামীরা স্ত্রীদের আর তালা দিয়ে আটকে রাখে না। সবাই বলে, নিগ্রো বড়লোক। ভরপুর পেয়ালার মত হবে তোমার ঘর-সংসার, দিন কাটবে তোমার হেসে গেয়ে…"

"হায় ভালেরিয়ান!" নাতাশা এত আস্তে এই কথা বলল যে কার্লিৎসা তা শুনতে পেল না। মনে মনে আন্দাজ করে নিল।

গোপন কথা বলার ছলে স্বর নামিয়ে কার্লিৎসা বলল, "দেখ তো দিদিমণি, তুমি যদি স্ত্রেলেৎসের ছেলের কথা একটু কম ভাবতে তাহলে জ্বরের ঘোরে তার নাম নিয়ে ভুল বকতে না, তাহলে তোমার বাবাও রেগে উঠতেন না।"

ভীতা নাতাশা বলল, "কি? আমি ভালেরিয়ানের নাম নিয়ে ভুল বকেছি, বাবা শুনেছে, রেগে গেছে?"

"তাই তো হয়েছে বিপদ," উত্তর দিল কার্লিৎসা, "এখন যদি তুমি নিগ্রোর সঙ্গে তোমার বিয়ে না দেবার জন্য মিনতি কর, উনি মনে করবেন, এর পিছনে রয়েছে ভালেরিয়ান। কিছুই করার নেই, বাবার ইচ্ছে মেনে নাও, যা হবার তা হবে।"

নাতাশা একটি কথাও বলল না, তার হৃদয়ের গোপন কথাটি বাবা জেনেছে এই চিন্তা তার কল্পনার উপর চেপে বসল। একটিমাত্র আশা তার মনে, এই ঘৃণ্য বিয়ে হয়ে যাবার আগেই যেন তার মরণ হয়। এই চিন্তাই সান্ত্বনা দিল তাকে। দুর্বল বেদনাবিধুর অন্তরে সে মেনে নিল আপন ভাগ্যকে।

সাত

গাভ্রিলা আফানাসিয়েভিচের বাড়িতে হল দিয়ে ঢুকেই ডান দিকে একটা ছোট্ট কুঠরি, একটিমাত্র জানালা তাতে। সেই কুঠরিতে নরম তুলতুলে তুলার কম্বল দিয়ে ঢাকা একটি খাট। খাটের সামনে ওক কাঠের একটা ছোট্ট টেবিল। তার উপর জ্বলছে তেলের প্রদীপ, ছড়ান রয়েছে খোলা স্বরলিপি, দেয়ালে ঝোলান রয়েছে একটা পুরানো নীল কোট আর তারই সঙ্গী একটা তিনকোণা টুপি, তার উপরে তিনটে হুক দিয়ে আঁটা রয়েছে অশ্বারূঢ় দ্বাদশ কার্লের সস্তায় ছাপা একটা ছবি। এই শান্ত পরিবেশে বাজছে বাঁশির সুর। এখানকার নিঃসঙ্গ বাসিন্দা হচ্ছে সেই বন্দী, নাচের শিক্ষক। টুপি মাথায়, চীনে রাত্রিবাস পরে সে শীতের সন্ধ্যার ক্লান্ত অবসাদকে মধুর করে তুলছে প্রাচীন সুইডিশ মার্চের সুর বাজিয়ে, এই সুরে তার মনে জাগছে তারই যৌবনের আনন্দমুখর মুহূর্তগুলির কথা। পুরো ত্বঘণ্টা বাজাবার পর বাঁশি নামিয়ে বাক্সে রেখে সে পোশাক ছাড়তে লাগল।

এই সময় দরজা খুলে গেল। ইউনিফর্মপরা বেশ লম্বা চওড়া এক সুন্দর তরুণ ঘরে এসে ঢুকল। বিস্মিত সুইডিশ সচকিতে উঠে দাঁড়াল।

তরুণ আগন্তুক কাঁপা গলায় বলল, "তুমি আমাকে চিনতে পারলে না, গুস্তাভ আদামীচ! যে ছেলেটিকে তুমি সুইডিশ রীতিতে বন্দুক ছোঁড়া শিখিয়েছিলে, তাকে তোমার মনে নেই? তার সঙ্গে ছোট-ছেলের বন্দুক থেকে গুলি ছুঁড়তে গিয়ে এই ঘরে আগুন লাগিয়েছিলে প্রায়!"

গুস্তাভ আদামীচ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল···অবশেষে তাকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে উঠল, "এ—এ-এ-এ ভাল তো, তুমি তাহলে এখন এখানেই আছ। বস বন্ধু, বস।"

সাশার প্রতি লিজা

ভাই সাশা,

আমরা হঠাৎ গ্রামে চলে আসায় তুই নিশ্চয়ই আশ্চর্য হয়েছিস। তাড়াতাড়ি তাই তোকে সব খুলে বলছি। আমার পরমুখাপেক্ষী অবস্থা আমার কাছে সব সময়ই বেদনাদায়ক। অবশ্য আভ্‌দোতিয়া আন্দ্রিয়েভনা আমাকে তাঁর ভাইঝির সঙ্গে একসঙ্গে একইভাবে মানুষ করেছেন, কিন্তু তাঁর বাড়িতে আমি তো পালিতা-মেয়ে ছাড়া কিছু নই। এই নামটির সঙ্গে কত ছোটখাট দুঃখই যে জড়িয়ে আছে তা তুই কল্পনা করতে পারবি না। আমাকে অনেক কিছু সহ্য করতে হয়েছে, অনেক ব্যাপারে নতি স্বীকার করতে হয়েছে, অনেক ব্যাপার দেখেও চোখ বুজে থাকতে হয়েছে। সব সময়ই আমার আত্মাভিমানী চোখ অবজ্ঞার একটা ক্ষীণ ছায়াকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেছে। জমিদার-কন্যা ও আমি যে সমান, এটাই আমার পক্ষে অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছিল। যখন আমরা একইভাবে সেজেগুজে বলনাচের আসরে যেতাম তখন তার গলায় হীরে না দেখে আমি বিরক্ত হতাম। আমার মনে হত, সে যেন আমাকে ছাড়িয়ে দর্শনীয় হয়ে না-ওঠার জন্যই হীরে পরত না, তার এই মনোযোগে আমি অপমানিত বোধ করতুম। আমি ভেবেছি, বাস্তবিকই কি আমার মাঝে জেগেছে ঈর্ষা অথবা শিশুসুলভ সঙ্কীর্ণতার মত কোন কিছু? আমার প্রতি পুরুষদের ব্যবহার যতই ভদ্র হোক না কেন, প্রতি মুহূর্তে তা আমার আত্মমর্যাদাকে আঘাত করত। তাদের উদাসীনতা অথবা মনোযোগ দুইই আমার কাছে অপমান বলে মনে হত, এক কথায় —দুঃখ পাবার জন্যই আমার জন্ম। স্বভাবতঃই আমার মন কোমল, তাই দিনের পর দিন আমার মন তিক্ত হতে তিক্ততর হয়ে উঠতে লাগল। তুই কি লক্ষ্য করেছিস যে পালিতা, দূরসম্পর্কের আত্মীয়া, demoiselles de compagnie [সঙ্গিনী] এবং এই ধরনের মেয়েরা সাধারণতঃ হয় নীচু শ্রেণীর ঝি, অথবা অসহ্য রকমের খেয়ালী? শেষের দলকে আমি সম্মান করি, সর্বান্তঃকরণে তাদের অপরাধ ক্ষমা করি।

তিন সপ্তাহ হল আমি আমার গরীব ঠাকুমার কাছ থেকে এক পত্র পেয়েছি। তিনি তাঁর নিঃসঙ্গতার জন্য দুঃখ করে আমাকে তাঁর কাছে গ্রামে যেতে অনুরোধ করেছেন। আমি সুযোগ ছাড়ব না বলে মন ঠিক করেছিলাম। অতি কষ্টে আভ্‌দোতিয়া আন্দ্রিয়েভনার কাছ থেকে যাবার অনুমতি আদায় করেছি, আমাকে অবশ্য শীতের সময় পিতার্সবুর্গে ফিরে আসার প্রতিজ্ঞা করতে হয়েছে। কিন্তু কথা রাখবার ইচ্ছা আমার নেই। আমাকে পেয়ে ঠাকুমা যে কী খুশী হয়েছেন তা আর কি বলব! আমি যে আসব তা তিনি আশাই করেননি। তাঁর চোখের জল দেখে যে কী অভিভূত হলাম, তা ভাষায় বলতে পারব না। আমি প্রাণ দিয়ে তাঁকে ভালবেসেছি। এককালে তিনি উঁচু সমাজের লোক ছিলেন। তখনকার অনেক আদবকায়দা এখনও তিনি বজায় রেখেছেন।

এখন আমি বাড়িতেই আছি, আমিই বাড়ির কর্ত্রী—তুই বিশ্বাস করবি না, কী সত্যিকার আনন্দই যে আমি এতে পাচ্ছি! আমি পল্লীজীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি, বিলাস উচ্ছলতার অভাব এখন আর আমার কাছে একেবারেই আশ্চর্য বলে মনে হয় না। আমাদের গ্রামটি খুবই মধুর। পাহাড়ের কোলে পুরানো বাড়ি, বাগান, লেক, পাইনকুঞ্জ, হেমন্তে ও শীতে সবই কেমন যেন একটু বিষাদ মাখানো, কিন্তু বসন্তে ও গ্রীষ্মে এই গ্রামই রূপ নেয় মাটির স্বর্গের। আমাদের প্রতিবেশী কম। আমি এখনও কারো সঙ্গে দেখা করিনি। তোর লা মার্তিনের কাব্য গাথার মত বিজন নীরবতা আমার সত্যিই খুব ভাল লাগে।

চিঠি দিস, লক্ষ্মীটি! তোর চিঠি আমার কাছে হবে মস্ত সান্ত্বনা। তোর বলনাচের খবর কি? আমাদের পরিচিতদের খবর কি? আমি ব্রহ্মচারিণী সন্ন্যাসিনী বনে গেছি বটে কিন্তু জীবনের আনন্দ উচ্ছলতাকে তো আর অস্বীকার করিনি—এইসব খবর আমার ভালই লাগবে।

পাভলোভস্কোইয়ে গ্রাম।

২। সাশার উত্তর

ভাই লিজা,

তোর গ্রামে চলে যাওয়ার কথা যখন শুনলাম, তখন আমি একেবারে অবাক হয়ে গেলাম।। জমিদার-কন্যা ওল্‌গাকে একা দেখে মনে হয়েছিল তুই বুঝি অসুস্থ হয়ে পড়েছিস, তার কথা বিশ্বাস করতে আমার মন চায়নি। পরদিন তোর চিঠি পেলাম। তোর নতুন জীবনযাত্রার জন্য তোকে অভিনন্দন জানাই। গ্রাম্যজীবন তোর ভাল লেগেছে জেনে আমি খুব খুশী হয়েছি। তোর আগের জীবনের অবস্থা সম্পর্কে তোর অভিযোগ আমাকে ব্যাকুল করেছে, চোখে জল এনেছে, কিন্তু তোর ওই অভিযোগগুলো আমার কাছে খুবই তিক্ত বলে মনে হয়েছে। পালিতা-কন্যা ও demoiselles de compagnie [সঙ্গিনীদের] সঙ্গে তুই নিজেকে তুলনা করলি কি করে? সকলেই জানে যে, ওল্‌গার বাবা তোর বাবার কাছে দায়বদ্ধ ছিলেন, তাছাড়া তাঁদের বন্ধুত্বও ছিল নিকট আত্মীয়তার মতই ঘনিষ্ঠ ও পবিত্র। মনে হত, তুই তোর ভাগ্য নিয়েই খুশী। কখনো কল্পনাও করিনি যে তোর মধ্যে এতখানি বিক্ষোভ জমা হয়ে আছে। বল দেখি: তোর এই হঠাৎ চলে যাওয়ার পিছনে অন্য কোন গোপন কারণ নেই তো? আমার সন্দেহ হচ্ছে···তুই কিন্তু আমার কাছে ঢেকে রাখছিস। যাই হোক, আমার এই সন্দেহ দেখে তুই রেগে যাবি বলে ভয় পাচ্ছি।

পিতার্স্‌বুর্গের কথা তোকে আর কি বলব? আমরা এখনও গ্রামের বাড়িতেই আছি, কিন্তু প্রায় সকলেই ইতিমধ্যে চলে গেছে। সপ্তাহ দুয়েক পরে বলনাচের আসর বসবে। আবহাওয়া বেশ সুন্দর। আমি খুবই ঘুরে বেড়াচ্ছি। কয়েকদিন আগে কয়েকজন ভদ্রলোক আমাদের এখানে খাবার নিমন্ত্রণ রাখতে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করছিলেন, তোর কোন খবর রাখি কিনা। তিনি বললেন বলনাচের আসরে তোর অনুপস্থিতিটা পিয়ানোর ছেঁড়া তারের মতই খুবই চোখে লাগে, আমি কিন্তু তাঁর সঙ্গে একমত। আমরা আশা করি, মানুষের প্রতি তোর এই বিতৃষ্ণা বেশীদিন স্থায়ী হবে না। লক্ষ্মীটি, ফিরে আয়, না হলে এ বছর শীতে এখানে এমন

কেউ থাকবে না, যার কাছে আমি আমার মনের সব কথা খুলে বল্‌তে পারি। কথা রাখ ভাই, ভেবে-চিন্তে মন পালটা'।

ক্রেপ্তভস্কি অস্রভ

৩। সাশার প্রতি লিজা

তোর চিঠি আমায় খুবই আনন্দ দিয়েছে। এই চিঠি পিতার্সবুর্গকে জীবন্তভাবে আমার মনে পড়িয়ে দিয়েছে। আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন তোর কথা শুনতে পাচ্ছি! তোর সেই চিরপুরাতন কথাগুলো শুনে সত্যই হাসি পাচ্ছিল। তোর ধারণা—আমার মধ্যে রয়েছে এক গভীর, গোপন অনুভূতি, এক ব্যর্থ প্রেম—তাই না? দাঁড়া, ব্যস্ত হস না, তুই ভুল করছিস। এক দূরের নিরিবিলি গ্রামে বসে ক্লারিসা গার্লভের মত চা ঢেলে খাচ্ছি—নায়িকার সঙ্গে আমার মিল শুধু এইটুকুই।

তুই লিখেছিস এ বছর শীতে তোর কাছে এমন কেউ থাকবে না যাকে তুই তোর শ্লেষাত্মক মতামত জানাতে পারিস—কিন্তু আমাদের এই চিঠি বিনিময় কেন? যা যা তোর নজরে পড়বে সব আমাকে লিখে জানাস, তোকে আবার বলছি: আমি জগৎ ছেড়ে যোগিনী হইনি, জগতের সমস্ত খবরেই আমার কৌতূহল রয়েছে। প্রমাণ হিসাবেই তোকে অনুরোধ করছি, আমার অনুপস্থিতি কার এমন করে চোখে পড়ছে তা আমাকে লিখে জানাবি। সেই যে বেশী কথা বলে আলেক্‌সি, তার চোখে কি? আমি নিশ্চিত জানি, আমি ঠিক ধরেছি…ওর কথা শোনার জন্য সব সময় আমাকে কান পেতে থাকতে হত, আর ওরও ছিল কথা শোনাবার দায়।

…এর পরিবারের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। কর্তা কথাবার্তায় খুব রসিক এবং খুব অতিথিপরায়ণ। গিন্নীটি মোটাসোটা হাসিখুশী বুড়ী। তাস খেলায় তার মস্ত ঝোঁক। মেয়ের বয়স সতেরো—তন্বী, বিষণ্ণ। উপন্যাস আর খোলা হাওয়ায় সে বড় হয়ে উঠেছে। বই হাতে ও চারিপাশে বাড়ির কুকুরগুলো নিয়ে সারাটা দিন তার কাটে বাগানে অথবা মাঠে, গানের সুরে আবহাওয়ার কথা বলে, আবেগভরে লোককে জ্যাম খাওয়ায়। তার ওখানে দেখলাম পুরোনো নভেলে বোঝাই এক বইয়ের আলমারি। আমি ঠিক করেছি

যারা আলমারিটাই পড়ে ফেলব, তাই রিচার্ডসন থেকে শুরু করেছি। নামকরা ক্লারিসা পড়ার সুযোগ পাওয়ার জন্যই গ্রামে এসে থাকা দরকার। অনুবাদকের ভূমিকা থেকে পড়া শুরু করেছি, দেখলাম তার মধ্যে এই আশার কথা রয়েছে যে, যদিও প্রথম দিকটা একঘেয়ে, তাহলেও শেষ ছয়টি খণ্ড পাঠককে তার ধৈর্যের জন্য পুরো মাত্রায় পুরস্কৃত করবে। তাই সাহস করে শুরু করে দিয়েছি। প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় খণ্ড পড়েছি, শেষ পর্যন্ত ষষ্ঠ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছি। কিন্তু একঘেয়ে, আর শক্তি নেই। ভাবছিলাম, আমার পরিশ্রমের পুরস্কার এখনই পাব। কিন্তু কোথায়? পড়ে ফেললাম—ক্লারিসার মৃত্যু, লাভ্‌লাসের মৃত্যু, সমাপ্তি। প্রতি খণ্ডের আবার দুটি ভাগ। একঘেয়ে ষষ্ঠ খণ্ড কখন আকর্ষণীয় ষষ্ঠ খণ্ড হচ্ছে, তা তো টের পেলাম না।

রিচার্ডসন আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। ঠাকুমা ও নাতনীদের মধ্যে আদর্শের কি ভয়ানক পার্থক্য! লাভ্‌লাস ও আড্‌লফের মধ্যে মিল কোথায়? কিন্তু যাই বলিস, মেয়েরা পালটায় না। একমাত্র সাড়ম্বরে হাঁটু গেড়ে বসা ছাড়া ক্লারিসা তো একেবারে পুরোপুরি আধুনিক নভেলের নায়িকার মতই: তার কারণ কি এই নয় যে, পুরুষদের ভাল লাগা নির্ভর করে ফ্যাশনের উপর, এক মুহূর্তের মনোভাবের উপর, কিন্তু মেয়েদের ভাল লাগার ভিত্তি—অনুভূতি ও স্বভাব। আর এই অনুভূতি ও স্বভাব তো শাশ্বত।

দেখলি তো: আমি তোর সঙ্গে যথারীতি বকর বকর করলাম, চিঠিতে তুইও কৃপণ হতে পারবি না। যত তাড়াতাড়ি এবং বেশী পারিস আমার কাছে চিঠি দিস। গ্রামে ডাক আসার দিন মানে যে কি তা তুই কল্পনাও করতে পারবি না। এর সঙ্গে বলনাচের প্রতীক্ষার তুলনাই চলে না।

৪। সাশার উত্তর

ভাই লিজা,

তুই ভুল করছিস। তোর আত্মসম্মানকে বাঁচানোর জন্যই বলছি যে, তোর অনুপস্থিতি র······একেবারেই খেয়াল করেনি। সে আকৃষ্ট হয়েছে সদ্য-আগতা ইংরাজনন্দিনী লেডি গেলামের প্রতি, তার কাছ থেকে এখন নড়তেই চায় না। সেও র······এর কথার উত্তরে সরল বিস্ময়ের ভঙ্গীতে ছোট্ট আশ্চর্য-

বোধক শব্দ 'ওহো' বলে উত্তর দেয়। আর সেও পাগল। শুনে রাখ—যে আমাকে তোর কথা জিজ্ঞাসা করেছে, যার সমস্ত হৃদয় মন তোর জন্য কষ্ট পাচ্ছে, সে হচ্ছে তোর সেই চির-অনুগত ভ্লাদিমির…। তুই কি খুশী? মনে হচ্ছে তুই খুবই খুশী হয়েছিস। আমি যথারীতি সাহস করে বলছি যে, আমার কথা ছাড়াই তুই আন্দাজ করেছিস। ঠাট্টা নয়…এখন তোকে ছাড়া সে কিছুই জানে না। তোর বদলে আমি হলে ওঁকে অনেক অনেক দূরে টেনে নিয়ে যেতে পারতাম। ও তো চমৎকার পাত্র; কর না ওকে বিয়ে। তাহলে তুই 'আংলিস্কাইয়া নাবেরেজ্‌নাইয়া'তে থাকবি, শনিবার শনিবার আসর বসাবি, রোজ সকালে আমার কাছে আসবি। যথেষ্ট হয়েছে, লক্ষ্মীটি, আমাদের এখানে চলে আয়,……কে বিয়ে কর।

পরশু দিন বলের আসর ছিল…ক-এর বাড়িতে। বহুলোক এসেছিল। ভোর পাঁচটা পর্যন্ত নাচ চলেছে। ক. ভ. পরেছিলেন খুবই সাদাসিধে পোশাক, সাদা ক্রেপের গাউন, এমনকি গলায় মালা পর্যন্ত ছিল না, কিন্তু মাথায় এবং গলায় হীরে ছিল প্রায় ৫০ হাজারের! জ…যথারীতি এমনভাবে সেজে এসেছিলেন যে দেখলে হাসি পায়। তাঁর বেশ-বাস তিনি যোগাড় করেন কোথা থেকে? গাউনের উপর তাঁর ফুল বোনা নয়, বোনা কতকগুলো শুক্‌নো ব্যাঙের ছাতা। গ্রাম থেকে তুইই কি তাঁকে এগুলো পাঠাসনি? ভ্লাদিমির নাচেনি। সে ছুটিতে যাচ্ছে। স…এসেছিল (নিশ্চয়ই প্রথমবার), না-নেচে সারারাত বসে ছিল, গেল সবার শেষে। বুড়ীকে মনে হচ্ছিল, রুজ লিপষ্টিকে ঢাকা—সময় তো হয়েছে…বলের আসরটা খুব জমেছিল। পুরুষেরা রাতের খাবার নিয়ে খুবই বিরক্ত হয়েছিল। তারা তো চিরকাল কিছু না কিছু নিয়ে বিরক্ত হবেই। যদিও আমি সেই অসহ্য ডিপ্লোমাট স্ত-এর সঙ্গে কতিলিয়ন নেচেছি, তাহলেও আমি বেশ আনন্দেই কাটিয়েছি। এমনইতেই লোকটি বোকা স্বভাবের, তার উপর আবার মাদ্রিদ থেকে নিয়ে এসেছে অন্যমনস্কতা।

রিচার্ডসনের সমালোচনার জন্য তোকে ধন্যবাদ জানাই। এখন ওঁর সম্বন্ধে আমার একটা ধারণা হল। আমার এই অধৈর্য নিয়ে আর ও-বই পড়ব, এমন আশা নেই। এমনকি ওয়াল্টার স্কটের মধ্যেও বহু বাজে জিনিস আমার চোখে পড়ছে।

• যাই হোক, মনে হচ্ছে এলেনা ন ও কাউণ্ট ল-এর নভেল শেষ হল, কারণ কাউণ্ট এমনই বিমর্ষ হয়ে পড়েছে আর এলেনা এমনই গম্ভীর বিজয়দৃপ্ত ভঙ্গী ধারণ করেছে যে মনে হচ্ছে বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।—মাপ কর, রূপসি! আজকের এই বকবকানিতে মন উঠল তো তোর?

৫। সাশার প্রতি লিজা

• না, ভাই ঘটকী, নিজের বিয়ের জন্য গ্রাম ছেড়ে তোর কাছে যাওয়ার কথা আমি ভাবছি না। খোলাখুলিই স্বীকার করছি, ভ্লাদিমিরকে আমার ভাল লেগেছে। কিন্তু তাকে বিয়ে করার কথা কখনও ভাবিনি। সে একজন অভিজাত—আর আমি একজন সামান্য গণতন্ত্রী। নভেলের সত্যি-কারের নায়িকার মত গর্বভরে বলছি যে সবচেয়ে প্রাচীন রুশ অভিজাত পরিবারে আমার জন্ম, কিন্তু নায়ক আমার এক দাড়িওয়ালা লাখপতির নাতি। আমাদের আভিজাত্য বলতে কী বোঝায় তা তো তুই জানিস। যাই হোক, লোকটি সংস্কৃতিবান। আমাকে তার ভাল লাগতে পারে, কিন্তু আমার জন্য তো সে ধনীকন্যার পাণিগ্রহণ ও প্রতিপত্তিশালী কুটুম্বলাভ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবে না। যদি কখনও বিয়ে করিই তাহলে এখানকার কোন বছর চল্লিশ বয়সের জমিদারকেই বিয়ে করব। সে ব্যস্ত থাকবে তার চিনির কারখানা নিয়ে, আমি থাকব আমার গৃহস্থালি নিয়ে—কাউণ্ট ক … এর বলের আসরে না নেচে আর 'আংলিস্কাইয়া নাবেরেজ্‌নাইয়া'তে সন্ধ্যা না কাটিয়েই আমি সুখী থাকব।

আমাদের এখানে এখন শীতঃ গ্রামে "cest un evenment" [পুরো উৎসব]। এ জীবনকে দেয় একেবারে পালটে। বন্ধ হয়ে যায় নিঃসঙ্গ ভ্রমণ, ঘণ্টা বাজে, কুকুর নিয়ে বেড়িয়ে পড়ে শিকারীরা—প্রথম বরফ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুর মধ্যেই জেগে উঠে খুশীর উচ্ছলতা। এ জিনিস আমি কখনই আশা করিনি। গ্রামের শীত আমাকে ভয় ধরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু জগতে সব জিনিসেরই ভাল দিকও তো আছে।

মাশেনূকা…র সঙ্গে অল্প পরিচয় হয়েছে। আমি ওকে ভালবেসেছি। এই মেয়েটির মধ্যে অনেক কিছুই রয়েছে যা সুন্দর ও মৌলিক। অপ্রত্যাশিতভাবে

জানতে পারলাম যে···ওদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। মাশেন্‌কা সাত বছর তাকে দেখেনি, কিন্তু তার কথায় একেবারে পঞ্চমুখ। সে ওদের এখানে একবার গরমকালটা কাটিয়েছে—আর মাশেন্‌কা তার সেই সব দিনের সমস্ত খুঁটিনাটি ঘটনা অনবরত বলেই চলেছে। মাশেন্‌কার কাছ থেকে নভেল নিয়ে পড়ার সময়ে চোখে পড়েছে পেন্সিল দিয়ে মার্জিনে লেখা তার নোটগুলো। নোটগুলি ম্লান হয়ে গিয়েছে, বুঝতে পারছি, তখন সে ছিল শিশুমাত্র। এমন ভাব ও অনুভূতিতে সে তখন আচ্ছন্ন হয়েছিল যে এখন হলে সে তা নিয়ে ঠাট্টা করত। অন্ততঃ, একটি সজীব অনুভূতিপ্রবণ হৃদয়কে এর মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। খুব পড়ছি আজকাল। ১৭৫৭ সালে লেখা নভেল ১৮২৯ সালে বসে পড়তে কি আশ্চর্য লাগে তা তুই ভাবতেই পারবি না। মনে হয়, হঠাৎ যেন আমাদের বসবার ঘর ছেড়ে গিয়ে ঢুকেছি সেই পরদা-ঘেরা প্রাচীন হল-ঘরে।

সিল্কের কাপড়ে-মোড়া নরম পশুর লোমের চেয়ারে বসেছি, কাছেই দেখছি পুরোনো ধরনের পোশাক, পরিচিত লোকজন, তাদের মধ্যেই চিনতে পারছি আমাদের ঠাকুর্দা-ঠাকুমাদের—অবশ্য তাঁদের তরুণ বয়সে। মূলতঃ এই সব নভেলের আর অন্য কোন গুণ নেই। ঘটনাগুলো মনমাতানো, পরিস্থিতিও বেশ করে গুছিয়ে তোলা হয়েছে। বেলকুর কথা বলে হেঁয়ালি সুরে, আর শার্লট উত্তর দেয় বেশ বাঁকা ভাবে। বুদ্ধিমান লোক হলে বেশ সাজানো প্লট, সাজানো চরিত্র নিয়ে কথাবার্তা ও বোকামিকে বেশ করে শুধরে দিয়ে যে জায়গাগুলো বাদ গেছে তা পূরণ করে দিলেই একখানা বেশ সুন্দর মৌলিক নভেল হয়ে যায়। আমার হয়ে আমার অকৃতজ্ঞ র···কে এ কথা বলিস। ইংরেজ মেয়েদের সঙ্গে বকর বকর করে সে যথেষ্ট বুদ্ধি নষ্ট করেছে। পুরোনো ক্যানভাসেই সে নতুন প্যাটার্ন তুলুক না কেন! যে জগৎ ও মানুষদের সে এত ভাল করে জানে, একটা ছোট ফ্রেমে সে তার ছবি ফুটিয়ে তুলুক না আমাদের জন্য!

মাশা রুশ সাহিত্য বেশ ভাল করেই জানে—সাধারণভাবে পিতার্স বুর্গের চেয়ে লোকে এখানে সাহিত্য পড়ে বেশী। মাসিকপত্র এখানে পাওয়া যায়, তার সমালোচনায় লোকেরা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে, একবার একে একবার ওকে—এইভাবে দুদলের মতই তারা বিশ্বাস করে, প্রিয় লেখকের সম্পর্কে

খারাপ সমালোচনা বেরোলে রেগে যায়। এখন আমি বুঝছি, ভিয়াজেমস্কি ও পুশকিন গ্রামের মেয়েদের এত প্রিয় কেন? এরাই হচ্ছে তাঁদের সত্যি-কারের পাঠক। আমি একবার পত্রিকায় চোখ বুলিয়ে 'ভিয়েস্তনিক এভরোপী' [ইয়োরোপ বার্তা]-র সমালোচনা পড়তে শুরু করেছিলাম—কিন্তু তাদের দাস মনোভাব ও সরলতা আমার কাছে বিরক্তিকর মনে হল। পিতার্সবুর্গের অকলঙ্ক কুমারী আমরা যে সব বই পড়ি যখন দেখি স্কুলের ছেলেরা সেই-সব বইকে অশ্লীল ও বাজে বলে সমালোচনা করছে তখন সত্যিই হাসি পায়।

৬। সাশার প্রতি লিজা

ভাই!

আমি আর লুকিয়ে রাখতে পারছি না, বন্ধুর সাহায্য ও উপদেশ আমার বড় দরকার। যার কাছ থেকে আমি পালিয়ে এসেছি, যাকে আমি সর্বনাশা বলে ভয় করি, সেই…এখানে এসে উপস্থিত। কি করব আমি? আমার মাথা ঘুরছে, নিজেকে হারিয়ে ফেলছি, দোহাই তোর! কী করব বলে দে। তোকে সব খুলে বলছি…

গত বছর শীতকালেই তো তুই দেখেছিস যে, সে আমার কাছ ছেড়ে যেত না। সে আমাদের বাড়িতে আসত না বটে, কিন্তু আমাদের দেখা হত সব জায়গায়ই। ঔদাসীন্য, এমনকি অবহেলার ভান করে পর্যন্ত আমি নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলাম, কোন ফল হল না, কিছুতেই তার হাত থেকে নিস্তার পেলুম না। বলনাচের আসরে ও সব সময়েই আমার ঠিক পাশটিতে এসে জায়গা করে নিত, বেড়াতে গেলে সব সময়ই আমাদের সঙ্গে ওর দেখা হত, থিয়েটারে ওর বাইনকুলারের মুখটি ঘোরানো থাকত আমাদের কোচের দিকে।

প্রথম প্রথম এতে আমার আত্মাভিমান তৃপ্ত হত। হয়ত বা, বেশ ভাল করেই এটা আমি তাকে বুঝতে দিয়েছিলাম। যাই হোক, প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন অধিকার আয়ত্ত করে প্রতিবারই সে আমাকে তার হৃদয়ের কথা শোনাত, কখনও বা ঈর্ষায় কাতর হয়ে পড়ত, কখনও বা অভিযোগ

জানাত⋯ভয় হল, আবার ভাবলুমঃ এর ভবিষ্যত্ কি? গভীর হতাশায় আবিষ্কার করলাম আমার হৃদয়ের উপর তার অধিকার। আমি পিতাস্‌বুর্গ ছেড়ে চলে এলাম—ভেবেছিলাম অকল্যাণকে এইভাবে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেব। আমার দৃঢ়তা, এবং কর্তব্য করেছি এই বিশ্বাস আমার হৃদয়কে শান্ত করল। আরও উদাসীনভাবে আরও কম বেদনার ভার নিয়ে আমি তার কথা ভাবতাম। হঠাৎ আমি তাকে দেখছি।

আমি তাকে দেখছিঃ⋯এর জন্মদিন ছিল কাল। দুপুরে খাবার সময় এসে বাইরের ঘরে ঢুকে দেখি অতিথির ভিড়। উলান ইয়ুনিফর্ম, ভদ্রমহিলারা আমাকে ঘিরে ধরেন, তাঁদের সকলেরই সঙ্গে আমি চুমু বিনিময় করলাম। কোনদিকে নজর না দিয়ে গিন্নীর পাশে বসলাম। তাকিয়ে দেখিঃ⋯ঠিক আমার সামনে। আমার সারা অঙ্গ হিম হয়ে এল⋯সে এমনই সহজ ও সত্যকারের খুশীর সঙ্গে আমাকে কয়েকটি কথা বলল যে, বিহ্বলতা বা উল্লাস লুকোতে পারি এমন শক্তি রইল না।

আমরা টেবিলে গিয়ে বসলাম। ও বসল ঠিক আমার মুখোমুখি, তার দিকে তাকাবার সাহস আমার ছিল না, কিন্তু লক্ষ্য করলাম যে সবকটি চোখ তাকিয়ে রয়েছে তারই দিকে। সে ছিল নীরব ও চিন্তিত। অন্য সময় হলে হয়ত নবাগত মিলিটারী অফিসারটির মনোযোগ আকর্ষণ করার স্বাভাবিক ইচ্ছে আমাকে বেশ কিছুটা পেয়ে বসত, মেয়েদের অস্থিরতা, পুরুষদের অস্বস্তি, আমারই ঠাট্টা শুনে তাদের উচ্চহাস্য—অতিথির উদাসীনতা ও সম্পূর্ণ অমনোযোগ সত্ত্বেও হয়ত আমি আমার দিকে আকৃষ্ট করতে বেশ কিছুটা সচেষ্ট হয়ে উঠতাম। খাওয়া শেষ হলে সে আমার কাছে এল। কোন কিছু একটা বলা আমার উচিত এই ভেবে কথায় কথায় আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, সে কি কোন কাজে আমাদের এখানে এসেছে।—"যার উপর আমার জীবন নির্ভর করছে, একমাত্র সেই কাজেই আমি এসেছি"—চাপা গলায় এই কথা বলেই সে অন্যত্র চলে গেল। তিন বৃদ্ধার (তার মধ্যে ঠাকুমা একজন) সঙ্গে সে 'বস্তন'* খেলতে বসল। আমি উপরে মাশেন্‌কার কাছে গিয়ে মাথাধরার ছল করে সন্ধ্যে পর্যন্ত শুয়ে রইলাম।

* 'বস্তন'—এক ধরনের তাস খেলা—অনুবাদক

সত্যি বলতে কি, শরীর খারাপ হওয়ার চেয়েও আমার অবস্থা হয়েছিল আরো খারাপ। মাশেন্‌কা আমার কাছ ছেড়ে যায়নি। ···এর নামে সে উল্লাসে আত্মহারা। একমাস বা আরো বেশী সে ওদের ওখানে থাকবে। মাশেন্‌কা সারাদিন থাকবে তার সঙ্গে। সত্যিই, সে ভালবেসেছে ওকে। ভগবান করুন, ও যেন মাশেন্‌কাকে ভালবাসে। মাশেন্‌কা একে তন্বী, তায় রহস্যময়ী—আর পুরুষরা তো শুধু এইটুকুই চায়।

আমি কি করব, বলে দে লক্ষ্মিটি! এখানে থেকে ওর অনুসরণ করার হাত এড়ানোর কোন সম্ভাবনা নেই। ও তো ইতিমধ্যেই ঠাকুমার মন জয় করেছে। ও আমাদের বাড়িতে আসতে থাকবে—আবার চলবে স্বীকৃতি, অভিযোগ, শপথ,—কিন্তু এসব কেন? ও আমার প্রেম জয় করে নেবে। আমার স্বীকৃতি আদায় করে নেবে, তারপর ভাববে যে বিয়ে করে কোন লাভ নেই, কোন একটা ছুতো করে এখান থেকে চলে যাবে, আমাকে ফেলে রেখে যাবে—আর আমি···কি ভীষণ ভবিষ্যৎ! দোহাই তোর, আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দেঃ আমি যে ডুবে যাচ্ছি!

৭। সাশার উত্তর

স্বীকৃতির ভারে বোঝাই হৃদয়কে ভারমুক্ত করা কি এতই সোজা! মোটেই তা নয়, ভাই! আমি অনেকদিন হল যা জেনেছি তুই সে কথা স্বীকার করতে চাসনিঃ···আর তুই—তোরা দুজনেই দুজনকে ভালবেসেছিস—এতে ভয় কিসের? এ তো ভালই হল। সব জিনিসই যে তুই কীভাবে দেখিস তা কেবল ভগবানই জানেন! তুই কেবল দুর্ভাগ্যের কথাই বলছিস—সাবধান, বার বার এই কথা বলে দুর্ভাগ্যকে ডেকে আনিস না। ···কে তুই বিয়ে করবি না কেন? দুর্জয় বাধা কোথায়? ও বড়লোক, আর তুই গরীব—তাতে কিছু আসে যায় না। ও বড়লোক মাত্র দুপুরুষের—আর তুই তার চেয়ে বেশী। ও অভিজাত, নামে আর শিক্ষায় তুইও কি অভিজাত নস?

সম্প্রতি উঁচুসমাজের ভদ্রমহিলাদের সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছিল। আমি শুনেছিলাম যে, র···একবার নিজেকে অভিজাতদের পক্ষে বলে ঘোষণা

করেছিল। কারণ, অভিজাতরা ভাল করে জুতো পায় দেয়। এ থেকেই বোঝা যায় না কি যে, তুইও একেবারে আপাদমস্তক অভিজাত?

মাপ কর, ভাই, তোর করুণ চিঠিখানা পড়ে আমার কিন্তু হাসিই পেয়েছিল। ···গ্রামে গেছে তোকে দেখতে। কী বিপদ! তোর সর্বনাশ হবে, তুই আমার উপদেশ চাইছিস। তুই কি ইতিমধ্যেই নিজেকে একজন গ্রাম্য নায়িকা বানিয়ে তুলিসনি? আমার উপদেশ হল: তোদের গাঁয়ের গির্জায় গিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারিস মালা বদল করে ফেল, তারপর চলে আয় আমাদের এখানে, এসে··এর বাড়ির দেয়ালে টাঙ্গানো ছবির 'ফোনারিনা'*র মত আত্মপ্রকাশ কর। তোর প্রেমিকের ব্যবহার আমার মন ছুঁয়েছে, আমি ঠাট্টা করছি না। অবশ্য, আগেকার দিনে মাত্র একটি সদয় চাউনির আশায় প্রেমিকপুরুষ তিনবছরের জন্যে পালেস্তাইনে যুদ্ধ করতে যেত। কিন্তু একালে হৃদয়েশ্বরীকে দর্শনের আশায় পিতার্সবুর্গ থেকে ৫০০ ভার্স্ট দূরে যাওয়া নিশ্চয়ই কম কথা নয় এবং নিশ্চয়ই পুরস্কারের যোগ্য।

৮। বন্ধুর কাছে ভ্লাদিমির

একটা উপকার কর। গুজব রটিয়ে দে যে আমি মৃত্যু শয্যাশায়ী। ছুটিটা আমি বাড়িয়ে নিয়ে যথাসম্ভব শরীরটাকে সারিয়ে তুলতে চাই। দু' সপ্তাহ হল আমি গ্রামে এসে রয়েছি, কিন্তু সময় যে কিভাবে কেটে যাচ্ছে জানি না। পিতার্সবুর্গের জীবন আমাকে ভয়ানক ক্লান্ত করে তুলেছিল, তাই এখানে বিশ্রাম নিচ্ছি। খাঁচা থেকে সদ্য ছাড়া-পাওয়া আশ্রমবাসিনী এবং আঠার বছর বয়সের সরকারী চাকুরেদের ছাড়া আর কাউকেই গ্রামকে না-ভালবাসার জন্য ক্ষমা করা যায় না। পিতার্সবুর্গ হচ্ছে বারান্দা, মস্কো মেয়েদের মহল আর গ্রাম—আমাদের পড়ার ঘর। সৎ ভদ্রলোকের প্রয়োজন হলে বারান্দা দিয়ে চলে যায়, মেয়েমহলের দিকে বড় একটা তাকায় না, সে থাকে তার পড়ার ঘরে। আমিও এইভাবে থাকতে চাই। আমি চাকরি ছেড়ে দেব এবং বিয়ে করে চলে যাব আমার সারাতভ গ্রামে। জমিদার-

* ফোনারিনা—রাফায়েলের আঁকা নারী মূর্তি।—অনুবাদক

দেরও করার মত কাজ রয়েছে। যাদের ভালমন্দ নির্ভর করছে আমাদের উপর, সেই তিন হাজার মানুষের শাসনের দায়িত্ব নেওয়া মিলিটারী প্লেটুনের নেতৃত্ব করা বা ডিপ্লোমাটিক খবরাখবর নকল করার চাইতে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ...

আমাদের কৃষকদের আমরা যে অবহেলার মধ্যে ফেলে রেখেছি তা ক্ষমার অযোগ্য। তাদের উপর আমাদের অধিকার যতখানি, তাদের সম্পর্কে আমাদের কর্তব্যও হবে ততখানি। স্বেচ্ছাচারী ঠক নায়েবদের হাতে আমরা ওদের ফেলে রেখেছি। ঐ নায়েবেরা ওদের উপর অত্যাচার করে আর চুরি করে আমাদের টাকা। আমাদের ভবিষ্যৎ আয়কে আমরা উড়িয়ে যাই ধার করে, সর্বনাশ করি নিজেদের। বুড়ো বয়সে পড়ি অভাবে, নির্ভর করতে হয় পরের অনুকম্পার উপর।

আমাদের সামন্ততন্ত্রের দ্রুতপতনের এই হচ্ছে কারণ। ঠাকুর্দা থাকেন বড়লোক, ছেলে পড়ে অভাবে, নাতি হয় ভবঘুরে। প্রাচীন পরিবারগুলো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। নতুনেরা উঠছে এবং তিন পুরুষেই আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। সম্পত্তি উবে যাচ্ছে। কোন পরিবারই তার পূর্বপুরুষদের জানে না। এই রাজনৈতিক বস্তুবাদ কোথায় নিয়ে চলেছে আমাদের? আমি জানি না। কিন্তু এখন বাধা দেওয়ার সময় এসেছে।

আমাদের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বংশগুলির অধঃপতন যখনই দেখি, তখনই বেদনায় কাতর হয়ে পড়ি। আমাদের কেউই, এমনকি তাঁদের বংশধরেরাও তাঁদের আমল দেয় না। যাদের মনে পড়িয়ে দেবার জন্য স্মৃতিস্তম্ভে লিখে রাখতে হয়েছে, "নাগরিক মিনিচ্ ও প্রিন্স পোঝারস্কির প্রতি" সেই জনসাধারণের কাছ থেকে কতটুকু স্মৃতির গৌরব আশা করা যায়? কে এই প্রিন্স পোঝারস্কি? কে এই নাগরিক মিনিচ্? অক্‌লনিচি * প্রিন্স দিমিত্রি মিখাইলোভিচ পোঝারস্কি এবং সমস্ত রাজ্যের মধ্য থেকে নির্বাচিত স্থানীয় লোক কজ্‌মা মিনিচ্ সুখোরুকি। কিন্তু দেশ আমাদের নিজেদের উদ্ধারকর্তাদের আসল নাম পর্যন্ত ভুলে গেছে! অতীতের কোন অস্তিত্বই নেই আমাদের কাছে। হায়রে জনগণ!

* অক্‌লনিচি—প্রাচীন রুশিয়ার উচ্চতম সামন্তশ্রেণীর পদ।—অনুবাদক

পদ-কৌলীন্য দিয়ে বংশ-কৌলীন্যের স্থান পূরণ করা যায় না। ভূস্বামী সম্প্রদায়ের পারিবারিক স্মৃতিকাহিনী জনগণের ঐতিহাসিক স্মৃতিকাহিনী হওয়া উচিত। কিন্তু সামান্য কেরানীর ছেলেমেয়েদের পারিবারিক স্মৃতি-কাহিনী কি আছে?

অভিজাতদের পক্ষে কথা বলে আমি কিন্তু ইংরেজ লর্ডদের কথার প্রতিধ্বনি করছি না। আমার জন্ম এই অধিকার থেকে আমাকে বঞ্চিত করেছে, কিন্তু আমার জন্মের জন্য আমি লজ্জিত নই। আমি লাব্রুয়ের-এর সঙ্গে একমত : Affecter le mepris de la naissance est un ridicule dans le Parvenu, et une lachete dans le gentilhomme.*

অন্য লোকের গ্রামে থাকতে থাকতে স্থানীয় ছোটখাট সামন্তদের চাল-চলন দেখেই আমার একথা মনে জেগেছে। এই ভদ্রমহোদয়রা কোন কাজ করেন না। নিজেদের বাগান নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু আমার ইচ্ছা, আমাদের মত এঁদেরও ভগবান ফতুর করে দিন। কি বর্বরতা! এঁদের জন্য 'ফনভিজিনের'** যুগ এখনও পার হল না। এঁদের মাঝে এখনও জন্মাচ্ছে প্রস্তাকভা আর স্কতিনিনের দল।

আমি যাঁর বাড়িতে আছি, সেই আত্মীয়টি সম্বন্ধে কিন্তু এ কথা খাটে না। তিনি লোক খুব ভাল, তাঁর স্ত্রীও বুড়ী দিদিমার মত স্নেহময়ী, আর তাঁর মেয়েটি বড় ভাল মেয়ে। দেখতেই তো পাচ্ছি, আমিও বেশ ভাল হয়ে উঠেছি। আসলে গ্রামে আসার পর থেকেই আমি খুবই মিশুক ও অমায়িক হয়ে উঠেছি—এ আমার সম্ভ্রান্ত জীবন ও লিজা···র সান্নিধ্যের ফল। আমি ঠাট্টা করছি না—তাকে ছেড়ে থাকলে জীবন আমার কাছে বিস্বাদ হয়ে যাবে।

* নিজের জন্ম-পরিচয়ের প্রতি অবজ্ঞা দেখানো ভুঁইফোড়দের পক্ষে হাস্যাস্পদ আর সামন্তদের পক্ষে নীচতা। (ফরাসী)

** অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রখ্যাত রুশ লেখক দেনিস ইভানোভিচ ফনভিজিন (১৭৪৫-১৭৯২)। তাঁর এক বিখ্যাত ব্যঙ্গ-নাটক 'নেদোরস ল' (১৭৮১)-এ তিনি সামন্ততন্ত্রের নির্মমতা, হৃদয়হীনতা, বুদ্ধিহীনতা ও চরম পরমুখাপেক্ষিতার আবরণ উন্মোচন করেছেন ব্যঙ্গের কশাঘাতে। এই নাটকেরই নায়িকা জমিদারীর অধিকারিণী শ্রীমতী প্রস্তাকভা ও তারই সহযোগী স্কতিনিন।—অনুবাদক।

তাঁকে পিতাস্বুর্গে ফিরে যাবার কথা বলতেই আমি এখানে এসেছি। অপূর্ব হয়েছিল আমাদের প্রথম দেখা! সেদিন ছিল আমার পিসিমার জন্মদিন। সমস্ত প্রতিবেশী হাজির হয়েছে। লিজাও এল—আমায় দেখে সে নিজেকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না···সে মনে মনে স্বীকার না করে পারল না যে, আমি এখানে এসেছি একমাত্র তারই জন্যে। অন্ততঃ একথা যেন সে বোঝে সেজন্য আমি যথাসম্ভব চেষ্টা করেছিলাম। এখানে আমার সাফল্য আমার আশাকে ছাড়িয়ে গেছে (এর অর্থ অনেক)। বৃদ্ধারা আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তরুণীরা আমার দিকে এমনই ঝুঁকেছে যে যেন "তারা সব দেশ-প্রেমিকা"! তরুণেরা আমার বাবুগিরি দেখে খুবই চটেছে। কারণ এটা এখনও এখানে নতুন। এরা সবচেয়ে বেশী চটেছে এই কারণে যে, আমি বড় বেশী বিনয়ী ও অমায়িক, কিন্তু আমার মতলবটা কি তা কিছুতেই তারা ঠাওর করতে পারছে না, যদিও তারা আমাকে মনে মনে বেহায়া বলেই ধরে নিয়েছে। বিদায়! আমাদের সবাই কি করছে? Servitor ditutti quantif * গ্রামের ঠিকানায় আমার কাছে চিঠি দিস।

৯। বন্ধুর উত্তর

তুই যে-কাজের ভার দিয়েছিলি তা শেষ করেছি। গতকাল থিয়েটারে প্রচার করে দিয়েছি যে তুই স্নায়বিক উত্তেজনায় অসুস্থ হয়ে পড়েছিলি এবং সম্ভবতঃ এখন আর বেঁচে নেই। কাজেই যতদিন না আবার তোর পুনর্জন্ম ঘটে ততদিন জীবনের সুযোগটার সদ্ব্যবহার করেনে।

জমিদারী পরিচালনা সম্বন্ধে তোর নীতিকথা শুনে তোর উপর আমি খুব খুশী হয়েছি। সত্যিই কি

Un nomme sans peur et sans reproches
Qui n'est ni roi, ni duc, ni comte aussi**

* তোমাদের সকলের বিনীত ভৃত্য। (ইতালিয়ান)

** যদিও সে রাজা নয়, ডিউক নয়, কাউণ্ট নয়, তবু তার মনে নেই কোন ভয় সংশয়। (ফরাসী)

আমার মতে জমিদারদের অবস্থা সবচেয়ে ঈর্ষার যোগ্য। যেখানে সরকারী চাকুরে ছাড়া আর কারও কাছ থেকে ঘোড়া পাওয়া যায় না, অন্ততঃ মাত্র সেই স্টেশনের জন্য রুশিয়ার সরকারী চাকুরে থাকা প্রয়োজন।

... ...

গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় মেতে গিয়ে আমি একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম যে এখন এতে তোর একেবারেই মন নেই—তুই তোর লিজাকে নিয়েই ব্যস্ত। মিস্টার ফব্লাসের অনুকরণে চিরকাল মেয়েদের খেলিয়ে বেড়ানোতেই তোর আনন্দ। এ তোর যোগ্য কাজ নয়। এ ব্যাপারে তুই তোর নিজের যুগ থেকে পিছিয়ে পড়েছিস এবং তোর আচরণ হচ্ছে অতীতের ১৮০৭ সালের সিপাহীদের মত। এখনও যদি তোর এ দুর্বলতা থাকে, তবে কিছুদিনের মধ্যেই জেনারেল গ···এর চেয়েও বেশী হাস্যাস্পদ হয়ে উঠবি। বরং সময় থাকতেই বয়সোচিত সংযম অভ্যেস করা ও বিলীয়মান যৌবনের কাছ থেকে দূরে থাকা ভাল নয় কি? জানি আমার এ উপদেশ বৃথা। তবুও উপদেশ দিচ্ছি।

তোর সব বন্ধুরাই তোকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে এবং তোর অকাল মৃত্যুর জন্য মর্মাহত। যাই হোক, তোর সেই এককালের বান্ধবী রোম থেকে ফিরে এসেছেন, তিনি পোপের প্রেমে পড়েছেন। এ কাজটা ঠিক তাঁরই উপযুক্ত হয়েছে এবং শুনে তুই কী খুশীই না হবি! cum servo servorum dei-র* সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ফিরে আসবি না? এ কাজ তোকেই মানাত। আমি রোজ তোর প্রতীক্ষায় থাকব।

১০। বন্ধুর প্রতি ভ্লাদিমির

তোর যুক্তি একেবারেই অচল। আমি নয়—তুইই তোর যুগ থেকে পিছিয়ে পড়েছিস একেবারে পুরো দশ বছর। তোর গুরুগম্ভীর সাত্ত্বিক আলোচনা ১৮১৮ সালে চলত। তখনও আইনের কড়াকড়ি ও অর্থনীতিই ছিল ফ্যাশন। তলোয়ার নিয়েই আমরা উপস্থিত হতাম বলনাচের আসরে—নাচা

* স্বর্গীয় দাসানুদাসের সঙ্গে। (লাতিন)

এবং কখনও কোন ভদ্রমহিলাদের সঙ্গে আলাপ করা আমাদের পক্ষে ছিল অভব্যতা। তোকে বিনীতভাবে জানাতে চাই যে, এ সবই আজ বদলে গেছে। এ্যাডাম স্মিথের স্থান গ্রহণ করেছে ফরাসী কাদ্রিল্‌; যে যেমন পারে মেয়েদের পিছনে ঘুরছে, স্ফূর্তি করছে। আমি যুগের হাওয়ার অনুসরণ করছি। তুই স্থাণু হয়ে আছিস। তুই ci-devant, unhomme,*-গতানুগতিক। বিরোধীপক্ষের আসনে বসতে পারাতেই শুধু তোর আনন্দ। আশা করি Z— তোকে ঠিক পথে নিয়ে আসবে: তোকে আমি তার চটুল ছলাকলার হাতে সঁপে দিচ্ছি। আমার কথা এইটুকু বলতে পারি যে, সম্ভ্রান্ত জীবনযাত্রার স্রোতে আমি নিজেকে ছেড়ে দিয়েছি। রাত দশটায় ঘুমোতে যাই, প্রথম বরফ পড়লে এখানকার জমিদারের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বেরোই, বৃদ্ধাদের সঙ্গে এক কোঁপেকের বাজিতে 'বস্তন' খেলি, হেরে গেলে রেগে যাই। রোজ লিজার সঙ্গে দেখা হয়—প্রতি মুহূর্তে বেশী করে ওর সঙ্গে প্রেমে পড়ছি। ওর মধ্যে আকর্ষণ করার মত অনেক কিছুই রয়েছে। তার কথাবার্তার শান্তসুন্দর মাধুর্যে পিতাসবুর্গের অভিজাতসমাজ মুগ্ধ, সজীব তার প্রাণশক্তি, মনোরম তার উচ্চবংশসুলভ সরলতা (তার ঠাকুরমার মতে)। কিন্তু তার আচরণে কোথাও এতটুকু আকস্মিকতা নেই, নির্মমতা নেই। 'রেভিয়ান'** খেয়ে বাচ্চারা যেমন মুখ বাঁকায় সে কিন্তু কোন ব্যাপারেই তেমন মুখ বাঁকায় না। সে শোনে এবং বোঝে—আমাদের মেয়েদের মধ্যে এ এক দুষ্প্রাপ্য গুণ। যে সব মেয়েদের এমনিতে বেশ ভাল লাগে, প্রায়ই তাদের কল্পনার অস্পষ্টতা দেখে আমি আশ্চর্য হই। প্রায়ই খুব সূক্ষ্ম ঠাট্টা, খুব কাব্যিক স্তুতিকে এরা মনে করে হয় নির্লজ্জ বিদ্রূপ অথবা অশোভন ছেলেমানুষী। এই রকম পরিস্থিতিতে তারা যে উদাসীন ভাব ধারণ করে তা এমনই ভীষণ বিরক্তিকর যে, যত উদ্দাম ভালবাসাই হোক না কেন, ভালবাসা সে বিরক্তি জয় করতে পারে না।

আমি আত্মহারা হয়ে ভালবেসেছিলাম এলেনা···কে, তার সঙ্গে থেকেই আমি এই অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। আমি তাকে কিছু মধুর কথা

* পিছিয়ে-পড়া লোক। (ফরাসী)

** রেভিয়ান—একরকম লতা। ভল্‌গার পারে জন্মায়। এর থেকে নানা রকম ঔষধ তৈরী হয়। —অনুবাদক।

বলেছিলাম, কিন্তু সে তা অশোভন মনে করে তার বান্ধবীর কাছে আমার নামে নালিশ করেছিল। এতে তার সম্পর্কে আমার মোহ একদম ভেঙ্গে যায়। লিজা ছাড়াও আমার আনন্দের জন্য রয়েছে মাশেন্‌কা···মেয়েটি বড় ভাল। এই মেয়েরা বড় হয়ে উঠেছে আপেলগাছের তলায় তলায়, ফসলের গোলার আশেপাশে, এদের মানুষ করেছে পিসী খুড়ির দল আর প্রকৃতি। এরা আমাদের ক্লান্তিকর সুন্দরীদের চেয়ে অনেক বেশী মধুর। আমাদের সুন্দরীরা বিয়ের আগে পর্যন্ত মেনে চলে তাদের মায়েদের মত, আর পরে তাদের স্বামীদের। আজ তবে আসি, ভাই! তোদের জগতে নতুন খবর কি? সকলকে জানিয়ে দিস যে শেষপর্যন্ত আমি কাব্যে আত্মনিয়োগ করেছি। কিছু দিন আগে জমিদার-কন্যা ওল্‌গার ছবির উপর আমি এক কলি কবিতা লিখেছি (তার জন্য লিজা আমাকে বেশ মধুর ভাবে বকেছে):

"সত্যের মত বোকা, একঘেয়ে যেন ত্রুটিহীন।"

বরং এটা ভাল নয় কি;

"একঘেয়ে যেন সত্য, ত্রুটিহীন যেন বোকা।"

ভাবের দিক থেকে এই রকম আরও কিছু। ভ···কে বলিস, সে যেন প্রথম দিককার কবিতা খুঁজে বার করে এবং আজ থেকে আমাকে কবি বলে মনে করে।

১৮২৯ খৃঃ

কিজালি

কির্জালি জাতে বুলগার। তুর্কী ভাষায় কির্জালি শব্দের অর্থ সাহসী যোদ্ধা, —দুর্দান্ত বেপরোয়া। তার আসল নাম আমি জানি না।

কির্জালি লুঠতরাজ করে বিভীষিকার সঞ্চার করেছিল সারা মোলদাভিয়ায়। যাতে তার সম্পর্কে কিছুটা ধারণা হতে পারে সে জন্য আমি তার নানা দুঃসাহসিক কার্যকলাপের মধ্যে একটির কথা বলব। একবার একরাতে সে ও দুর্দান্ত আলবানীয় মিখাইলাকি দুজনে মিলে বুলগারিয়ার এক গ্রাম আক্রমণ করল। গ্রামের দুই দিকেই আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে তারা এক কুঁড়ে থেকে আর এক কুঁড়েতে চড়াও হতে লাগল। কির্জালি কাটে আর মিখাইলাকি লুঠের মাল বয়ে নিয়ে যায়। দুজনেই চিৎকার করছে—কির্জালি! কির্জালি! সারা গ্রামের লোক পালিয়ে গেল।

আলেকসান্দার ইপ্‌সিলান্তি যখন বিদ্রোহ ঘোষণা করে নিজের সৈন্যসামন্ত জোগাড় করছিল, তখন কির্জালি তার কয়েকজন পুরানো শাগরেদকে ইপ্‌সিলান্তির কাছে নিয়ে হাজির করল। দলের আসল উদ্দেশ্য তারা জানত না বললেই হয়; কিন্তু তারা যেন পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিল যে, তুর্কীদের এবং সম্ভব হলে মোলদাভদের লুঠ করে ধনী হবার সুযোগ এসেছে এই লড়াইয়ে।

ব্যক্তিগতভাবে আলেকসান্দার ইপ্‌সিলান্তি ছিল সাহসী, কিন্তু উত্তেজনার মুখে অসতর্কভাবে যে ভূমিকায় সে নেমে পড়েছিল সে ভূমিকার উপযোগী চরিত্র তার ছিল না। যাদের পরিচালনা করতে হবে সেই লোকদের সঙ্গে সে মানিয়ে চলতে পারত না। এই লোকদেরও তার প্রতি না ছিল শ্রদ্ধা, না ছিল আস্থা। যে লড়াইয়ে গ্রীসের শ্রেষ্ঠ নওজোয়ানেরা প্রাণ বিসর্জন দেয়, সেই অভিশপ্ত যুদ্ধের শেষে ইয়র্দাকি অলিম্বিয়তি* ইপ্‌সিলান্তিকে দূরে কোথাও

* ইয়র্দাকি অলিম্বিয়তি—সঠিক নাম ইয়র্গাকি অলিম্পিয়ত। তুর্কী অধীনতা-পাশ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য গ্রীসের বিদ্রোহের একজন বিশিষ্ট নেতা। বিদ্রোহীদের পরাজয়ের পর ইনি সেকুর আশ্রমে গিয়ে লুকোন। শত্রুর হাতে ধরা দেবেন না বলে আশ্রমে লুকিয়ে-রাখা বারুদের বিস্ফোরণে বীরের মত প্রাণ দেন।—অনুবাদক।

চলে যেতে অনুরোধ করল, আর তারপর তার স্থান সে নিজেই গ্রহণ করল। ইপ্‌সিলান্তি ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল অস্ট্রিয়ার সীমান্তের দিকে। সেখান থেকে সে নিজের লোকদের উদ্দেশে অভিসম্পাতবাণী পাঠাল; এদের সে বলত বেয়াদব, কাপুরুষ, শয়তান। এই সমস্ত কাপুরুষ ও শয়তানদেরই অধিকাংশ তাদের চেয়ে দশগুণ বেশী শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে বেপরোয়া প্রতিরোধ চালিয়ে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে সেকু গির্জার দেয়ালের ধারে অথবা প্রুত নদীর তীরে।

কির্জালি ছিল গিয়ার্গি কান্তাকুজিনের * রেজিমেণ্টে। ইপ্‌সিলান্তির সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে, কান্তাকুজিনের সম্বন্ধেও সেই কথাই খাটে। স্কুলিয়ানের লড়াইয়ের ঠিক পূর্বমুহূর্তে কান্তাকুজিন আমাদের কারান্তিনে [*অসুস্থ সৈন্যদের জন্য পৃথক শিবির*] আসবার অনুমতি চাইল রুশ সেনানায়কের কাছে। তার রেজিমেণ্ট রইল নায়কহীন; কিন্তু কির্জালি, সাফিয়ানস, কান্তাগনি ও অন্যেরা নায়কের কোন প্রয়োজন বোধ করল না।

সম্ভবতঃ স্কুলিয়ানের যুদ্ধের হৃদয়বিদারক ঘটনা কেউই সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করেননি। একবার মনে মনে কল্পনা করুন—মুসলমান, আলবানীয়, গ্রীক, বুলগার ও অন্যান্য সব মিলিয়ে সাত শ সৈন্য, যুদ্ধের কলাকৌশলের কোন ধারণাই তাদের নেই; পনের হাজার তুর্কী অশ্বারোহী সৈন্যের আক্রমণে তারা পিছু হঠতে হঠতে প্রুত নদীর তীরে এসে পৌঁছোল। ইয়াসির জমিদারের চত্বরে দুটি ছোট্ট কামান পাওয়া গিয়েছিল; সেই দুটি কামান তারা নিজেদের পুরোভাগে এনে বসাল। ধর্মতিথির ভোজ শুরু হবার সময়ে এই কামান দুটি থেকে তারা তোপ দাগতে লাগল। তুর্কীদের ইচ্ছে কামানের গোলা দিয়ে আক্রমণ করে, কিন্তু রুশ সেনানায়কের অনুমতি ছাড়া তাদের সে সাহস হল না। কামানের গোলা নিশ্চয়ই আমাদের এপারে এসে পড়ত। কারান্তিনের পরিচালক (বর্তমানে মৃত) চল্লিশবছর ধরে ফৌজে আছেন বটে, কিন্তু জন্মাবধি গুলিগোলার আওয়াজ তিনি শোনেননি। ভগবান এখন তাঁকে তাই শোনার ব্যবস্থা করে দিলেন। কয়েকটি গুলি তাঁর

* প্রিন্স গ. ম. কান্তাকুজিন। ইনি গ্রীসের বিদ্রোহের একজন নেতা ছিলেন। পুশকিনের সঙ্গে এঁর কিশনেভে পরিচয় হয়। ইনি ১৮৫৭ খ্রীঃ মারা যান।—অনুবাদক।

কান ঘেঁসে হিস হিস করে চলে গেল। বৃদ্ধ ভীষণ রেগে পদাতিক স্বেচ্ছাসৈন্যবাহিনীর মেজরকে এই জন্য গালি দিতে লাগলেন; এই বাহিনীটি তখন কারাস্তিনের ধারে তাঁবু গেড়ে ছিল। মেজর কী করবেন বুঝতে না পেরে নদীর পাড়ে ছুটে গেলেন, অপর পারে তখন দেলিবাশরা * অশ্বপৃষ্ঠে সমাসীন হয়ে সগর্বে দোল খাচ্ছে। দেলিবাশদের দিকে তর্জনী উঁচিয়ে মেজর চিৎকার করতে লাগলেন। দেলিবাশরা তাঁকে দেখে মুখ ফিরিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল। তাদের পিছনে পিছনে চলে গেল সমস্ত তুর্কীবাহিনী। যে মেজরটি তর্জনী নেড়ে চিৎকার করছিলেন, তাঁর নাম হরচেভস্কি। তাঁর কী হয়েছিল আমি জানি না।

তার পরদিন অবশ্য তুর্কীরা বিদ্রোহীদের আক্রমণ করল। গোলাগুলি ব্যবহার করার সাহস না থাকায় তারা স্থির করেছিল যে, রীতি ভঙ্গ করে তারা ঠাণ্ডা হাতিয়ার নিয়ে আক্রমণ চালাবে। লড়াই হল নির্মম। কাটা-কাটি চলল তরোয়াল দিয়ে। তুর্কীদের দিকে দেখা গেল বর্শা; কিন্তু তুর্কীরা তো বর্শার ব্যবহার জানে না। এগুলো রুশী বর্শা—নেক্রাসভপন্থীরা † তুর্কী বাহিনীতে লড়াই করছিল। বিদ্রোহীরা আমাদের রাজার অনুমতি নিয়ে দ্রুত নদী পার হয়ে আমাদের কারাস্তিনে এসে আত্মগোপন করতে পারত। তারা নদী পার হতে আরম্ভ করল। কান্তাগনি ও সাফিয়ানস শেষ পর্যন্ত তুর্কীদের সঙ্গে ওপারেই রয়ে গেল। কির্জালি আহত হয়েছিল প্রথমেই; সে তখন কারাস্তিনে শুয়ে ছিল। সাফিয়ানস মারা গিয়েছিল। কান্তাগনির পেটে বিঁধেছিল বর্শা। লোকটি বেশ মোটাসোটা; একহাতে তরোয়াল তুলে অন্য হাত দিয়ে শত্রুর বর্শাটি ধরে সে নিজের পেটের মধ্যে আরও খানিকটা বসিয়ে দিল, ফলে তার হত্যাকারীকে সে পেল তার তরোয়ালের আওতার মধ্যে, আর দুজনেই একসঙ্গে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

* দেলিবাশ—তুর্কী সৈন্য।—অনুবাদক।

† নেক্রাসভপন্থী—দস্যু নেক্রাসার নেতৃত্বে দন নদীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের যে কশাকেরা বিদ্রোহ করে তাদের নাম। প্রথম পিয়তরের সৈন্যবাহিনীর কাছে পরাজিত হয়ে এরা প্রথমে কুবান ও পরে তুর্কীতে ছড়িয়ে পড়ে।—অনুবাদক।

সব শেষ হল। তুর্কীরা জয়লাভ করল। মোলদাভিয়া স্বাধীন হল। প্রায় ছয় শ দস্যু ছড়িয়ে পড়ল বেসারেবিয়ায়। কী খাবে তা তারা জানে না; কিন্তু রুশিয়া যে তাদের সহায়তা করেছে তার জন্য তারা রুশিয়ার কাছে কৃতজ্ঞ। তারা স্ফূর্তিতে মেতে উঠল, কিন্তু অমিতাচারের পথে গেল না। হামেশাই দেখা যেতে লাগল, বেসারেবিয়ার আধা-তুর্কী অঞ্চলের কাফেতে লম্বা হুকো মুখে ছোট্ট ছোট্ট পেয়ালা থেকে তারা কফি খাচ্ছে। তাদের রঙবেরঙের পোশাক, আর শুঁড়ওয়ালা লাল নাগরা ইতিমধ্যে শতছিন্ন হয়ে এসেছে, কিন্তু সামনের দিকে ছুঁচলো মখমলের টুপি আগের মতই এখনও তাদের মাথার একপাশে হেলে থাকে। তরোয়াল আর পিস্তল এখনও তাদের চওড়া বেল্টের সঙ্গে ঝোলে। তাদের বিরুদ্ধে কেউই অভিযোগ করেনি। ভাবতেই পারা যায় না যে, এইসব শান্তশিষ্ট হতভাগ্যরাই এক-সময়ে ছিল মোলাদাভিয়ার নামজাদা দস্যু, ছিল নৃশংস কির্জালির শাগরেদ, আর কির্জালি নিজেও ছিল এদের সঙ্গে।

ইয়াসির শাসনকর্তা পাশা এ কথা জানতে পেরে শান্তিচুক্তির শর্ত অনুযায়ী রুশ কর্তৃপক্ষের কাছে দাবী জানালেন দস্যুদের ধরিয়ে দেবার জন্য।

শুরু হল পুলিসের খোঁজাখুঁজি। জানা গেল, কির্জালি সত্যিই কিশনেভে রয়েছে। এক সন্ধ্যায় আধ-অন্ধকারে সাতজন সঙ্গীর সঙ্গে বসে সে যখন খাবার খাচ্ছে, তখন এক পলাতক সন্ন্যাসীর বাড়ি থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

কির্জালিকে হাজতে রাখা হল। সে সত্য গোপন না করে স্বীকার করল যে, সে-ই কির্জালি। সে বলল, "কিন্তু প্রুত নদী পার হবার পর থেকে আমি পরের ধন একেবারেই স্পর্শ করিনি, একজন বেদেকেও আঘাত করিনি। তুর্কী, মোলদাভ আর ভালাখদের কাছে আমি দস্যু বটে, কিন্তু রুশদের কাছে আমি অতিথি। সমস্ত গোলাগুলি ফুরিয়ে যাবার পর সাফিয়া-নস যখন কারাস্তিনে আমাদের কাছে আসে, তখন শেষবারের মত গোলা-গুলি যোগাড় করবার জন্য আহতদের কাছ থেকে বোতাম, পিন, চেন, তলোয়ারের হাতলের দামী জিনিস সমস্ত নিয়ে আমি তাকে কুড়ি বেশলিক *

* বেশলিক—তুর্কীদের রৌপ্য মুদ্রা।—অনুবাদক।

দিয়ে একেবারে কপর্দকশূন্য হয়ে পড়ি। ঈশ্বর দেখছেন, আমি কির্জালি দান-ধ্যান করেই জীবন কাটাচ্ছি! তাহলে রুশরা কেন আমাকে এখন আমার শত্রুর হাতে ধরিয়ে দিচ্ছে?”—এই কথা বলেই সে চুপ করল, স্থির ও অবিচলভাবে তার ভাগ্যবিচারের অপেক্ষা করতে লাগল।

তাকে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। দস্যুদের রোমান্সের চোখে দেখার দায় তাদের ছিল না, আর [পাশার] দাবী যে ন্যায্য সে সম্পর্কেও শাসন কর্তৃপক্ষ কৃতনিশ্চয়; সেজন্য তাঁরা কির্জালিকে ইয়াসিতে ফেরত পাঠাবার আদেশ দিলেন।

বুদ্ধিমান ও সহৃদয় তরুণ অফিসারটি আমাকে তার [কির্জালির] প্রত্যাবর্তনের কাহিনী জীবন্ত ভাষায় লিখে পাঠিয়েছিলেন। এই অফিসারটি সে সময়ে ছিলেন অপরিচিত, কিন্তু বর্তমানে তিনি এক উচ্চপদে অধিষ্ঠিত।

জেলগেটের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল একটা মেলগাড়ি কারুৎসা (কারুৎসা কী তা হয়ত আপনারা জানেন না। এটা বাঁশের তৈরী একটা নীচু গাড়ি। এই কিছুদিন আগেও এর সঙ্গে জুতে দেওয়া হত সাধারণতঃ ছয়টি কি আটটি বাচ্চা ঘোড়া। গোঁফওয়ালা একজন মোলদাভ, মাথায় তার ভেড়ার চামড়ার টুপি; এই রকম একটা গাড়ির মাথায় বসে সে অনর্গল চিৎকার করে ও চাবুক কষে, আর বাচ্চা ঘোড়ারাও ছুটতে থাকে বেশ জোর কদমে। যদি ঘোড়াগুলোর মধ্যে কোনও একটা কাহিল হয়ে পড়ে, তাহলে সে জোয়াল খুলে অকথ্য গালাগাল করে ঘোড়াটাকে পথের মাঝখানে ছেড়ে দেয়। তার ভাগ্য সম্বন্ধে কোনও ভাবনা নেই। সে জানে যে, ফেরার পথে ঘোড়াটাকে খুঁজে পাবে ঠিক সেই একই জায়গাতে, দেখবে সবুজ স্তেপের বুকে ঘোড়াটা ধীরে সুস্থে চরে বেড়াচ্ছে। এমন প্রায়ই ঘটত যে, কোন যাত্রী এক স্টেশন থেকে আট ঘোড়ার গাড়িতে চেপে আর এক স্টেশনে এসে পৌঁছাত মাত্র দু ঘোড়ায়। এই পনের বছর আগেও এরকমই হত। বর্তমানে বেসারেবিয়া রুশ বনে গেছে; সেখানে এখন রুশ জোয়াল ও রুশ গাড়ি চালু হয়েছে।)

১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসের শেষদিকে একদিন এইরকমই একটা কারুৎসা জেলগেটের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। কারুৎসাকে ঘিরে ছিল ইহুদীরা, দস্যুরা, তন্বী মোলদাভ মেয়েরা। ইহুদীদের হাত ঝোলানো, জুতোর আওয়াজ

করছিল তারা; দস্যুদের পরনে জীর্ণ কিন্তু সুরম্য পোশাক; আর মেয়েদের কোলে কালোচোখ শিশু। পুরুষেরা নির্বাক, নারীরা কিসের প্রতীক্ষায় অধীর।

—গেট হঠাৎ খুলে গেল, কয়েকজন পুলিস অফিসার বেরিয়ে এলেন পথে। তাঁদের পিছনে দুজন সৈন্য শৃঙ্খলবদ্ধ কির্জালিকে নিয়ে এল।

মনে হল, তার বয়স তিরিশ। রোদে-পোড়া মুখের ভাব তার সরল অথচ নিষ্ঠুর। বিশাল বপু, প্রকাণ্ড কাঁধ—সব মিলিয়ে তার মধ্যে ফুটে উঠেছে এক অসাধারণ শারীরিক শক্তি। তেরচা করে বসানো রঙবেরঙের পাগড়িতে ঢেকে গেছে মাথা; ক্ষীণ কটিদেশ ঘিরে আছে চওড়া বেল্ট; খসখসে মোটা নীল কাপড়ের আলখাল্লা, হাঁটুর নীচে ঝুলেপড়া শার্টের দীর্ঘ ভাঁজ, সুন্দর নাগরা জুতো—এই হল তার বাকী বেশবাস। ভঙ্গী তার গর্বদৃপ্ত কিন্তু শান্ত।

অফিসারদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ। তাঁর গায়ের রঙ লাল, পরনে রঙ-চটেযাওয়া ইউনিফর্ম, তাতে তিনটে বোতাম। নাকের কাছে একটা লালচে আবের উপর চশমা এঁটে একখানা কাগজ বের করে নাকি সুরে মোল্‌দাভ ভাষায় তিনি পড়তে শুরু করলেন। মাঝে মাঝে উদ্ধতভাবে শৃঙ্খলবদ্ধ কির্জালির দিকে তাকাচ্ছিলেন। বোঝা যাচ্ছিল, কাগজের লেখা কির্জালিরই প্রসঙ্গে। কির্জালি তাঁর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। পড়া শেষ হলে কাগজখানা ভাঁজ করে অফিসারটি লোকদের দিকে তাকিয়ে হুংকার দিয়ে তাদের সরে যেতে হুকুম করলেন; তারপর কারুৎসা চালাতে হুকুম দিলেন। তখন কির্জালি তাঁর দিকে ফিরে মোলদাভ ভাষায় কী কতগুলো কথা বলল। গলা তার কাঁপছিল, মুখের ভঙ্গী গিয়েছিল পালটে। সে হঠাৎ কেঁদে ফেলল, লুটিয়ে পড়ল পুলিস অফিসারের পায়ের উপর; হাত-পায়ের শিকল তার ঝনঝনিয়ে উঠল। পুলিস অফিসারটি ভয় পেয়ে সরে গেলেন। সৈন্যেরা কির্জালিকে ধরে তুলত, কিন্তু সে নিজেই উঠে দাঁড়াল; শিকল ঠিকঠাক করে এগিয়ে গেল কারুৎসার কাছে, চিৎকার করে বলল, "গাইদা" [চালাও]! একজন সৈন্য বসল তার পাশে; মোলদাভ লোকটি চাবুক কষল, কারুৎসা গড়িয়ে গড়িয়ে চলতে শুরু করল।

তরুণ অফিসারটি পুলিস অফিসারকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "কী বলল আপনাকে কির্জালি?"

একটু হেসে অফিসারটি উত্তর দিয়েছিলেন, "দেখুন, ও আমাকে অনুরোধ করেছে ওর স্ত্রী ও ছেলেকে একটু দেখতে। তারা কিরিয়ার কাছেই বুলগারিয়ার এক গ্রামে থাকে। ওর আশঙ্কা, ওর জন্য পাছে তারা কষ্ট পায়। লোকেরা কি বোকা!"

তরুণ অফিসারটির এই কাহিনী আমাকে খুবই অভিভূত করেছে। দুর্ভাগা কির্জালির জন্য আমার কষ্ট হচ্ছিল। তার কী হয়েছিল তা আমি বহুদিন জানতাম না। মাত্র কয়েকবছর আগে তরুণ অফিসারটির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। আমরা অতীতের কথা নিয়ে আলাপ করি।

আমি জিজ্ঞাসা করি, "আপনার বন্ধু কির্জালির খবর কী? তার কী হয়েছে জানেন কিছু?"

"জানব না কেন?" বলে তিনি শুরু করলেন—

"কির্জালিকে ইয়াসিতে নিয়ে এসে পাশার সামনে হাজির করা হয়েছিল। পাশা বিচার করে তাকে শূলে চড়াবার হুকুম দিয়েছিলেন। শূলে চড়াবার তারিখ ঠিক হয়েছিল কী এক উৎসবের দিন। ততদিন পর্যন্ত তাকে জেলে রাখা হল।

"বন্দীকে পাহারা দিত সাতজন তুর্কী (তারা সাধারণ লোক, আর মনে মনে কির্জালিরই মত দস্যু)। তারা তাকে শ্রদ্ধা করত, আর লোলুপ হয়ে শুনত তার অদ্ভুত কাহিনী; এই লোলুপতা সারা প্রাচ্য দুনিয়ার লোকদের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়।

"বন্দী ও প্রহরীদের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। একদিন কির্জালি তাদের বলে, 'শোন ভাই! আমার সময় ঘনিয়ে আসছে। নিজের ভাগ্যকে কেউই এড়িয়ে যেতে পারে না! অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই তোমাদের সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ ঘটবে। আমার বড় সাধ যে, আমার স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে আমি তোমাদের কিছু দিয়ে যাই।'

"তুর্কীরা কান খাড়া করে।

"কির্জালি বলে চলে, 'শোন ভাই, তিনবছর আগে আমি আর পরলোকগত মিখাইলাকি দুজনে মিলে লুঠতরাজ করে ইয়াসির কাছেই স্তেপে হাঁড়ি-বোঝাই ধনরত্ন পুঁতে রেখেছি। দেখতেই পাচ্ছ, আমি বা সে কেউই ওই ধনরত্ন পাচ্ছি না। তা এখন তোমরা ঐগুলো নিয়ে নিজেদের মধ্যে মিলেমিশে ভাগবাঁটরা করে নাও।'

"তুর্কীদের মাথা ঘুরে গেল আর কি! ঐ বিশেষ জায়গাটি তারা খুঁজে বের করবে কিভাবে, তাই নিয়ে আলোচনা শুরু হল। ভেবে ভেবে শেষে তারা ঠিক করল যে, কির্জালি নিজেই তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

"রাত হল। তুর্কীরা বন্দীর পায়ের শিকল খুলে দিল, দড়ি দিয়ে তার হাত দুটি বাঁধল, তারপর তাকে নিয়ে চলল শহর ছেড়ে স্তেপের দিকে।

"একটা দিক লক্ষ্য করে একের পর এক ঢিবি পেরিয়ে তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল কির্জালি। বহুক্ষণ ধরে তারা চলেছে। শেষে কির্জালি থামল একটা চওড়া পাথরের কাছে এসে। দক্ষিণ দিকে মেপে মেপে বারো পা গিয়ে পা ঠুকে বলল, 'এখানে।'

"তুর্কীরা সার বেঁধে দাঁড়াল। চারজন তাদের তরোয়াল বের করে মাটি খুঁড়তে লাগল। তিনজন রইল পাহারায়। কির্জালি পাথরের উপর বসে তাদের কাজ দেখতে লাগল।

"সে জিজ্ঞাসা করতে থাকে, 'কী হল? এখনি হবে তো? গর্ত খোঁড়া শেষ হয়ে গেল নাকি?'

" 'না, এখনও হয়নি'—জবাব দিয়ে তুর্কীরা এমনভাবে কাজ করতে লাগল যে তাদের গায়ে ঘাম ছুটল।

"কির্জালি অধৈর্য হয়ে উঠল। সে বলল, 'কী সব লোক! ঠিকমত মাটি খুঁড়তেও পারে না। আমি হলে দুমিনিটে সব শেষ হয়ে যেত। ছেলেমানুষ! আমার হাত খুলে দাও, দেখি তরোয়াল।'

"তুর্কীরা গম্ভীর হয়ে সলাপরামর্শ করতে লাগল।

" 'তাতে কী? (তারা ঠিক করল) ওর হাতের বাঁধন খুলে ওকে তরোয়াল দিই। তাতে ক্ষতিটা কী? ও একা, আর আমরা সাতজন।' তুর্কীরা তার হাত খুলে তাকে তরোয়াল দিল।

"অবশেষে কির্জালি মুক্ত হল, হাতিয়ার পেল হাতে। নিশ্চয়ই তার মধ্যে জেগেছিল একটা কিছুর অনুভূতি!...সে মহা উদ্যমে মাটি খুঁড়তে লাগল, প্রহরীরা তাকে সাহায্য করছিল...হঠাৎ সে তাদের একজনের বুকে বসিয়ে দিল তার তরোয়াল; তরোয়ালের ফলাটি তার বুকে বিঁধিয়ে রেখে তার কোমর থেকে টেনে বের করে নিল দুটি পিস্তল।

“কির্জালিকে দুটি পিস্তল হাতে নিয়ে দাঁড়াতে দেখে বাকি ছজন পালিয়ে গেল।

“কির্জালি আজও লুঠতরাজ করে বেড়াচ্ছে ইয়াসির আশেপাশে। কিছু-দিন আগে সে শাসনকর্তার কাছে একখানা চিঠি লিখেছিল। চিঠিতে সে পাঁচ হাজার টাকা দাবী করে, আর সে টাকা পেতে গোলমাল হলে ইয়াসিতে আগুন ধরিয়ে দেবার ও স্বয়ং শাসনকর্তাকে বন্দী করার ভয় দেখায়। পাঁচ হাজার টাকা তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।”

কেমন লাগল কির্জালিকে?

১৮৩৪

ইস্কাবনের
বিবি

ইস্কাপনের বিবি

ইস্কাপনের বিবি গূঢ় অমঙ্গলের লক্ষণ

ভাগ্য গণনার নবতম গ্রন্থ

ঘোর বাদলের রাতে
বন্ধুরা সব মাতে
প্রায়ই ;
পঞ্চাশ থেকে ফেলে
একশ টাকা খেলে
জুয়াই।
জিতলে জুয়ার দানে
খড়ির হিসাব টানে
তারই।
ঘোর বাদলের রাতে
জুয়ার নেশায় মাতে
সবাই।

একদিন অশ্বারোহী রক্ষিবাহিনীর সৈনিক নারুমভের বাড়িতে তাসের আসর জমেছে। দীর্ঘ শীতের রাত অলক্ষ্যে কেটে গেল ; নৈশভোজে বসল সকলে ভোর পাঁচটায়। যারা বাজি জিতেছে তারা আশ মিটিয়ে খাচ্ছে ; অন্যেরা তাদের শূন্য প্লেটের সামনে বসে আছে অন্যমনস্ক হয়ে। কিন্তু শ্যাম্পেন আসায় আলাপ আবার জমে উঠল, আর সকলেই তাতে যোগ দিল।

গৃহকর্তা প্রশ্ন করল, "তুমি কি করলে, সুরিন ?"

"যথারীতি হেরেছি। স্বীকার করতেই হবে যে, আমার কপাল খারাপ। মিরান্দলের* মত খেলি, কখনও মাথা গরম করি না। কিছুতেই বুদ্ধি গুলিয়ে যায় না—তবু খালি হারছিই !"

মিরান্দলের মত খেলা—বাজির মাত্রা না বাড়িয়ে খেলা। (মূল সংস্করণের সম্পাদকীয় টীকা)।

"তুমি কি একবারও লোভে পড়নি? তুমি কি রুতের * ওপর একবারও বাজি ধরনি?…তোমার সংযম দেখে আমার অবাক লাগে।"

এক তরুণ ইঞ্জিনিয়ারকে দেখিয়ে অতিথিদের মধ্যে একজন বলে উঠল, "এই যে হেরমান! জন্মাবধি তাস হাতে নেয়নি, জন্মাবধি কখনও ডবল বাজি ধরেনি। অথচ ভোর পাঁচটা পর্যন্ত এখানে বসে থেকে আমাদের খেলা দেখে!"

হেরমান বলল, "খেলা আমার খুবই ভাল লাগে, কিন্তু অতিরিক্ত কিছু পাওয়ার আশায় প্রয়োজনীয় বস্তুকে জলাঞ্জলি দিতে পারি, আমার অবস্থা এমন নয়।"

তম্স্কি বলল, "হেরমান জার্মান, ও হিসেবী, এই হচ্ছে ব্যাপার! কিন্তু এমন যদি কেউ থেকে থাকে যাকে আমি বুঝি না, তো, সে হচ্ছে আমার ঠাকুমা, কাউণ্টেস আন্না ফেদোতোভ্না।"

অতিথিরা চিৎকার করে উঠল, "কেমন? কিরকম?"

তম্স্কি বলে চলল, "আমি ভাবতেই পারি না যে ঠাকুমা খেলেন না কেন?"

"আশী বছরের বৃদ্ধা খেলেন না এতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে?" জানাল নারুমভ।

"মানে, আপনি তাঁর সম্বন্ধে কিছুই জানেন না?"

"না! সত্যিই কিছু জানি না!"

"ও, তাহলে শুনুন—

"ষাট বছর আগে আমার ঠাকুমা প্যারিসে যান। সেখানে তাঁকে নিয়ে বেশ সাড়া পড়ে যায়। La Venus Moscovite [মস্কোর ভেনাসকে] দেখবার জন্য লোকেরা তাঁর পিছনে ছুটত। রিচেল তাঁকে প্রেম নিবেদন করত, ঠাকুমা বলেন যে, সে নাকি ঠাকুমার নিষ্ঠুরতার জন্য প্রায় গুলি করে আত্মহত্যা করেছিল আর কি?

* জুয়া খেলায় একজন যদি ক্রমাগত হারে এবং অপর একজন ক্রমাগত জেতে, তাহলে যে হারে সে যদি নিজের বাজি পালটে যে ক্রমাগত জেতে তার বাজিকে নিজের বাজি বলে ধরে—তবে এই ধরনের বাজি ধরাকে 'রুতের' ওপর বাজি ধরা বলে।—অনুবাদক।

সেই যুগে ভদ্রমহিলারা ফাঁরাও খেলতেন। একদিন কোর্টে তিনি ডিউক অব অর্লিয়ার কাছে ধারে খেলে বেশ কিছু টাকা হারেন। বাড়ি ফিরে ঠাকুমা মুখ থেকে কৃত্রিম তিলগুলো তুলে ফেললেন, ফিজম্* খুলে রাখলেন; তারপর ঠাকুর্দাকে তাঁর হেরে যাওয়ার সংবাদ জানিয়ে ধারটা শোধ করে দিতে বললেন।

আমার যতদূর মনে পড়ে পরলোকগত ঠাকুর্দা ছিলেন ঠাকুমার সরকার গোছের। তিনি ঠাকুমাকে আগুনের মত ভয় করতেন; কিন্তু এই ভয়ানক হারের কথা শুনে তিনি ধৈর্য হারালেন। হিসেব কষে তাঁকে দেখালেন যে গত ছয় মাসে তাঁরা প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ করেছেন; তাঁদের মস্কো বা সারাতভের জমিদারী তো আর প্যারিসের ধারে কাছে নয়; আর তাই তিনি ধার শোধ করতে পরিষ্কারভাবে আপত্তি জানালেন। ঠাকুমা তাঁর গালে একটা চড় মেরে রাগের ভাব দেখিয়ে একাই গিয়ে শুয়ে পড়লেন।

পরদিন তিনি স্বামীকে ডেকে পাঠালেন; ভেবেছিলেন যে দাম্পত্য শাস্তির ফল ইতিমধ্যেই ফলেছে, কিন্তু দেখলেন যে তিনি অটলই রয়েছেন। জীবনে এই প্রথম তিনি স্বামীর কাছে যুক্তি ও কৈফিয়ত পেশ করার নতি স্বীকার করলেন। ভাবলেন যে তাঁকে লজ্জা দেবেন; কিছুটা হীনতা স্বীকার করে তাঁকে দেখিয়ে দেবেন যে, দেনা অনেকেই করে, কিন্তু একজন প্রিন্সের দেনা ও একজন গাড়োয়ানের দেনার মধ্যে তফাত আছে নিশ্চয়ই—কিন্তু কোথায় কি! ঠাকুর্দা বিদ্রোহ করেছেন। শুধু একটি মাত্র কথা—না! ঠাকুমা কি করবেন বুঝতে পারলেন না।

একজন খুবই আশ্চর্য লোকের সঙ্গে তাঁর কিছুটা পরিচয় ছিল। আপনারা কাউণ্ট সেন-জেরমিয়েনের কথা শুনেছেন? তাঁর নামে অদ্ভুত অদ্ভুত কাহিনী শোনা যায়। আপনারা জানেন, তিনি নিজেকে চিরন্তন ইহুদি বলে পরিচয় দিতেন; বলতেন তিনি অমৃতের পরশমণির আবিষ্কারক, আরও কত কী। জোচ্চোর বলে সবাই তাঁকে ঠাট্টা করত, কিন্তু কাজানোভা তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন যে, সে ছিল এক গুপ্তচর। যাই হোক—তাঁর এই

* ফিজম (রুশ)—পাশ্চাত্ত্য দেশের স্ত্রীলোকের পরিধেয় ঘাঘরা ফোলাবার জন্য ব্যবহৃত একরকম কাঠামো।—অনুবাদক।

রহস্যময়তা সত্ত্বেও তাঁর চেহারা ছিল সম্ভ্রান্ত গোছের—আসরে ছিলেন তিনি অতি অমায়িক। আজও পর্যন্ত ঠাকুমা তাঁকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন, কেউ তাঁর সম্বন্ধে অশ্রদ্ধাভরে কিছু বললে রেগে যান। ঠাকুমা জানতেন যে সেন-জেরমিয়েন একসঙ্গে বেশ কিছু টাকা ধার দিতে পারতেন। ঠাকুমা তাঁর শরণাপন্ন হবেন ঠিক করলেন। অবিলম্বে তাঁর কাছে আসবার জন্য অনুরোধ জানিয়ে তিনি তাঁকে একটা চিঠি লিখলেন।

এই অদ্ভুত প্রকৃতির বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি তখনই এসে উপস্থিত হলেন,—দেখলেন ঠাকুমা দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়েছেন। ঠাকুমা কদর্যতমরূপে ঠাকুর্দার বর্বরতার কথা বর্ণনা করে অবশেষে বললেন যে তাঁর বন্ধুত্ব ও সহৃদয়তাই এখন তাঁর একমাত্র ভরসা।

সেন-জেরমিয়েন কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, "আমি আপনাকে এই টাকা দিয়ে সাহায্য করতে পারি; কিন্তু যতদিন না আমায় আবার এই টাকা শোধ করে দিতে পারবেন ততদিন আপনি শান্তি পাবেন না। আপনাকে নতুন অশান্তিতে ফেলতে চাই না। অন্য এক উপায় আছে—আপনি আবার খেলে ঐ টাকাটা জিততে পারেন।"

ঠাকুমা বললেন, "কিন্তু, প্রিয় কাউণ্ট—আমি আপনাকে বলেছি যে আমাদের আর একেবারেই টাকা নেই।"

সেন-জেরমিয়েন জানালেন, "এতে তো টাকার দরকার নেই, দয়া করে আমার কথা শুনুন।" তখন তিনি তাঁর কাছে একটা গোপন কথা বললেন, এমন কথা যার জন্য আমাদের সকলেই হয়ত মস্ত কিছু দিতে পারতাম···"

তরুণ জুয়াড়ীরা দ্বিগুণ মনোযোগী হয়ে উঠল। তম্‌স্কি পাইপ ধরিয়ে একটা টান দিয়ে আবার বলতে আরম্ভ করল—

"সেই দিনই সন্ধ্যোবেলা ঠাকুমা উপস্থিত হলেন ভেরসালে, কুইনের তাসের আসরে। ব্যাঙ্কার ছিলেন ডিউক অব অর্লিয়া; ধারের টাকা আনতে না পারার জন্য ঠাকুমা কৈফিয়ত হিসেবে তখন তখনই একটা ছোট গল্প বানিয়ে বললেন এবং আবার তাঁর সঙ্গে খেলতে লাগলেন। ঠাকুমা তিনটে তাস বেছে নিয়ে একটার পর একটা খেলে গেলেন, তাঁর তিনটে তাসই জিতলেন—ঠাকুমা যা হেরেছিলেন তা আবার পুরোপুরি তুলে নিলেন।"

একজন অতিথি বলে উঠলেন, "আকস্মিক ব্যাপার!"

হেরমান বলল, "গালগল্প!"

তৃতীয় ব্যক্তি বলে উঠলেন, "তাসগুলোতে হয়ত চিহ্ন দেওয়া ছিল।"

"আমার মনে হয় না"—গম্ভীরভাবে বলল তম্স্কি।

নারুমভ বলল, "কি বলছ! পর পর তিনখানা সৌভাগ্যের তাস হাতে পাবার কৌশল জানেন এমন ঠাকুমা পেয়েও তুমি আজ পর্যন্ত তাঁর কাছ থেকে গোপন কথাটা জেনে নিতে পারলে না।"

"হাঁ, সেই তো দুঃখের কথা! ঠাকুমার ছেলেরা, তাঁদের মধ্যে আমার বাবাও একজন, চারজনই ছিলেন বেপরোয়া জুয়াড়ী! তাঁদের একজনের কাছেও তিনি গোপন কথাটি বলেননি অবশ্য এতে তাঁদের বা আমার পক্ষে ব্যাপারটা মন্দ হত না। তবে শুনুন, আমার কাকা কাউণ্ট ইভান ইলিচ আমাকে কি বলেছিলেন। মিথ্যে কথা নয়, তিনি তাঁর সম্মানের দিব্বি গেলে বলেছিলেন যে, তিনি যা বলছেন তা সত্যি। পরলোকগত চাপলিৎস্কি —যিনি লাখ লাখ টাকা উড়িয়ে দারিদ্র্যের মধ্যে মারা গিয়েছিলেন—তিনি যৌবনে, যতদূর মনে পড়ছে জোরিচের কাছে প্রায় তিনি লাখ রুবল হেরে গিয়েছিলেন। তাঁর তো প্রায় পাগলের মত অবস্থা। ঠাকুমা ছিলেন বেহিসেবী, তরুণদের ত্রুটিবিচ্যুতির ক্ষেত্রে সবসময়ই নির্মম কিন্তু চাপলিৎস্কির প্রতি তাঁর করুণা হল। ঠাকুমা তাঁকে পর পর খেলার জন্য তিনখানা তাসের নাম বলে দিলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দিব্বি করিয়ে নিলেন যে জীবনে কখনও আর তিনি তাস খেলবেন না। চাপলিৎস্কি তখন যাঁর কাছে হেরেছিলেন তাঁর কাজে এসে হাজির—তাঁরা নতুন করে খেলতে বসলেন। চাপলিৎস্কি প্রথম তাসে বাজি ধরলেন পঞ্চাশ হাজার রুবল এবং সঙ্গে সঙ্গে জিতলেন। তিনি ডবল বাজি ধরে আবার জিতলেন; আবার ডবল করলেন, আবার জিতলেন। হারের টাকা তো উঠলই, বরং কিছু উদ্বৃত্তও......

"কিন্তু এবার ঘুমোবার সময় হল। প্রায় পৌনে ছটা বাজে।" সত্যিই ইতিমধ্যে ভোর হয়ে গেছে—তরুণেরা যে যার গেলাস চুমুক দিয়ে নিঃশেষ করে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিল।

॥ দুই ॥

—"মনে হচ্ছে, মহাশয় যেন পরিচারিকাদেরই বেশী পছন্দ করেন।"
—"কি আর করি বলুন, শ্রীমতী? তারা বেশী তাজা।"

সোসাইটি আলোচনা।

বৃদ্ধা কাউন্টেস তাঁর ড্রেসিংরুমে আয়নার সামনে বসে। তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে তিনটি পরিচারিকা। একজনের হাতে ঠোঁটের রঙের পাত্র, দ্বিতীয়জনের হাতে চুলের কাঁটার কৌটো, আর তৃতীয়জনের হাতে আগুনে-রঙের ফিতে জড়ানো একটা উঁচু টুপি। কাউন্টেসের সৌন্দর্য বহুকাল আগেই ঝরে গিয়েছিল এবং সৌন্দর্যের ভানও তাঁর ছিল না, তবুও যৌবনের অভ্যেসগুলো তিনি এখনও বজায় রেখেছেন এবং সাজপোশাকে অষ্টম দশকের ফ্যাশনকে এখনও নিখুঁতভাবে মেনে চলেন। ষাট বছর আগেও যেমন সযত্নে বহুক্ষণ ধরে বেশবাস করতেন—আজও তাই করেন। জানালার ধারে সূচী-কাজের ফ্রেম হাতে বসে একটি তরুণী—তাঁরই পালিতা।

"ভাল আছেন তো, ঠাকুমা!"—ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন এক তরুণ অফিসার। "নমস্কার, কুমারী লিজা। ঠাকুমা, আপনার কাছে আমার একটা আর্জি আছে।"

"কি, আর্জি পল?"

"আমার এক বন্ধুকে আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই। অনুমতি পাই তো আগামী শুক্রবার বলনাচের আসরে আপনার কাছে তাকে নিয়ে আসি।"

"তাকে সোজা বলের আসরে নিয়ে এসে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিও। তুমি কি কাল···দের ওখানে গিয়েছিলে?"

"হ্যাঁ! সময়টা খুব আনন্দেই কাটল, নাচ চলেছিল ভোর পাঁচটা পর্যন্ত। কী সুন্দর চেহারা মাদাম এলেৎস্কাইয়ার!"

"কিন্তু বাছা, ওর মধ্যে আবার সুন্দর কি দেখলে? ওর ঠাকুমা প্রিন্সেস দারিয়া পোত্রোভ্‌নাকে যদি দেখতে! ভাল কথা, প্রিন্সেস দারিয়া পোত্রোভ্‌না নিশ্চয়ই খুব বুড়ো হয়ে গেছেন?"

“বুড়ো হয়ে গেছেন, কী বলছেন? সাত বছর হল তিনি মারা গেছেন!”—কিছু না ভেবে হঠাৎ বলে ফেলল তম্‌স্কি।

তরুণী মাথা তুলে তরুণের উদ্দেশ্যে ইঙ্গিত করলেন। তার তখন মনে পড়ল যে, বৃদ্ধা কাউণ্টেসের কাছে তাঁর সমবয়সীদের মৃত্যুর সংবাদ গোপন রাখা হয়। সে ঠোঁট কামড়ে ধরল। কিন্তু কাউণ্টেস তাঁর নিকট নতুন এই খবর গভীর উদাসীনতার সঙ্গে গ্রহণ করলেন।

“মারা গেছেন! আর আমিই জানলাম না! আমরা দুজনেই একসঙ্গে সম্রাজ্ঞীর সহচরী নিযুক্ত হয়েছিলাম। যখন আমাদের পরিচয় দেওয়া হয় সম্রাজ্ঞী…”

এবার নিয়ে একশবার ঠাকুমা নাতির কাছে এই কাহিনী বললেন।

“পল, আমাকে একটু উঠতে সাহায্য কর তো। লিজান্‌কা, আমার নস্যির ডিবেটা কোথায়?”

সাজগোজ শেষ করবার জন্য কাউণ্টেস মেয়েদের সঙ্গে একটা পর্দার আড়ালে চলে গেলেন। তম্‌স্কি বসে রইল তরুণীর সঙ্গে। লিজাভেতা ইভানোভ্‌না চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, “কার সঙ্গে আপনি পরিচয় করাতে চান?”

“নারুমভের সঙ্গে। আপনি তাঁকে চেনেন?”

“না। তিনি ফৌজে আছেন না সিভিলিয়ান?”

“ফৌজে আছেন।”

“ইঞ্জিনিয়ার বিভাগে?”

“না, অশ্বারোহী বাহিনীতে। ওকে ইঞ্জিনিয়ার বলে আপনার মনে হল কেন?” তরুণী হেসে উঠল, একটি কথাও বলল না।

পর্দার পিছন থেকে কাউণ্টেস চেঁচিয়ে বললেন: “পল! আমাকে একটা নতুন নভেল পাঠিয়ে দিও, দেখ, আজকাল যা সব লেখা তা যেন না হয়!”

“সেকি, ঠাকুমা?”

“মানে এমন নভেল দেবে যেন তাতে নায়ক বাপ মাকে গলা টিপে না মারে, বা জলে ডোবা মৃতদেহ না থাকে। আমি জলে ডোবা লোকদের বড় ভয় করি।”

"আজকাল তো এইরকম নভেল নেই। কোন রুশ নভেল কি আপনার পছন্দ হবে?"

"রুশ নভেল আবার আছে নাকি? পাঠিয়ে দিয়ো, বাছা, পাঠিয়ে দিয়ো।"

"মাপ করবেন, ঠাকুমা, আমার একটু তাড়া আছে···মাপ করবেন লিজাভেতা ইভানোভ্না, নারুমভকে ইঞ্জিনিয়ার বলে আপনার মনে হল কেন?"

তম্স্কি ড্রেসিংরুম ছেড়ে বেরিয়ে গেল। লিজাভেতা ইভানোভ্না একা রইল—সে কাজ রেখে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই রাস্তার একপাশে কোণের বাড়িটার পিছনে দেখা গেল তরুণ অফিসারকে। লিজার গাল লাল হয়ে উঠল; সে আবার কাজটা তুলে নিল, এবং ফ্রেমের উপর ঝুঁকে পড়ল। এমন সময় বেশবাস সম্পূর্ণ করে কাউণ্টেস এসে ঘরে ঢুকলেন।

তিনি বললেন, "লিজান্কা, গাড়ি যুততে বল, বেড়াতে যাব।"

লিজান্কা ফ্রেম রেখে উঠে তার জিনিসপত্র গোছাতে লাগল।

"কি হল তোমার, বাছা! কালা হলে নাকি?"—চেঁচিয়ে উঠলেন কাউণ্টেস।—"তাড়াতাড়ি গাড়ি যুততে বল।"

তরুণী শান্তস্বরে "এখুনি যাচ্ছি," বলে বাড়ির সামনের দিকে ছুটে গেল।

একজন চাকর এসে প্রিন্স পাভেল আলেকসান্দ্রোভিচের নাম করে কাউণ্টেসকে কতগুলো বই দিল।

"বেশ! ধন্যবাদ," বললেন কাউণ্টেস। "লিজান্কা, লিজান্কা! তুমি ছুটছ কোথায়?"

"জামা কাপড় পরতে।"

"এখনও সময় আছে, বাছা। এখানে বস। এখানে বস। প্রথম খণ্ডটা খোল তো জোরে পড় দেখি···"

তরুণী বই নিয়ে কয়েক লাইন পড়ল।

কাউণ্টেস বললেন, "জোরে! তোমার হল কি, বাছা? গলা বসে গেছে নাকি! একটু থাম; তোমার চেয়ারটা আমার কাছে সরিয়ে নিয়ে এস। আরও কাছে···হ্যাঁ ঠিক আছে।"

লিজাভেতা ইভানোভ্‌না আরও ফ্যাকাসে পড়ল। কাউন্টেস হাই তুললেন।

তিনি বললেন, "রেখে দাও এই বই। যতসব বাজে! ফেরত পাঠিয়ে দিও, প্রিন্স পাভেলের কাছে ধন্যবাদ জানিও—তা, গাড়ির কি হল?"

পথের দিকে তাকিয়ে লিজাভেতা ইভানোভ্‌না বলল, "গাড়ি তৈরী।"

"তুমি জামাকাপড় পরনি, কেন? সব সময়ই তোমার জন্য দেরী করতে হবে! বাছা, এ অসহ্য!"

লিজা ঘরে ছুটে গেল। দুমিনিটও হয়নি এমন সময় কাউন্টেস প্রাণ-পণে ঘণ্টা বাজাতে লাগলেন। তিনটি মেয়েই এক দরজায় ছুটে এল, চাকর এল আরেক দরজায়।

"তোমাদের ডেকে পাওয়া যায় না কেন?"—কাউন্টেস বললেন। "লিজাভেতা ইভানোভ্‌নাকে বল, আমি তার জন্য বসে আছি।"

গায়ে কাপোত [বুক-কাটা গাউন] ও মাথায় টুপি, লিজাভেতা ইভানোভ্‌না ঘরে ঢুকল।

"শেষ পর্যন্ত এলে, বাছা? এ বেশবাস কেন! এসব কেন? কার মন রাঙ্গাতে চাও? আবহাওয়া কেমন? মনে হচ্ছে, হাওয়া উঠবে।"

চাকর বলল, "না মা ঠাকরুণ! আবহাওয়া খুব শান্ত।"

"তোমরা সবসময়ই যা মাথায় আসে তাই বল। জানালাটা খোল। যা বলেছি, হাওয়া! কি ঠাণ্ডা! গাড়ি খুলে ফেল! লিজান্‌কা, আমরা বেড়াতে যাব না; তোমার সাজগোজ করে কোন লাভ হল না।"

লিজাভেতা মনে মনে ভাবল, "এই তো আমার জীবন!"

বাস্তবিকই লিজাভেতা ইভানোভ্‌নার জীবন বড় দুঃখের। দান্তে বলেছেন, পরের অন্ন তেতো, আর পরের বাড়ির সিঁড়ি ভাঙাও শক্ত। খ্যাতনাম্নী বৃদ্ধার হতভাগিনী পালিতা কন্যাই যদি পরমুখাপেক্ষিতার দুঃখ না বোঝে তাহলে আর বুঝবে কে? অবশ্য কাউন্টেস…এঁর অন্তঃকরণ নীচ ছিল না, তবে তিনি ছিলেন সেইসব নারীর মতই খামখেয়ালী, অভিজাত সমাজ যাদের নষ্ট করেছে, যারা লোভী, যারা স্নেহপ্রেমহীন অহংসর্বস্বতায় ডুবে আছে এবং বৃদ্ধবয়সে অন্য সকলেরই মতই যাদের ভালবাসার শক্তি ফুরিয়ে গেছে ও বর্তমান যুগের সঙ্গে যারা খাপ খাওয়াতেও পারে না।

অভিজাত সমাজের প্রতিটি উচ্ছল চপলতায় তিনি অংশ গ্রহণ করতেন।

বলনাচের আসরে গিয়ে তিনি হাজির হতেন, সেই নাচঘরের কুশ্রী অথচ অপরিহার্য সাজসজ্জার মতই তিনি রুজ মেখে লাল হয়ে পুরানো ফ্যাশনের পোশাক পরে এক কোণায় গিয়ে বসে থাকতেন। প্রচলিত রীতি অনুসারে প্রত্যেক অতিথিকেই অনেকখানি মাথা নুইয়ে তাঁকে নমস্কার করতে হত, কিন্তু তারপর কেউই তাঁর দিকে নজর দিত না। তিনি নিজের বাড়িতে সারা শহরকে নিমন্ত্রণ করতেন এবং ব্যক্তিগতভাবে কাউকে চিনতেন না, তবু পুংখানু-পুংখরূপে আদবকায়দা মেনে চলতেন। পুরুষমহলে ও মেয়েমহলে বসে থেকে থেকে তাঁর বিপুলসংখ্যক ঝি চাকরেরা মোটা হয়েছে, চুল পাকিয়েছে, বুড়ীর জিনিস কে কত লুঠতে পারে এই নিয়ে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চালিয়েছে। লিজাভেতা ইভানোভ্না এই সংসারের যূপকাষ্ঠের বলি, সে চা ঢালত, আবার বেশী চিনি খরচ করার জন্য ধমকও খেত। সে জোরে জোরে উপন্যাস পড়ে শোনাত, এবং লেখকের সমস্ত ভুলের জন্য সে অপরাধী হত। কাউন্টেসের বেড়াবার সময় সে সঙ্গিনী হত এবং আবহাওয়া ও পথের জন্য সে-ই হত দায়ী। তার একটা মাসোহারা ঠিক করা হয়েছিল। কিন্তু সে কখনও তা পুরো পায়নি। তা সত্ত্বেও তার কাছ থেকে প্রত্যাশা করা হত যে, সে যেন আর সকলের মতই অর্থাৎ কিনা মুষ্টিমেয় জনকয়েকের মত সেজেগুজে থাকে। সমাজে সে গ্রহণ করেছিল সবচেয়ে করুণ ভূমিকা। সকলেই তাকে চিনত, কিন্তু কেউই তার দিকে নজর দিত না। একমাত্র সঙ্গিনীর অভাব হলেই বলনাচের আসরে নাচতে পেত। ভদ্রমহিলাদের বেশ-বাস ঠিক করার জন্য ড্রেসিংরুমে যাওয়ার প্রয়োজন হলে তারা তার হাত ধরে নিয়ে যেত প্রতিবার। সে ছিল আত্মাভিমানী, নিজের অসহায়তার কথা বুঝত প্রাণ দিয়ে, উদ্ধারকর্তার জন্য অধীর প্রতীক্ষায় তাকাত চারিদিকে। বেপরোয়া বিলাসিতার মধ্যেও তরুণরা ছিল হিসেবী, তাই তারা তার দিকে নজর দিয়ে তাকে সম্মান দেখাত না, যদিও যে সমস্ত দাম্ভিক ও উদাসীন কুমারীদের চারিদিকে তারা ঘুর ঘুর করত, তাদের চেয়ে লিজাভেতা ইভানোভ্না ছিল শতগুণে মধুর। কতবার বিরক্তিকর অথচ উৎসবমুখর ড্রয়িংরুম ছেড়ে নিঃশব্দে সে চলে এসেছে তার দীনহীন ঘরে কাঁদবার জন্য। সে-ঘরে পর্দা ঝোলে, ঘরের দেওয়ালে কাগজ আঁটা, সে-ঘরে রয়েছে একটা সিন্দুক, একটা ছোট্ট আয়না, একটা রঙকরা খাট আর তামার বাতিদানে মৃদুভাবে জ্বলে একটি তেলের প্রদীপ।

এই কাহিনীর শুরুতেই যে-সন্ধ্যার কথা বলা হয়েছে তার দিন দুয়েক পরে এবং যে-দৃশ্যে এসে আমরা থেমেছি তার এক সপ্তাহ আগে লিজাভেতা ইভানোভ্না একদিন জানালার ধারে এমব্রয়ডারী ফ্রেম নিয়ে বসে হঠাৎ একবার রাস্তার দিকে তাকাতেই এক তরুণ ইঞ্জিনিয়ারকে দেখতে পেল, সে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে লিজাভেতার জানালার দিকে তাকিয়ে আছে। লিজাভেতা মুখ নামিয়ে কাজে মন দিল। পাঁচমিনিট পরে সে আরেকবার তাকাল—তরুণ অফিসার সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। পথচারী অফিসারদের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করার অভ্যাস না থাকায়, সে পথের দিকে তাকানো বন্ধ করে প্রায় দুঘণ্টা ধরে সেলাই করতে লাগল—মাথা তুলল না। খাবার দেওয়া হল। সে উঠে এমব্রয়ডারী ফ্রেম গুটিয়ে রেখে হঠাৎ একবার রাস্তায় তাকাল এবং আবার সেই তরুণ অফিসারটিকে দেখতে পেল। এই ব্যাপার তার কাছে খুব আশ্চর্য মনে হল। খাওয়া শেষ হলে একটা অস্বস্তির ভাব নিয়ে সে জানালার ধারে গেল। কিন্তু দেখল অফিসারটি সেখানে নেই। সে তার কথা ভুলে গেল…

দুদিন পরে কাউণ্টেসের সঙ্গে বেরিয়ে গাড়িতে বসতে যাওয়ার সময় লিজা আবার তাকে দেখল। সে 'বিভার' কলারে মুখ ঢেকে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। টুপির নীচে তার কালো চোখদুটি চকচক করছে। লিজাভেতা ইভানোভ্না ভয় পেল, কিন্তু কেন তা সে বুঝতে পারল না এবং গাড়িতে বসার সময় তার শরীর কেঁপে উঠল, কিন্তু এই কেঁপে ওঠার কারণ বুঝিয়ে বলা যায় না।

বাড়ি ফিরে সে জানালার কাছে ছুটে গেল—অফিসারটি সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে তার দিকে তাকিয়ে, সে সরে গেল, তীব্র কৌতূহল জাগাল তার মনে এবং সঙ্গে সঙ্গে এমন এক উত্তেজিত অনুভূতি জেগে উঠল, যার পরিচয় আগে সে কখনও পাইনি।

সেদিন থেকে এমন একদিনও গেল না যেদিন তরুণ ভদ্রলোকটি নির্দিষ্ট সময়ে তাদের বাড়ির কাছে জানালার নীচে হাজির না হয়েছেন। এই তরুণ তরুণীর মধ্যে এক স্বতঃস্ফূর্ত সম্পর্ক গড়ে উঠল। তার নিজস্ব জায়গায় কাজ নিয়ে বসে তরুণী বুঝতে পারত তরুণ এসেছে—মাথা তুলে তার দিকে তাকাত, যতই দিন যেত ততই সে বেশীক্ষণ তার দিকে চেয়ে থাকত। মনে হত, তরুণ

ভদ্রলোক এই কারণে তার প্রতি কৃতজ্ঞ। যৌবনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তরুণী লক্ষ্য করেছিল যে, যখনই তাদের চোখাচোখি হত, প্রতিবারই মুহূর্তের মধ্যেই তরুণের পাণ্ডুর গাল লাল হয়ে উঠত। একসপ্তাহের মধ্যেই তরুণী তরুণের দিকে তাকিয়ে হাসল।...

তম্‌স্কি যখন কাউণ্টেসের সঙ্গে তার বন্ধুর পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য কাউণ্টেসের অনুমতি চাইল অভাগিনী মেয়েটির তখন বুক কাঁপছিল। কিন্তু যখন জানতে পারল যে নারুমভ ইঞ্জিনিয়ার নয়, অশ্বারোহী প্রহরী, তখন তার অনুশোচনা জাগল যে অশিষ্ট প্রশ্ন করে চঞ্চলমতি তম্‌স্কির কাছে সে তার গোপন কথা প্রকাশ করে দিয়েছে।

হেরমান ছিল রুশ বনে-যাওয়া এক জার্মানের ছেলে। বাবা ছেলের জন্য কিছু টাকা রেখে গেছিলেন। তার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল নিজের স্বাধীনতাকে আরও সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন, তাই সে পৈত্রিক টাকায় সুদ পর্যন্ত স্পর্শ করত না, শুধু নিজের মাইনের টাকাতেই দিন চালাত। এতটুকু বিলাসিতা করত না। সে ছিল চাপা এবং তার মনে ছিল বড় হবার আকাঙ্ক্ষা। তার বন্ধুরা তার অতিরিক্ত মিতব্যয়িতা নিয়ে ঠাট্টা করার সুযোগ পেত না। তার আবেগ অনুভূতি ছিল তীব্র, তার কল্পনা ছিল উদ্দাম, কিন্তু যৌবনের স্বাভাবিক ভুলভ্রান্তির হাত থেকে দৃঢ়তাই তাকে বাঁচিয়েছে। যেমন, মনে মনে জুয়াড়ী হলেও সে কখনও তাস হাতে ধরেনি। কারণ সে হিসাব করে দেখেছিল যে, (তার ভাষায়) বেশী পাওয়ার আশায় প্রয়োজনীয়কে খোয়ানোর মত অবস্থা তার নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও রাতের পর রাত সে বসে থাকত জুয়ার টেবিলে এবং প্রবল উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে খেলার বিভিন্ন পর্যায়গুলো লক্ষ্য করে যেত।

তিন তাসের কাহিনী তার কল্পনাকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিল এবং এই চিন্তা সারারাত তার মাথা থেকে গেল না। পরদিন সন্ধ্যেবেলা পিতার্সবুর্গের রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে সে ভাবল: "যদি...যদি কাউণ্টেস তাঁর গোপন কথাটা আমাকে বলে দেন—তাহলে কেমন হয়! অথবা আমার হাতে যদি দেন এই তিনটি বিশ্বস্ত তাস! তাহলে একবার আমার ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখব না কেন?...তাঁর সঙ্গে পরিচিত হতে হবে, তাঁর অনুগ্রহ লাভ করতে হবে, হয়ত বা তাঁর প্রণয়প্রার্থী হতে হবে, কিন্তু তাতে যে সময়ের প্রয়োজন অথচ

তাঁর সাতাশী বছর বয়স—এক সপ্তাহের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হতে পারে, ছদিন পরেই তাঁর মৃত্যু হতে পারে! কিন্তু এই কাহিনী? কাহিনী কি বিশ্বাসযোগ্য?…না! মিতব্যয়িতা, সংযম ও শ্রমপ্রিয়তা: এই আমার তিন বিশ্বস্ত তাস, এরাই আমার মূলধনকে তিনগুণ, সাতগুণ করে তুলবে, আমাকে এনে দেবে শান্তি ও স্বাধীনতা!”

এই সব কথা ভাবতে ভাবতে সে দেখল যে সে পিতার্সবুর্গের একটি বিখ্যাত রাস্তায় প্রাচীন ধরনের একটি বাড়ির সামনে এসে পড়েছে। রাস্তাটি গাড়িতে বোঝাই, একের পর এক গাড়ি গড়িয়ে চলেছে বাড়িটির আলোকিত প্রবেশপথের দিকে। প্রতিমুহূর্তে গাড়ি থেকে বেরোচ্ছে কখনও সুন্দরী তরুণীর পেলব পদযুগল, কখনও মচমচ শব্দ-জাগানো মিলিটারী বুট, কখনও বা ডোরাকাটা মোজা ও ডিপ্লোম্যাটিক জুতো। ভারিক্কী চেহারার দারোয়ানের পাশ দিয়ে ঝলক দিয়ে যাচ্ছে ফারকোট ও ওভারকোট। হেরমান দাঁড়িয়ে পড়ল।

“এটা কার বাড়ি?”—সে প্রশ্ন করল এক কোণে দাঁড়িয়ে-থাকা এক সেপাইকে।

সেপাই উত্তর দিল: “কাউণ্টেস…এর।”

হেরমান কেঁপে উঠল। সেই বিস্ময়কর কাহিনী আবার তার কল্পনায় ভেসে উঠল। গৃহকর্ত্রী ও তাঁর আশ্চর্য ক্ষমতার কথা ভাবতে ভাবতে সে বাড়িটির কাছে ঘুরতে লাগল। অনেক রাতে সে ফিরে এল তার ছোট্ট গলিতে, বহুক্ষণ তার ঘুম এল না, যখন সে ঘুমে ঢলে পড়ল, স্বপ্নে দেখল —তাস, নীল টেবিল, ব্যাঙ্কনোটের স্তূপ আর তাড়া তাড়া দশরুবলের নোট। সে তাসের পর তাস টেনে চলেছে, তাসের ভাঙা কোণা টেনে সোজা করে দিচ্ছে, আর জিতেই চলেছে, জিতেই চলেছে। সোনার মুদ্রাগুলো সে কোলের দিকে টেনে নিচ্ছে এবং নোটগুলো পকেটে রাখছে। অনেক বেলায় ঘুম ভেঙে অলীক ধনসম্পদ হারিয়ে যাওয়ায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার শহরে ঘুরে বেড়াতে লাগল এবং ঘুরতে ঘুরতে আবার কাউণ্টেস…এর বাড়ির সামনে এসে উপস্থিত হল। মনে হল যেন এক অজানা শক্তি তাকে এই বাড়ির কাছে টেনে এনেছে। সে থেমে দাঁড়িয়ে জানালার দিকে তাকাতে লাগল। একটি জানালায় সে দেখল কালো চুলে ঢাকা একটি মাথা,

নিশ্চয়ই বইয়ের উপর অথবা কোন কাজে ঝুঁকে রয়েছে। মাথাটা সোজা হল। হেরমান দেখল: টলটলে একটি মুখ, কালো দুটি চোখ। এই মুহূর্তেই তার ভাগ্য নির্ধারণ হয়ে গেল।

॥ তিন ॥

"প্রিয় আমার, আপনি চারপাতা দীর্ঘপত্র এত তাড়াতাড়ি লেখেন যে আমি তা পড়ে উঠতে পারি না।"

—চিঠিপত্র।

লিজাভেতা ইভানোভ্না সবেমাত্র পোশাক ছেড়েছে এমন সময় কাউন্টেস আবার তাকে ডেকে গাড়ি যুততে বলতে হুকুম করলেন। তাঁরা গাড়িতে চড়তে গেলেন। যখন দুজন চাকর বৃদ্ধাকে ধরে গাড়িতে তুলে দিচ্ছে, ঠিক তখন লিজাভেতা ইভানোভ্না গাড়ির ঠিক চাকার ধারে তার ইঞ্জি-নিয়ারকে দেখতে পেল। সে লিজার হাত চেপে ধরল, লিজা ভয় পেয়ে গেল, কিন্তু ভয় কাটিয়ে ওঠার আগেই তরুণ চলে গেছে: লিজার হাতে একটি চিঠি। লিজা দস্তানার মধ্যে লুকিয়ে ফেলল চিঠিটা, কিন্তু সারাপথ তার কানে কোন কথা গেল না, চোখেও কিছু সে দেখল না। কাউন্টেসের অভ্যেস গাড়িতে চড়ে প্রতি মুহূর্তে প্রশ্ন করবেন: "যার সঙ্গে দেখা হল সে কে? এই সেতুটার নাম কি? ওই সাইনবোর্ডটায় কি লেখা আছে?" আজ লিজাভেতা ইভানোভ্নার যা মনে আসে তাই বলে এমন সব অসংলগ্ন উত্তর দিতে লাগল যে কাউন্টেস রেগে গেলেন।

"তোমার কি হল বাছা? বুদ্ধিবৃত্তি লোপ পেল নাকি? তুমি কি আমার কথা কানে তুলছ না, না আমার কথা বুঝতে পারছ না?··· ভগবানের কৃপায় আমার কথা এখনও জড়িয়ে যায়নি বা বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পায়নি।"

কিন্তু তাঁর কথা লিজাভেতা ইভানোভ্নার কানে যাচ্ছিল না। বাড়ি ফিরে সে নিজের ঘরে ছুটে গিয়ে দস্তানার মধ্যে থেকে চিঠিটা বের করল। চিঠিটার মুখ আটকানো ছিল না। লিজাভেতা ইভানোভ্না সেটা পড়ে ফেলল। চিঠিটায় রয়েছে প্রেমের স্বীকৃতি: চিঠিটা কোমল, শ্রদ্ধায় ভরপুর,

কথাগুলি হুবহু একখানা জার্মান উপন্যাস থেকে নেওয়া। কিন্তু লিজাভেতা ইভানোভ্না জার্মান ভাষা জানত না, তাই এই চিঠি পেয়ে সে খুবই খুশী হল।

কিন্তু এই চিঠিতে সে একটু উদ্বেগও বোধ করল। এই প্রথম সে কোন তরুণ পুরুষের সঙ্গে গোপন গাঢ় সম্বন্ধে জড়িত হয়েছে। তরুণটির দুঃসাহস দেখে সে ভয় পেল। অসাবধানতার জন্য সে নিজেকে ধিক্কার দিল, কিন্তু কি করবে বুঝতে পারল না, সে কি জানালার কাছে বসা বন্ধ করে দেবে? তরুণ অফিসারটির আরও অগ্রসর হবার ইচ্ছাকে সে অবহেলা ও উদাসীনতা দিয়ে দমিয়ে দেবে? চিঠিটা কি ফেরত পাঠিয়ে দেবে? রূঢ় 'না' বলে কি সে তার জবাব দেবে? পরামর্শ করবে এমন তার কেউ ছিল না—না কোন বান্ধবী, না কোন উপদেশ দেবার লোক। লিজাভেতা ইভা-নোভ্না উত্তর দেওয়াই ঠিক করল।

ছোট লেখার টেবিলটিতে বসে কাগজ কলম নিয়ে সে ভাবতে বসল। কয়েকবার সে চিঠি লিখতে শুরু করে তা ছিঁড়ে ফেলল। কখনও মনে হল কথাগুলো সব নরম হয়ে যাচ্ছে, আবার কখনও মনে হল কথাগুলো বড় কড়া হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত সে মনের মত কয়েক লাইন লিখে ফেলল। সে লিখলঃ "আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনার উদ্দেশ্য সৎ এবং কোনরূপ হঠকারী আচরণে আমাকে অপমান করতে চাননি, কিন্তু আমাদের পরিচয় এইভাবে আরম্ভ হওয়া উচিত নয়। আপনার পত্রটি আপনাকে ফেরত পাঠিয়ে দিচ্ছি। আশা করি, ভবিষ্যতে অযথা অপমানের জন্য আমার অনুযোগ করার কোন কারণ ঘটবে না।"

পরদিন হেরমানকে যেতে দেখে লিজাভেতা ইভানোভ্না এমব্রয়ডারী ফ্রেম রেখে উঠে হলের ভিতর এল এবং জানালা খুলে তরুণ অফিসারটির সতর্কতার উপর নির্ভর করে পত্রটি রাস্তায় ছুড়ে দিল। হেরমান ছুটে এসে চিঠিটা তুলে নিয়ে একটা মিষ্টির দোকানে গিয়ে ঢুকল। সীলমোহর খুলে সে নিজের চিঠি ও লিজাভেতা ইভানোভ্নার উত্তর পেল। সে এরই প্রত্যাশায় ছিল, নিজের মতলবের কথাই ভাবতে ভাবতে সে বাড়ি ফিরল।

এর তিনদিন পরে টুপির দোকান থেকে চতুর চাউনিভরা একটি তরুণী মেয়ে লিজাভেতা ইভানোভ্নার কাছে একখানা চিঠি নিয়ে এল। পাওনা

ট্রাকার তাগিদ মনে করে লিজাভেতা ইভানোভ্না অস্বস্তিভরে চিঠিটা খুলল। হঠাৎ সে হেরমানের লেখা চিনতে পারল।

সে বলল, "আপনি ভুল করছেন, বোন, এ চিঠি আমার নয়।"

"না, নিশ্চয়ই আপনার।"—চতুর হাসি না ঢেকেই উত্তর দিল প্রগল্ভা মেয়েটি। "দয়া করে পড়ে দেখুন।"

লিজাভেতা. ইভানোভ্না চিঠিটা পড়ল। হেরমান দেখা করতে চেয়েছে।

"না, তা হতেই পারে না!"—এত তাড়াতাড়ি দেখা করতে চাওয়ার এবং যে পদ্ধতিতে এই অনুরোধ জানানো হয়েছে তাতে ভীত হয়ে উঠল লিজাভেতা ইভানোভ্না।—"নিশ্চয়ই এ চিঠি আমার কাছে লেখা নয়।" চিঠিটাকে সে কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলল।

মেয়েটি বলল, "চিঠিটা যদি আপনার না হয়, তাহলে আপনি চিঠিটা ছিঁড়লেন কেন? যে এটা পাঠিয়েছে তাকে না হয় ফেরত দিয়ে দিতাম।"

মেয়েটির কথায় চটে উঠে লিজাভেতা ইভানোভ্না বলল, "দোহাই বোন, ভবিষ্যতে আমার কাছে আর চিঠি আনবেন না। আপনাকে যিনি পাঠিয়েছেন তাঁকে বলবেন যে এই কাজের জন্য তাঁর লজ্জিত হওয়া উচিত…"

কিন্তু হেরমান দমল না। যে ভাবেই হোক লিজাভেতা ইভানোভ্না রোজই তার কাছ থেকে চিঠি পেতে লাগল, চিঠিগুলো এখন আর জার্মান থেকে তর্জমা নয়। আবেগ অনুভূতিতে উদ্দীপিত হয়েই সে এই চিঠিগুলো লিখত, এবং নিজের স্বাভাবিক ভাষাতেই: এই চিঠিগুলিতে ফুটে উঠত তার আকাঙ্ক্ষার একাগ্রতা এবং বিশৃঙ্খল কল্পনার বেপরোয়া উদ্দামতা। চিঠিগুলো ফেরত পাঠাবার কথা লিজাভেতা ইভানোভ্না এখন আর ভাবে না। চিঠি পড়ে সে বিহ্বল, চিঠির সে উত্তর দিতে আরম্ভ করেছে। দিনের পর দিন তার চিঠি হচ্ছে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর এবং কোমল থেকে কোমলতর। শেষে একদিন লিজাভেতা হেরমানের উদ্দেশে এই চিঠিটা জানালা দিয়ে ছুড়ে দিল:

"আজ…দূতাবাসে বলনাচের আসর আছে। কাউন্টেস ওখানে যাবেন। আমরা দুটো পর্যন্ত থাকব। নির্জনে আমার সঙ্গে দেখা করার

এই আপনার সুযোগ। কাউন্টেস বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই হয়ত তাঁর চাকরবাকরও যে যার মত চলে যাবে, দারোয়ান থাকে হলে, কিন্তু সে সাধারণতঃ তার ঘরে চলে যায়। সাড়ে এগারোটার সময় আসবেন। সোজা সিঁড়ি দিয়ে উঠবেন। হলে যদি কারুর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, তাহলে কাউন্টেস বাড়ি আছেন কিনা জিজ্ঞেস করবেন। তারা আপনাকে বলবেঃ "বাড়ি নেই।" কাজেই কিছু করার নেই, তখন আপনাকে ফিরে যেতেই হবে। তবে কারো সঙ্গে আপনার দেখা না হবারই সম্ভাবনা বেশী। মেয়েরা সব থাকবে তাদের ঘরে, এবং ঘর তাদের একটিই। হল থেকে বাঁদিকে যাবেন, কাউন্টেসের শোবার ঘর পর্যন্ত সোজা যাবেন। শোবার ঘরে পর্দার পিছনে দুটো ছোট্ট দরজা দেখতে পাবেনঃ ডানদিকের দরজা দিয়ে পড়বার ঘরে যাওয়া যায়, কাউন্টেস ওখানে কখনও যান না, বাঁদিকেরটা দিয়ে বারান্দায় যাওয়া যায়, সেখানে আছে একটা সরু ঘোরানো সিঁড়ি। এই সিঁড়ি এসেছে আমার ঘরে।"

নির্দিষ্ট সময়ের প্রতীক্ষায় হেরমান বাঘের মত থরথর করে কাঁপছিল। রাত দশটা বাজতেই সে কাউন্টেসের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। আবহাওয়া ছিল ভয়ানক খারাপ। বাতাস গর্জন করছিল, নরম বরফের ঝাপটা বইছিল। আলোগুলো মিটমিট করে জ্বলছিল, পথ জনশূন্য। কখনও কখনও হাড়-বের-করা ঘোড়ায় টানা 'ভাংকা' গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে কোন কোচোয়ান, রাত-করা যাত্রীর খোঁজে। হেরমানের গায়ে ছিল শুধু একটা কোট, কিন্তু হাওয়া অথবা বরফ কিছুরই অনুভূতি তার ছিল না। শেষ পর্যন্ত কাউন্টেসের গাড়ি এল। হেরমান দেখল যে চাকরেরা 'সাব্‌ল' কোট গায়ে-জড়ানো এক নুয়ে-পড়া বৃদ্ধাকে ধরে নিয়ে এল, আর তাঁরই পিছনে পিছনে এল শীতের বর্ষাতি গায়ে, মাথায় তাজা ফুল গোঁজা বৃদ্ধার পালিতা। সশব্দে দরজা বন্ধ হল। গাড়িটা ধীরে ধীরে নরম বরফের উপর দিয়ে চলতে লাগল। দারোয়ান বাড়ির দরজা বন্ধ করল। জানালাগুলো অন্ধকার হয়ে গেল। হেরমান নির্জন বাড়ির সামনে পায়চারি করতে লাগলঃ সে আলোটার কাছে গিয়ে ঘড়ি দেখল—এগারোটা কুড়ি। ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকিয়ে বাকি সময়টা কাটিয়ে দেবার আশায় আলোর নীচে দাঁড়িয়ে রইল। ঠিক সাড়ে এগারোটায় হেরমান কাউন্টেসের বাড়ির দেউড়িতে ঢুকে

প্রখর আলোকোদ্ভাসিত বারান্দায় উঠল। দারোয়ান সেখানে নেই। হেরমান দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে হলের দরজা খুলল, দেখল যে আলোর নীচে একটা পুরানো নোংরা আরামকেদারায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে এক চাকর। হালকা, দৃঢ় পদক্ষেপে হেরমান তাকে অতিক্রম করে গেল। বলনাচের ঘর ও ড্রয়িং-রুম অন্ধকার। হল থেকে আলো গিয়ে পড়ে সে জায়গা সামান্য আলোকিত করেছে। হেরমান শোবার ঘরে ঢুকল। প্রাচীন মূর্তি বোঝাই একটি বেদীর সামনে জ্বলছে একটি স্বর্ণ প্রদীপ। কতকগুলি ভাঙ্গা রঙ চটে-যাওয়া সিল্ক দিয়ে মোড়া চেয়ার ও সোনালী এমব্রয়ডারী-করা নরম গদীওয়ালা সোফা চীনা-কাগজে মোড়া দেওয়ালের কাছে করুণভাবে নিজেদের খাপ খাইয়ে পড়ে আছে। প্যারিসে মাদাম লেপ্রানের * আঁকা দুখানা ছবি ঝোলানো রয়েছে দেওয়ালে। একটি ছবি একজন পুরুষের: বয়স হবে চল্লিশ, লাল গোলগাল চেহারা, হালকা সবুজ রঙয়ের পোশাক, বুকে একটা তারা। দ্বিতীয় ছবিটি একটি সুন্দরী তরুণীর: বাঁশির মত নাক, পিছন দিকে আঁচড়ানো পাউডার মাখানো চুলে একটি গোলাপ ফুল গোঁজা। ঘরের চারিদিকে ছড়ানো রয়েছে চীনে-মাটির মেষপালিকাদের মূর্তি, প্রখ্যাত 'লেরয়ের' তৈরী টেবিল-ঘড়ি, ছোট ছোট বাক্স, রুলেট, পাখা এবং বিগত শতকের শেষদিকে মঙ্গোলফিয়েরের বেলুন ও মেসমেরের চুম্বকতত্ত্বের সময়েই তৈরী নানারকম মেয়েলী খেলনা। হেরমান পর্দার পিছনে গেল। তার পিছনে একটা ছোট্ট লোহার খাট। ডানদিকে পড়ার ঘরে যাবার দরজা, বাঁদিকে আরেকটা দরজা বারান্দায় আসবার। হেরমান এই দরজাটা খুলে একটা সরু ঘোরানো সিঁড়ি দেখতে পেল, এই সিঁড়িটা গেছে দুখিনী পালিতা মেয়েটির ঘরে···কিন্তু সে ঘুরে দাঁড়িয়ে অন্ধকার পড়ার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

মন্থর গতিতে সময় কেটে যাচ্ছে। সব নিস্তব্ধ। ড্রয়িংরুমের ঘড়িতে বারোটা বাজল। প্রত্যেক ঘরে একের পর এক ঘড়িতে বারোটা বাজল। আবার সব নিস্তব্ধ। ঠাণ্ডা চুল্লীর দিকে ঝুঁকে হেরমান দাঁড়িয়ে রইল। সে শান্ত; নিতান্ত প্রয়োজনীয় অথচ বিপদজনক কোন কিছু করার জন্য

* লেপ্রান—এলিজাভেথা ভিজে-লেপ্রান (১৭৫৫-১৮৪২) শৌখিন ফরাসী মহিলা চিত্রশিল্পী।

মনস্থির করেছে যে লোক তারই মত তালে তালে স্পন্দিত হতে লাগল হেরমানের বুকের স্পন্দন। রাত একটা বাজল—দুটো বাজল, দূরে গাড়ির আওয়াজ শোনা গেল। আপনা হতেই সে উত্তেজনায় অভিভূত হয়ে পড়ল। গাড়িটা কাছে এসে থামল। সে গাড়ির সিঁড়ি নামানোর শব্দ শুনতে পেল। বাড়িতে আলোড়ন জেগেছে। চাকরেরা ছোটাছুটি করছে, তাদের চিৎকার শোনা যাচ্ছে, বাড়িতে আলো জ্বলে উঠল। শোবার ঘরে ছুটে ঢুকল তিন-জন বৃদ্ধা দাসী, মৃতপ্রায় কাউণ্টেস ঘরে ঢুকে, একটা ভলতেয়ার ইজিচেয়ারে ভেঙ্গে পড়লেন। হেরমান দরজার ফাঁক দিয়ে দেখল: লিজাভেতা ইভানো-ভ্‌না তার পাশ দিয়ে চলে গেল। হেরমানের কানে এল সিঁড়ির উপর লিজার দ্রুত পদধ্বনি। বিবেকদংশনের মত কি একটা তার অন্তরে জেগে উঠল, কিন্তু আবার মিলিয়ে গেল। সে পাথরের মত স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

আয়নার সামনে কাউণ্টেস পোশাক ছাড়তে লাগলেন। গোলাপ ফুলে সাজানো টুপিটা খুলে ফেলা হল, তাঁর ছোট ছোট করে ছাঁটা সাদা মাথা থেকে পাউডার মাখানো পরচুলটা খোলা হল। চুলের কাঁটা বৃষ্টির মত তাঁর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। রূপোর এমব্রয়ডারী-করা হলদে গাউন তাঁর ফুলো ফুলো পায়ের কাছে খসে পড়ল। কাউণ্টেসের বেশবাসের ন্যক্কারজনক গোপনতার সাক্ষী হল হেরমান। শেষে কাউণ্টেস শোবার পোশাক ও রাতের টুপি পরলেন: তাঁর বার্ধক্যের পক্ষে বেশী মানানসই এই পোশাকে তাঁকে কম বীভৎস ও কদাকার মনে হচ্ছিল।

সাধারণতঃ অন্য সব বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের মতই কাউণ্টেসও অনিদ্রা রোগে ভুগছিলেন। পোশাক ছেড়ে তিনি জানালার ধারে ভলতেয়ার ইজিচেয়ারে বসলেন এবং দাসীদের বিদায় দিলেন। আলো সরিয়ে নেওয়া হল, আবার ঘরে জ্বলতে লাগল একটিমাত্র প্রদীপ। কাউণ্টেসকে একদম ফ্যাকাশে দেখাতে লাগল, তাঁর ঝুলে-পড়া ঠোঁটদুটি নড়তে লাগল, শরীর দুলতে লাগল কখনও ডাইনে কখনও বাঁয়ে। তাঁর ভাবলেশহীন চোখে ফুটে উঠল তাঁর মনের পরি-পূর্ণ শূন্যতা। দেখে মনে হতে লাগল, যেন এই বীভৎসা বৃদ্ধার অঙ্গসঞ্চালন তাঁর ইচ্ছাকৃত নয়, কোন এক গোপন বিদ্যুৎসঞ্চারী যন্ত্রের কাজ।

হঠাৎ এই নিষ্প্রাণ মুখের ভাব এমনভাবে বদলে গেল যে তা ব্যাখ্যা

করা যায় না। ঠোঁট জোড়া বন্ধ হয়ে গেল, চোখ বড় বড় হয়ে উঠল, কাউণ্টেসের সামনে দাঁড়িয়ে একটি অচেনা লোক।

মৃদু অথচ স্পষ্ট গলায় লোকটি বলল, "ভয় পাবেন না, দোহাই আপনার, ভয় পাবেন না! আপনার ক্ষতি করার কোন ইচ্ছে আমার নেই। আপনার কাছে একটি দয়া ভিক্ষা চাইবার জন্য আমি এসেছি।"

বৃদ্ধা নীরবে তার দিকে চেয়ে রইলেন, মনে হল, যেন লোকটির কথা তাঁর কানে যায়নি। হেরমান ভাবল যে বৃদ্ধা কালা, তাই তাঁর কানের কাছে ঝুঁকে পড়ে সে ওই কথাগুলিই পুনরাবৃত্তি করল। বৃদ্ধা আগের মতই নীরব রইলেন।

হেরমান বলে চলল, "আপনি আমার জীবনে সুখকে সুনিশ্চিত করতে পারেন, আর এতে আপনার কোন ক্ষতি হবে না। আমি জানি যে আপনি পরপর তিনখানা তাসের নাম বলতে পারেন…"

হেরমান থামল। মনে হল যে তাঁর কাছে কি চাওয়া হচ্ছে তা কাউণ্টেস বুঝতে পেরেছেন। মনে হল উত্তর দেবার জন্য তিনি কথা খুঁজছেন।

অবশেষে তিনি বললেন, "ও একটা ঠাট্টা, আপনাকে শপথ করে বলছি, ও একটি ঠাট্টা!"

হেরমান ক্রুদ্ধস্বরে বলে উঠল, "এ নিয়ে ঠাট্টা করার কিছু নেই। চাপলিৎস্কির কথা মনে করুন তো, হেরে-যাওয়া টাকাটা আবার জিতে নিতে আপনি তাঁকে সাহায্য করেছিলেন।"

মনে হল কাউণ্টেস বিমূঢ় হয়ে পড়েছেন। তাঁর মনের মধ্যে যে প্রবল আলোড়ন শুরু হয়েছে তা তাঁর মুখ দেখেই বোঝা গেল। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যে তিনি আবার আগের মতই বোধশক্তিহীন অবস্থায় ফিরে গেলেন।

হেরমান বলতে লাগল, "দিন না আমাকে এই তিনখানা বিশ্বস্ত তাসের নাম বলে!"

কাউণ্টেস নীরব, হেরমান বলে চলল,

"কার জন্য আপনি আপনার গোপনতা রক্ষা করছেন? নাতি নাতনী-দের জন্য? এ ছাড়াই তো তারা বড়লোক, টাকার মূল্য তো তারা জানে না। আপনার তাস তিনটি অমিতব্যয়ী লোককে সাহায্য করবে না। পৈতৃক

সম্পত্তি যে রক্ষা করতে পারে না—শত অলৌকিক ক্ষমতা সত্ত্বেও তাকে নিঃস্ব হয়ে মরতে হবে। আমি অমিতব্যয়ী নই, আমি টাকার মূল্য বুঝি। আপনার তিনটি তাস আমার পক্ষে ব্যর্থ হবে না। কি বলেন!...”

হেরমান থেমে কম্পিত দেহে তাঁর উত্তরের অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু কাউন্টেস নীরব, হেরমান নতজানু হয়ে বলল,

“আপনার হৃদয় যদি কখনও প্রেমানুভূতির পরশ পেয়ে থাকে, প্রেমের উন্মাদনার কথা যদি আপনার মনে থেকে থাকে, নবজাতকের কান্নায় আপনি যদি অন্ততঃ একবারও হেসে থাকেন, মানবিক কোন কিছু যদি কোনো সময়ে আপনার বুকে আলোড়ন জাগিয়ে থাকে—তাহলে পত্নী, প্রেয়সী ও মায়ের —মায়ের জীবনে যত কিছু পবিত্র আছে—সকলের আবেগ নিয়েই আপনাকে অনুরোধ করছি—আমার আবেদন প্রত্যাখ্যান করবেন না। আপনার গোপন কথা আমাকে বলুন! এতে আপনার কি!...হয়ত আপনার পাপ, চিরনরক-বাস ও শয়তানী চক্রান্তের সঙ্গে এই গোপনতা জড়িত। কিন্তু ভেবে দেখুন—আপনি বৃদ্ধা, আপনি আর বেশীদিন বাঁচবেন না। আপনার পাপ আমি নিতে প্রস্তুত। শুধু আপনার গোপন কথাটি আমাকে বলুন। ভেবে দেখুন, একজন লোকের সুখশান্তি নির্ভর করছে আপনার উপর, শুধু আমি নয়, আমার পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রেরা আপনার স্মৃতিকে শ্রদ্ধার্ঘ্য দেবে, পবিত্র জ্ঞানে পূজা করবে...”

উত্তরে বৃদ্ধা একটি কথাও বললেন না।

হেরমান উঠে দাঁড়াল।

“ডাইনী বুড়ি!”—সে দাঁতে দাঁতে চেপে বলল, “তাহলে আমি তোমায় বলতে বাধ্য করব...”

এই কথা বলেই সে পকেট থেকে পিস্তল বের করল। পিস্তল দেখে কাউন্টেসকে দ্বিতীয়বার প্রবলভাবে উত্তেজিত দেখা গেল। তিনি মাথা নেড়ে হাত তুললেন, যেন গুলির হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে চান...তারপর পিছন দিকে ঢলে পড়লেন...এবং একেবারে নিস্পন্দ হয়ে পড়ে রইলেন।

হেরমান তাঁর হাত ধরে বলল, “ছেলেমানুষী রাখুন, শেষবার আপনাকে প্রশ্ন করছি, আমাকে আপনার তিনটি তাস বলতে চান কিনা? হাঁ কি না?”

কাউন্টেস নিরুত্তর। হেরমান দেখল, তিনি মারা গেছেন।

॥ চার ॥

৭ই মে, ১৮···

"—নীতিহীন ও ধর্মহীন!"

—চিঠিপত্র।

তখনও বলনাচের পোশাক পরেই গভীর চিন্তামগ্ন অবস্থায় লিজাভেতা ইভানোভ্‌না তার নিজের ঘরে বসেছিল। বাড়ি ফিরেই সে ঘুমে-জড়ানো পরিচারিকাকে বিদায় করে দিল, এই মেয়েটি অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে সাহায্য করতে চেয়েছিল। লিজাভেতা বলল যে, সে নিজেই পোশাক ছাড়বে এবং কম্পিত দেহে নিজের ঘরে গেল। তার আশা যে হেরমানকে ওখানে দেখতে পাবে অথচ ইচ্ছা যে, ওকে যেন দেখতে না হয়। প্রথম দৃষ্টিতেই সে নিশ্চিত হল হেরমান সেখানে নেই এবং যে বাধা তাদের দুজনের মিলনের প্রতিবন্ধক হয়েছে তার জন্য ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল। সে পোশাক না ছেড়েই বসে রইল এবং যে সব ঘটনা এত অল্প সময়ের মধ্যে তাকে এতদূর এনে ফেলেছে সেই সব ঘটনার কথা ভাবতে লাগল। জানালা দিয়ে প্রথম দেখার পর এখনও তিন সপ্তাহ পার হয়নি, এর মধ্যেই লিজা তার সঙ্গে পত্রালাপ করছে, এবং এর মধ্যেই হেরমান তার কাছ থেকে নৈশ মিলনের দাবী আদায় করেছে। লিজা তার নাম জানত, কারণ কতকগুলো পত্রের তলায় তার নাম ছিল, আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত লিজা কখনও তার সঙ্গে কথা বলেনি, কখনও তার কথা কানে শোনেনি, তার সম্বন্ধেও কখনও শোনেনি ···আশ্চর্য ব্যাপার! সেদিনই সন্ধ্যায় বলনাচের আসরে যুবতী প্রিন্সেস পলিনার উপর রাগ করে তম্‌স্কি উদাসীনতার ভান করে প্রতিশোধ নেবে ভেবেছিল, কারণ, পলিনা অন্যদিনের মত তাকে ছেড়ে অন্য লোকের সঙ্গে প্রেমাভিনয় করছিল। তম্‌স্কি লিজাভেতা ইভানোভ্‌নাকে ডেকে তার সঙ্গে দীর্ঘ 'মাজুরকা' নাচ নাচতে লাগল। নাচের সময়টা সমস্তক্ষণ সে ইঞ্জিনিয়ার অফিসারদের প্রতি লিজার আকর্ষণের কথা নিয়ে ঠাট্টা করেছে। বোঝাতে চেয়েছে যে, লিজা যতদূর সন্দেহ করতে পারে তম্‌স্কি তার চেয়ে অনেক বেশী জানে, এবং তার কিছু কিছু ঠাট্টা এমন লাগসই হয়েছিল যে কয়েক-

বার লিজাভেতা ইভানোভ্নার মনে হয়েছিল যেন তার গোপন কথা সে জানে।

হাসতে হাসতে লিজা প্রশ্ন করল, "কার কাছে এসব কথা জানলেন?"

"আপনার পরিচিত লোকটির বন্ধুর কাছ থেকে। সে চমৎকার লোক!"

"কে এই চমৎকার লোক?"

"তার নাম হেরমান!"

লিজাভেতা ইভানোভ্না কোন উত্তর দিল না। কিন্তু তার হাত পা যেন বরফের মত জমে গেল···

তম্‌স্কি বলে চলল, "এই হেরমান সত্যিই রোমান্টিক চরিত্রের লোক। পাশ থেকে দেখলে তার মুখখানা দেখায় নেপোলিয়নের মত, আর তার মনটা হল শয়তানের মত। আমার মনে হয় ওর বিবেকে বিঁধে রয়েছে অন্ততঃ তিনটি পাপ। আপনি এমন ফ্যাকাসে হয়ে গেলেন কেন?"

"আমার মাথা ধরেছে। আপনাকে কি বলেছেন হেরমান—হাঁ কি যেন তাঁর নাম?"

"হেরমান তার বন্ধুর উপর খুব অসন্তুষ্ট। সে বলে, তার জায়গায় সে হলে একেবারে অন্যভাবে চলত··আমার কিন্তু মনে হয় যে হেরমানের নিজেরই আপনার দিকে নজর আছে, কারণ, সে তার বন্ধুর প্রেমপাগল কথাবার্তা খুবই মনোযোগ দিয়ে শোনে।"

"কিন্তু তিনি আমাকে দেখলেন কোথায়?"

"গির্জায়, হয়ত বা—বেড়াবার সময়। ভগবান জানেন কোথায়! হয়ত আপনার ঘরেই যখন আপনি ঘুমোচ্ছিলেন। সে না পারে এমন·"

"বিস্মরণ না খেদ!"*—এই প্রশ্ন মুখে নিয়ে তিনজন মহিলা তাদের দিকে এগিয়ে আসাতে কথাবার্তায় বাধা পড়ল, যে কথাবার্তা লিজাভেতা ইভানোভ্নাকে উদ্বিগ্ন অথচ কৌতূহলী করে তুলেছিল।

* "বিস্মরণ না খেদ!"—কাদ্রিল নাচের সময় পুরুষকে নাচে অংশগ্রহণকারিণী মহিলাদের মধ্য থেকে নিজের সঙ্গিনী খুঁজে নিতে হয়। এই সঙ্গিনী নির্বাচন করা হয় ইঙ্গিতমুখর কথাবার্তার মাধ্যমে। "বিস্মরণ না খেদ-"ও সেই ইঙ্গিতমুখর কথা।

—অনুবাদক

তম্‌স্কি যে মহিলাকে বেছে নিল সে হচ্ছে প্রিন্সেস স্বয়ং। সে তম্‌স্কির সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিয়েছিল নাচের পাকে পাকে এবং তার চেয়ারের সামনে অতিরিক্ত বৃত্তাকারে ঘুরে যাবার সময়। নিজের জায়গায় ফিরে এসে তম্‌স্কির হেরমানের কথা বা লিজাভেতা ইভানোভ্‌নার কথা মনেও পড়ল না। লিজাভেতা ইভানোভ্‌নার বিশেষ ইচ্ছা ছিল যে ছিন্ন কথা আবার নতুন করে শুরু করে, কিন্তু 'মাজুরকা' শেষ হয়ে গেল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই কাউণ্টেস বলনাচের আসর থেকে বিদায় নিলেন।

তম্‌স্কির কথাগুলো 'মাজুরকা' নাচের অর্থহীন প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়, কিন্তু কথাগুলি তরুণী স্বপ্নবিলাসিনীর হৃদয়ে গভীরভাবে গেঁথে গেল। তম্‌স্কির বর্ণিত মানুষটির সঙ্গে লিজাভেতার মানসমূর্তিটির সাদৃশ্য খুব বেশী, এবং একেবারে হালের নভেলগুলির দৌলতে এই চরিত্রের সঙ্গে এর আগেই পরিচয় হয়েছে, তাই এই চরিত্র তাকে শঙ্কিত করে তুলল এবং তার কল্পনাকে আচ্ছন্ন করল। অনাবৃত হাতদুটিকে আড়াআড়িভাবে রেখে, ফুলে-সাজানো মাথাটি অনাবৃত বক্ষের উপর নুইয়ে সে বসে রইল…হঠাৎ দরজা খুলে গেল, প্রবেশ করল হেরমান। লিজাভেতা কেঁপে উঠল।

"আপনি কোথায় ছিলেন?"—ভীত চাপা সুরে লিজাভেতা প্রশ্ন করল।

"বৃদ্ধা কাউণ্টেসের শোবার ঘরে, আমি এই সেখান থেকে আসছি। কাউণ্টেস মারা গেছেন।"

"অ্যাঁ! কি বলছেন আপনি?"

"মনে হয়, আমিই তাঁর মৃত্যুর কারণ।"—বলল হেরমান।

লিজাভেতা ইভানোভ্‌না তার দিকে তাকাল, তম্‌স্কির কথা তার বুকের মাঝে বেজে উঠল: "এই লোকটির মনে মনে রয়েছে অন্ততঃ তিনটি শয়তানি।" হেরমান তার পাশে জানালার উপর বসে সব খুলে বলল।

আতঙ্কে অভিভূত হয়ে লিজাভেতা ইভানোভ্‌না তার সব কথা শুনল। তাহলে, এই আবেগবিহ্বল পত্র, এই সকাতর অনুরোধ, এই দুঃসাহসী অটল অধ্যবসায়, এসব তাহলে প্রেম নয়! তাহলে তার প্রাণ মন একান্ত করে চেয়েছে টাকা! লিজাভেতা ইভানোভ্‌না হেরমানের কামনাকে সার্থক করে তুলতে পারেনি, তাকে সুখী করতে পারেনি? অভাগিনী পালিতা মেয়েটি

তাহলে তারই নিজের হিতৈষিণীর হত্যাকারী দস্যুর অন্ধ সহযোগিনী ছাড়া আর কিছুই নয়! বিলম্বিত অনুশোচনার বুকভাঙ্গা যন্ত্রণায় লিজাভেতা ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। হেরমান নীরবে তার দিকে তাকিয়ে রইল। তার হৃদয়ও ব্যথিত হয়েছিল, কিন্তু অভাগিনীর চোখের জল, তার বেদনার অপূর্ব সৌন্দর্য কোন কিছুই হেরমানের নিষ্ঠুর হৃদয়ে আলোড়ন জাগাল না। মৃতা বৃদ্ধার কথা ভেবেও সে কিছুমাত্র বিবেক দংশন অনুভব করল না। তার একমাত্র দুঃখ, যা দিয়ে সে ধনী হবে ভেবেছিল সেই গোপন কথা চিরকালের মত হারিয়ে গেছে।

"আপনি দানব!"—শেষ পর্যন্ত বলে উঠল লিজাভেতা ইভানোভ্না।

"আমি তাঁর মৃত্যু চাইনি। আমার পিস্তলে গুলি ছিল না।"

দুজনেই চুপ করে রইল।

ভোর হয়ে এল। বাতিটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল, লিজাভেতা ইভানোভ্না সেটা নিভিয়ে দিল। পাণ্ডুর আলোয় তার ঘর ভরে গেল। কান্নাভরা চোখদুটি মুছে সে হেরমানের দিকে তাকাল, হেরমান হাতদুটি বুকের উপর আড়াআড়িভাবে রেখে তীব্র ভ্রূকুটি করে জানালার উপর বসে আছে। এই অবস্থায় তাকে দেখে নেপোলিয়নের ছবির কথা মনে হচ্ছিল। এই সাদৃশ্য লিজাভেতা ইভানোভ্নাকেও বিস্মিত করল।

"আপনি বাড়ি থেকে বেরোবেন কিভাবে?"—অবশেষে প্রশ্ন করল লিজাভেতা ইভানোভ্না।—"আমি ভেবেছিলাম আপনাকে গোপন সিঁড়ি দিয়ে নিয়ে যাব, কিন্তু তাতে শোবার ঘরের পাশ দিয়ে যেতে হয়। আমার কিন্তু ভয় করছে।"

"এই গোপন পথটা কি করে খুঁজে পাব বলে দিন, আমি নিজেই যাব।"

লিজাভেতা ইভানোভ্না উঠে ড্রয়ার থেকে একটা চাবি বের করে হেরমানের হাতে দিয়ে পথের কথা ভাল করে বুঝিয়ে দিল। হেরমান লিজাভেতার হিমশীতল অসাড় হাতটিতে একটু চাপ দিয়ে তার ঝুঁকে-পড়া মাথায় চুমো খেয়ে বেরিয়ে গেল।

ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে সে আবার কাউণ্টেসের শোবার ঘরে ঢুকল। মৃতা বৃদ্ধা শক্ত হয়ে বসে আছেন, মুখে তাঁর গভীর শান্তি। হেরমান তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল,

যেন এই ভীষণ ঘটনাটির সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে চায়। শেষ পর্যন্ত পড়ার ঘরে ঢুকে দেয়াল ধরে ধরে দরজা খুঁজে বের করল এবং এক অদ্ভুত অনুভূতির উত্তেজনায় অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। তার মনে হল, হয়ত ষাট বছর আগে জরির কাজ-করা 'কাফ্‌তান' পরে a' l'oiseau royal* ফ্যাশনে চুল আঁচড়ে, তিনকোণা টুপিটি বুকে চেপে ধরে ঠিক এমনই সময়ে, এই সিঁড়ি বেয়ে এই শোবার ঘরেই ঢুকেছিল কোন তরুণ প্রেমিক; বহুদিন হল সে কবরস্থ। আজ তার বৃদ্ধা প্রণয়িনীর হৃদয়ের স্পন্দন স্তব্ধ হল…

সিঁড়ির নীচে হেরমান একটা দরজা দেখতে পেল, ঐ একই চাবি দিয়ে দরজাটা খুলে সে এসে পড়ল একটা লম্বা বারান্দায়। এই বারান্দা তাকে নিয়ে এল রাস্তায়।

॥ পাঁচ ॥

"সেই রাতে মৃতা ব্যারোনেস ফন ভ…আমার সামনে আবির্ভূতা হলেন। আপাদমস্তক তাঁর সাদা পোশাকে ঢাকা। তিনি আমাকে বললেন, "নমস্কার, উপদেষ্টা মহাশয়।"

—সেভ্‌দেনবর্গ।

সেই সর্বনাশা রাতের তিনদিন পরে সকাল নটায় যে…গির্জাপ্রাঙ্গণে পরলোকগতা কাউণ্টেসের মৃতদেহ সমাধিস্থ করার কথা, হেরমান সেখানে গিয়ে উপস্থিত হল। অনুতপ্ত না হলেও বিবেকের কণ্ঠস্বরকে সে একেবারে চেপে রাখতে পারল না। বিবেক বেশ জোরের সঙ্গেই তার কানে কানে বলতে লাগল, "তুমিই বৃদ্ধার হত্যাকারী!" সত্যকার ধর্মবিশ্বাস না থাকলেও কুসংস্কার ছিল তার প্রচুর। তার মনে হয়েছিল মৃতা কাউণ্টেস তার জীবনের উপর অশুভ প্রভাব বিস্তার করতে পারেন, তাই ঠিক করেছিল কাউণ্টেসের কাছে ক্ষমাভিক্ষা করার জন্য সে তাঁর অন্ত্যেষ্টির সময় উপস্থিত থাকবে।

* a' l'oiseau royal (ফরাসী)—বকের মত। —অনুবাদক।

গির্জা জনসমাগমে পরিপূর্ণ। হেরমান জোরে ভিড় ঠেলে অগ্রসর হল। মখমলের চাঁদোয়ার নীচে দামী কাটাফাল্‌কের* উপর রয়েছে শবাধার। শবাধারে শায়িত মৃতদেহের হাতদুটি বুকের উপর বিন্যস্ত, মাথায় লেসের টুপি, পরনে সাদা সাটিনের গাউন। চারিপাশে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে তাঁর বাড়ির লোকজন: কালো কাফতান গায়ে, চাপরাস কাঁধে হাতে বাতি নিয়ে দাঁড়িয়ে চাকরেরা, আত্মীয়েরা—ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনী এবং তাদের ছেলেমেয়েরা দাঁড়িয়ে রয়েছে গভীর শোকে আচ্ছন্ন হয়ে। কেউই কাঁদছে না। চোখের জল হত une affectation** কাউণ্টেস এমনই বৃদ্ধা হয়েছিলেন যে তাঁর মৃত্যুতে কেউ অভিভূত হয়নি, কারণ আত্মীয়স্বজনেরা মনে করত মৃত্যুকাল উত্তীর্ণ হয়েও এই বৃদ্ধা বেঁচে রয়েছেন। তরুণ আর্চবিশপ অন্ত্যেষ্টি উপলক্ষে বক্তৃতা করলেন। সরল মর্মস্পর্শী ভাষায় তিনি বর্ণনা করলেন সত্যচারিণীর শান্ত মৃত্যুর কথা—খৃষ্টানসুলভ জীবনাবসানের জন্য দীর্ঘ জীবন ধরে তাঁর শান্তিপূর্ণ প্রস্তুতির তপস্যা। বক্তা বললেন: "ধর্মচিন্তায় এবং মধ্যরাত্রে পরম প্রিয়তমের*** আগমন প্রতীক্ষায় জাগ্রতা এই নারীকে মৃত্যুদূত এসে নিয়ে গেছেন।" শোকগম্ভীর পরিবেশে শেষকৃত্য সম্পন্ন হল। সর্বপ্রথমে আত্মীয়স্বজনেরা মৃতদেহের কাছে শেষবিদায় নিতে গেল। তারপর কাউণ্টেস দীর্ঘকাল ধরে যাদের কলরবমুখর আনন্দোৎসবে অংশ গ্রহণ করে এসেছেন, সেই অগণিত অতিথিরা তাঁকে প্রণতি জানাতে গেল। তারপরে গেল বাড়ির চাকর-বাকরেরা। সবার শেষে এগিয়ে গেল বাড়ির এক বয়স্থা পরিচারিকা। বয়সে সে ছিল মৃতারই সমবয়সী। দুটি তরুণী মেয়ে তার হাত ধরে নিয়ে এল। মাটিতে মাথা নোয়ানোর শক্তি তার ছিল না, কর্ত্রী কাউণ্টেসের হিমশীতল হাতে চুমু দিয়ে সে শুধুমাত্র কিছুটা চোখের জল ফেলল। এই বৃদ্ধার পরেই হেরমান শবাধারের কাছে যাওয়া ঠিক করল। মাটিতে মাথা নুইয়ে কয়েক মিনিট সে ফারগাছের ডাল-বিছানো ঠাণ্ডা মেঝেতে শুয়ে রইল। শেষে সে উঠল, তার মুখ মৃতার মুখের মতই পাণ্ডুর হয়ে গেছে,

* কাটাফাল্‌ক—শবাধার রাখার মঞ্চ। —অনুবাদক।

** une affectation—(ফরাসী)—লোক-দেখানো। —অনুবাদক।

*** যিশু খৃষ্ট।

কাঁটাফাল্‌কের ধাপের উপর উঠে সে মাথা নোয়াল···এই সময়ে তার মনে হল যেন মৃতা বৃদ্ধা এক চোখ কুঁচকে বিদ্রূপভরে তার দিকে তাকিয়ে আছেন। হেরমান তাড়াতাড়ি পিছনে সরে আসতে গিয়ে পা ফসকে মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। তাকে ধরে তোলা হল। ঠিক এই সময়েই লিজাভেতা ইভানোভ্‌নাকে অজ্ঞান অবস্থায় ধরাধরি করে বাইরে বারান্দায় নিয়ে আসা হল। এই ঘটনা কয়েক মিনিটের জন্য গম্ভীর শোকানুষ্ঠানে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করল। এক চাপা ফিসফিসানি জাগল আগন্তুকদের মধ্যে, মৃতার নিকট-আত্মীয় একজন রোগা মতন কামের্গার* পাশের একজন ইংরেজ ভদ্রলোকের কানে কানে বললেন যে, তরুণ অফিসারটি কাউণ্টেসের অবৈধ সন্তান। এ কথা শুনে ইংরেজ ভদ্রলোক বীতস্পৃহভাবে বলল: "ও!"

সারাটা দিন হেরমান কাটাল এক অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থার মধ্য দিয়ে। এক নির্জন হোটেলে দিনের খাওয়া সেরে মানসিক উত্তেজনা দমন করার আশায় নিজের নিয়ম ভঙ্গ করে প্রচুর মদ খেল। কিন্তু মদ তার কল্পনাকে আরও প্রবল করে তুলল। বাড়ি ফিরে জামা-কাপড় না ছেড়েই সে বিছানায় শুয়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

যখন তার ঘুম ভাঙ্গল, তখন রাত হয়ে গেছে: চাঁদ এসে তার ঘর আলো করে দিয়েছে। সে ঘড়ির দিকে তাকাল, রাত পৌনে তিনটে। তার ঘুম কেটে গেছে, বিছানার উপর উঠে বসে সে বৃদ্ধা কাউণ্টেসের কবর দেওয়ার কথা ভাবতে লাগল।

এই সময় কে যেন রাস্তা থেকে জানালা দিয়ে তার দিকে উঁকি দিয়ে সেই মুহূর্তেই সরে গেল। হেরমান এই ব্যাপারে কোন নজরই দিল না। মিনিট খানেক পরে তার কানে এল বাইরের ঘরের দরজা কে যেন খুলল। হেরমান ভাবল, তার চাকর যথারীতি মাতাল হয়ে নৈশভ্রমণ সেরে ফিরল। কিন্তু তার কানে এল অপরিচিত পায়ের আওয়াজ, কে যেন আস্তে আস্তে চটি লটপট করতে করতে আসছে। দরজাটা খুলে গেল, সাদা পোশাকে ঢাকা এক মহিলা ঘরে ঢুকলেন। হেরমান তাঁকে তার বৃদ্ধা ধাইমা মনে

* কামের্গার—সৈন্যবাহিনীর নিম্নপদস্থ অফিসার। —অনুবাদক।

করে আশ্চর্য হয়ে ভাবল কেন এমন সময়ে তিনি এখানে আসবেন? কিন্তু শ্বেতবসনা নারী দ্রুত এগিয়ে এসে হঠাৎ তার সামনে দাঁড়াল—হেরমান দেখল, কাউণ্টেস!

"আমি অনিচ্ছাসত্ত্বেও তোমার কাছে এসেছি,"—দৃঢ়স্বরে বললেন কাউণ্টেস।—"তোমার প্রার্থনা পূরণ করার জন্য আমাকে আদেশ করা হয়েছে। তিরি, সাত আর টেক্কা এক এক করে তোমায় জিতিয়ে দেবে, কিন্তু ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একখানার বেশী তাসের বাজি ধরতে পারবে না এবং তারপরে সারাজীবন আর তাস খেলতে পারবে না। যদি তুমি আমার পালিতা লিজাভেতা ইভানোভ্‌নাকে বিয়ে কর, তাহলে আমার মৃত্যুর জন্য তোমাকে ক্ষমা করতে পারি···" এই কথা বলে তিনি আস্তে আস্তে পিছন ফিরে, চটি লটপট করতে করতে দরজার দিকে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। হের-মানের কানে এল বাইরের দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ, সে দেখল, আবার কে যেন জানালা দিয়ে তার দিকে উঁকি মারল।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত হেরমান সম্বিত ফিরে পেল না। সে আরেকটি ঘরে গেল। তার চাকর মেঝেতে পড়ে ঘুমোচ্ছে, হেরমান অনেক কষ্টে তার ঘুম ভাঙ্গাল। চাকরটি যথারীতি মাতাল, তার কাছ থেকে কোন কথা বার করা অসম্ভব। বাইরের দরজা বন্ধ রয়েছে। হেরমান নিজের ঘরে ফিরে এল।

বাতি জ্বেলে সে যা দেখেছে তা লিখে রাখল।

॥ ছয় ॥

"দাঁড়া!"

"আপনি আমাকে 'দাঁড়া' বললেন কোন সাহসে?"

"মান্যবর, আমি বলেছি, 'দাঁড়ান'!"

বস্তুজগতে যেমন দুটি বস্তু একই জায়গায় থাকতে পারে না,' ভাব-জগতেও তেমনি দুটি সুনির্দিষ্ট চিন্তা একই সঙ্গে পাশাপাশি টিকে থাকতে পারে না। অল্পসময়ের মধ্যেই হেরমানের কল্পনায় মৃতা বৃদ্ধার মূর্তি মুছে গিয়ে থাকলো শুধু তিনখানা তাস—তিরি, সাত, টেক্কা।

তিরি, সাতা আর টেক্কা তার মাথা থেকে কিছুতেই গেল না, সব সময় লেগে রইল তার ঠোঁটে। কোন তরুণী মেয়েকে দেখলে সে বলে: "কি লীলায়িত দেহ!...যেন একেবারে হরতনের তিরি।" তাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, "কটা বাজে?" সে উত্তর দেয়, "সাতটা বেজে পাঁচ।" পেট-মোটা কোন লোককে দেখলেই তার মনে পড়ে যায় টেক্কার কথা। সমস্ত রকম সম্ভাব্য রূপ নিয়ে স্বপ্নে তার দেখা দিতে লাগল—তিরি, সাত, টেক্কা—নানারঙের গ্রাণ্ডিফ্লোরা ফুলের রূপ ধরে তার সামনে ফুটে উঠত তিরি, গথিকগেটের রূপ ধরে আসত সাত; আর একটা বিরাট মাকড়সার রূপ ধরে আসত টেক্কা। তার সমস্ত চিন্তা এসে এক হত: যে গোপন কথা সে বহুমূল্য দিয়ে আয়ত্ত করেছে তা ব্যবহার করতে হবে। সে ভাবতে লাগল চাকরি ছেড়ে দিয়ে দেশভ্রমণে বেরোবে। একবার ইচ্ছা হল, প্যারিসের প্রকাশ্য জুয়ার আসরে মোহময়ী ভাগ্যদেবীর কাছ থেকে জোর করে ধন-দৌলত আদায় করবে। কিন্তু একটি ঘটনা তাকে এই সব গণ্ডগোলের হাত থেকে বাঁচাল।

মস্কোতে বিখ্যাত চেকালিন্স্কির নেতৃত্বে ধনী জুয়াড়ীদের একটা আসর গড়ে উঠেছিল, সারাজীবন তিনি কাটিয়েছেন তাস নিয়ে। বাজি জিতলে হুণ্ডি নিতেন এবং হেরে গেলে নগদ টাকা দিতেন, এই করে একসময় তিনি উপার্জন করেছেন লাখ লাখ টাকা। দীর্ঘ অভিজ্ঞতার জন্য তিনি বন্ধুদের

আস্থা অর্জন করেছিলেন। তাঁর বাড়ির অবারিত দ্বার, নামকরা পাচক, আদর আপ্যায়নের ব্যবস্থা, আনন্দের আবহাওয়া প্রশংসা পেয়েছে জনসাধারণের কাছ থেকে।

চেকালিনস্কি এলেন পিতাসবুর্গে। তাসের আকর্ষণে তরুণেরা বলনাচের কথা ভুলে গেল, ভালবাসার খেলার চেয়ে ফাঁরাওয়ের প্রলোভনকে উঁচু আসন দিয়ে তরুণেরা ভিড় করে এল তাঁর কাছে। নারুমভ তাঁর কাছে নিয়ে এল হেরমানকে।

কতকগুলি সাজানো-গোছানো ঘর তারা পার হয়ে গেল। প্রত্যেক ঘরেই রয়েছে অনুগত খানসামার দল। জনকয়েক জেনারেল ও প্রিভি কাউন্সিলর বসে হুইস্ট খেলছিলেন, তরুণেরা বসে আছে, গড়াচ্ছে মখমলের ডিভানে, খাচ্ছে আইসক্রিম, টানছে পাইপ। ড্রয়িংরুমে এক লম্বা টেবিলের ধারে জনবিশেক জুয়াড়ী ভিড় করে আছে, টেবিলে ব্যাঙ্কার হয়ে বসে আছেন গৃহস্বামী। তাঁর বয়স প্রায় ষাট, খুব সম্ভ্রান্ত চেহারা। রূপোলী সাদা চুলে মাথাটা বোঝাই; গোলগাল প্রাণবন্ত মুখে ফুটে উঠেছে হাসিখুশী মনটি। আলো ছড়াচ্ছে চোখদুটি, আর সে-চোখ চঞ্চল হয়ে রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন স্মিত হাসিতে। নারুমভ হেরমানকে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। চেকালিনস্কি বন্ধুর মত তার সঙ্গে করমর্দন করে অনুরোধ করলেন, যেন সে তাঁকে পর মনে করে তাঁর সঙ্গে লৌকিকতা না করে। তারপর তিনি আবার নিজের কাজে মন দিলেন।

বাজিটা চলল বহুক্ষণ ধরে। ত্রিশখানারও বেশী তাস রয়েছে টেবিলের উপর। এক একটা দানের পর খেলুড়েদের গুছিয়ে নিতে কিছুটা সময় দেবার জন্য চেকালিনস্কি একটু থেমে হারের হিসাবটা লিখে রাখছিলেন, তারা কত চায় বিনীতভাবে তা শুনছিলেন, কোন অসতর্ক হাতে পড়ে কোন তাসের কোণ বেঁকে গেলে আরও বিনীতভাবে তা সোজা করে দিচ্ছিলেন। অবশেষে বাজিটা শেষ হল। চেকালিনস্কি তাস ভেঁজে আরেক বাজির জন্য তৈরী হলেন।

যে মোটা ভদ্রলোকটি আগের বাজি হেরে গিয়েছিলেন তাঁর পিছন থেকে হাত বাড়িয়ে হেরমান জিজ্ঞাসা করল: "আমি কি একটা বাজি ধরতে পারি?"

চেকালিনৃস্কি নীরবে একটু হেসে বিনীতভাবে সম্মতিসূচক মাথা নোয়ালেন। বহুদিনের সংযম ভাঙ্গতে যাচ্ছে বলে নারুমভ হেসে হেরমানকে অভিনন্দন জানাল এবং সার্থক যাত্রারম্ভের জন্য শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করল।

খড়ি দিয়ে তাসের পিছনে একটা বিরাট টাকার অঙ্ক লিখে হেরমান বলল: "এই ধরলাম!"

"কত?"—ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করলেন ব্যাঙ্কার,—"মাপ করবেন, আমি ঠিক চোখে দেখতে পাই না।"

"সাতচল্লিশ হাজার,"—বলল হেরমান।

এই কথা শুনে সব কটি মাথা মুহূর্তের জন্য এদিকে ফিরল, সব কটি চোখ এসে নিবদ্ধ হল হেরমানের উপর। নারুমভ ভাবল: "ও পাগল হয়ে গেছে!"

আগেরই মত হেসে চেকালিনৃস্কি বললেন: "মাপ করবেন, আপনাকে বলি: আপনার বাজিটা বড়ই চড়া, এখানে কেউই একবারে দু'শ পঁচাত্তরের বেশী বাজি ধরেনি।"

রুক্ষস্বরে হেরমান বলল, "তার মানে? আপনি আমার এ তাস খেলবেন কি না?"

চেকালিনৃস্কি আগেরই মতই বিনীতভাবে সম্মতিসূচক মাথা নোয়ালেন। তিনি বললেন:

"আমি শুধু আপনাকে জানাতে চাই যে, বন্ধুদের আস্থাভাজন বলে নগদ টাকা না হলে আমি বাজি খেলতে পারি না। অবশ্য আপনার কথাই আমার পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু খেলার নিয়ম পালন এবং হিসাব রাখার জন্য আপনাকে টাকাটা বের করে তাসের উপর রাখতে অনুরোধ করছি।"

হেরমান পকেট থেকে একটা ব্যাঙ্ক নোট বের করে চেকালিনৃস্কির হাতে দিল। চেকালিনৃস্কি দ্রুত একবার সেটা দেখেই হেরমানের তাসের উপর রেখে দিলেন।

তিনি তাস বাঁটতে শুরু করে দিলেন। ডানদিকে পড়ল নয় আর বাঁদিকে তিন।

"আমার তাস জিতেছে!"—নিজের তাসখানা দেখিয়ে বলে উঠল হেরমান।

জুয়াড়ীদের মধ্যে চঞ্চলতা জাগল। চেকালিনৃস্কি ভুরু কোঁচকালেন,

কিন্তু সেই মুহূর্তেই হাসি ফিরে এল তাঁর মুখে। তিনি হেরমানকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

"আপনি কি টাকাটা এখনই নেবেন?"

"যদি দয়া করে দেন।"

চেকালিনৃস্কি পকেট থেকে কিছু ব্যাঙ্কনোট বের করে তক্ষুনি গুণে ফেললেন। হেরমান তার টাকা তুলে নিয়ে টেবিল ছেড়ে চলে গেল। ব্যাপারটা নারুমভ ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। হেরমান এক গ্লাস লেমনেড খেয়ে বাড়ি চলে গেল।

পরদিন সন্ধ্যায় সে আবার এল চেকালিনৃস্কির ওখানে। গৃহস্বামী খেলা শুরু করেছেন। হেরমান টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। জুয়াড়ীরা তখুনি তাকে জায়গা করে দিল। চেকালিনৃস্কি তাকে সাদর নমস্কার জানালেন।

হেরমান পরের বাজির জন্য অপেক্ষা করল এবং সেই দানে বাজি ধরে পকেট থেকে সাতচল্লিশ হাজার টাকা বের করে তার সঙ্গে আগের দিনের জেতা টাকাটা যোগ করে তাসের উপর রাখল।

চেকালিনৃস্কি খেলা শুরু করলেন। গোলাম উঠল ডানদিকে, এবং বাঁয়ে সাত। হেরমান তার সাতাখানা দেখাল।

সবার মধ্যে গুঞ্জন উঠল। চেকালিনৃস্কি স্পষ্টতঃই বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি ৯৪ হাজার টাকা গুণে হেরমানকে দিলেন। হেরমান ধীর শান্তভাবে টাকাটা তুলে নিয়ে সেই মুহূর্তেই স্থান ত্যাগ করল।

পরের সন্ধ্যায় হেরমান আবার হাজির হল টেবিলে। সকলেই তার জন্য অপেক্ষা করছিল। জেনারেলরা আর প্রিভি কাউন্সিলররা এই অস্বাভাবিক খেলা দেখার জন্য নিজেদের হুইস্ট খেলা বন্ধ রেখেছিলেন। তরুণ অফিসারেরা ডিভান থেকে লাফিয়ে উঠল। সমস্ত খানসামারা ড্রইংরুমে এসে ভিড় করেছে। হেরমানকে ঘিরে সবাই দাঁড়িয়েছে। অন্যান্য জুয়াড়ীরা তাদের বাজি বন্ধ রেখেছে। কিভাবে বাজি শেষ হয় সবাই তারই প্রতীক্ষায় অধীর। একা চেকালিনৃস্কির সঙ্গে খেলার জন্য হেরম্যান টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে প্রস্তুত হচ্ছিল, চেকালিনৃস্কির মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে তবু সে-মুখে হাসি রয়েছে। দুজনেই দুপ্যাকেট তাস খুলল। ভেঁজে নিলেন চেকালিনৃস্কি। হেরমান

তার তাস তুলে নিয়ে টেবিলে রেখে ব্যাঙ্কনোটের স্তূপ দিয়ে সেটি ঢেকে দিল। এ যেন এক 'ডুয়েল'। চারিদিকে গভীর নীরবতা।

চেকালিন্‌স্কি খেলা শুরু করলেন, তাঁর হাত কাঁপছিল। ডানদিকে বিবি, বাঁদিকে টেক্কা।

নিজের তাস দেখিয়ে হেরমান বলল: "টেক্কা জিতেছে!"

মধুর গলায় চেকালিন্‌স্কি বললেন: "আপনার বিবি হেরে গেছে।"

হেরমান থরথর করে কেঁপে উঠল: বাস্তবিকই টেক্কার বদলে তার হাতে ইস্কাপনের বিবি। নিজের চোখকে তার বিশ্বাস হল না, এই তাস সে তুলল কি করে তা বুঝতে পারল না।

সেই মুহূর্তেই তার মনে হল যেন ইস্কাপনের বিবি চোখ কুঁচকে হেসে উঠল। অস্বাভাবিক সাদৃশ্যে সে স্তম্ভিত হয়ে পড়ল···ভয়ে চিৎকার করে উঠল—"বুড়ি!"

জেতা টাকাগুলো চেকালিন্‌স্কি টেনে নিলেন নিজের দিকে। অসাড়ভাবে দাঁড়িয়ে রইল হেরমান। অবশেষে সে যখন টেবিল ছেড়ে চলে গেল, তখন ঘরে জাগল কথার তুফান। জুয়াড়ীরা বললে: "সাবাস খেলা!" চেকা-লিন্‌স্কি আবার তাস ভাঁজলেন, যথারীতি আবার খেলা চলল।

উপসংহার

হেরমান পাগল হয়ে গেছে। সে ওবুখভ হাসপাতালে ১৭নং ঘরে থাকে। কোন কথার উত্তর দেয় না। অস্বাভাবিক দ্রুতভাবে বিড়বিড় করে বলেঃ "তিন, সাত, টেক্কা! তিন, সাত, বিবি।"

লিজাভেতা ইভানোভ্‌নার বিয়ে হয়ে গেছে এক অতি মধুর স্বভাবের তরুণ ভদ্রলোকের সঙ্গে। তিনি যেন কোথায় কাজ করেন। অবস্থা বেশ ভালই। তিনি বৃদ্ধা কাউণ্টেসের সাবেক দেওয়ানের ছেলে। এখন লিজাভেতা ইভানোভ্‌না এক আত্মীয়ার মেয়েকে মানুষ করছে।

তম্‌স্কি অশ্বারোহী বাহিনীর ক্যাপ্টেন পদে উন্নীত হয়েছে। শীঘ্রই প্রিন্সেস পলিনের সঙ্গে তার বিয়ে হবে।